৫৫০টি
সুন্নাত ও আদব

- প্রতিবেশি সম্পর্কে ১৫টি সুন্নাত ও আদব
- মেহমানদারীর ৩০টি সুন্নাত ও আদব
- আকীকার ২৫টি সুন্নাত ও আদব
- নাম রাখার ১৮টি সুন্নাত ও আদব
- কবরস্থানে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে ২১টি সুন্নাত ও আদব

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

৫৫০টি
সুন্নাত ও আদব

লিখক:

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা
আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার
কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

প্রকাশনায়:

মাকতাবাতুল মদীনা

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

www.dawateislami.net

সনাক্তি করণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَالله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৫	মিসওয়াকের ২২টি সুন্নাত ও আদব	৫৭
চলাফেরা সম্পর্কিত ১৫টি সুন্নাত ও আদব	৭	নখ কাটার ১০টি সুন্নাত ও আদব	৬০
		পোশাক পরিধানের ১৭টি সুন্নাত ও আদব	৬১
জুতা পরিধান করার ৭টি আদব	১১		
বসার ১৮টি সুন্নাত ও আদব	১৩	পাগড়ীর ২৫টি সুন্নাত ও আদব	৬৪
ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি সুন্নাত ও আদব	১৬	আংটি সম্পর্কিত ১৯টি সুন্নাত ও আদব	৬৭
প্রতিবেশী সম্পর্কিত ১৫টি সুন্নাত ও আদব	১৮	আকীকার ২৫টি সুন্নাত ও আদব	৭০
		নাম রাখার ১৮টি সুন্নাত ও আদব	৭৫
পানি পান করার ১৩টি সুন্নাত ও আদব	২১	সফরের ৩৫টি সুন্নাত ও আদব	৮১
		রোগীকে দেখতে যাওয়ার ৩৩টি সুন্নাত ও আদব	৮৬
খাবার খাওয়ার ৩২টি সুন্নাত ও আদব	২৩		
মেহমানদারীর ৩০টি সুন্নাত ও আদব	২৮	কাফনের ১৬টি সুন্নাত ও আদব	৯১
আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের ১৩টি সুন্নাত ও আদব	৩৪	কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত	৯২
		সুন্নাতী কাফন	৯২
সালাম করার ১১টি সুন্নাত ও আদব	৩৭	কাফনের বিস্তারিত বিবরণ	৯৩
মুসাফাহার ১৪টি সুন্নাত ও আদব	৩৯	কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি	৯৪
কথাবার্তা বলার ১২টি সুন্নাত ও আদব	৪১	জানাযার ১৫টি সুন্নাত ও আদব	৯৬
হাঁচির ১৭টি সুন্নাত ও আদব	৪৩	কবর ও দাফনের ২২টি সুন্নাত ও আদব	৯৯
সূরমা লাগানোর ৪টি সুন্নাত ও আদব	৪৫		
ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার ১৫টি সুন্নাত ও আদব	৪৬	কবরস্থানে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কিত ২১টি সুন্নাত ও আদব	১০৩
বাবরী চুল রাখা ও মাথার চুলের ২২টি সুন্নাত ও আদব	৪৮	মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগাদের খিদমতে আরজ	১০৭
তেল ও চিরুনী ব্যবহারের ১৯টি সুন্নাত ও আদব	৫২	তথ্যসূত্র	১০৯

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

৫৫০টি সুন্নাত ও আদব

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই **"৫৫০টি সুন্নাত ও আদব"** পাঠ করে বা শুনে নিবে তাকে জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার **প্রিয় হাবীব হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِين

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া ব্যতিত কোন ছায়া থাকবে না, তিন ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের ছায়া লাভ করবে। আরজ করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা হবে? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিত কারী, (৩) আমার উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ কারী।

(আল বাদরুস সাফিরা ১৩১, হাদীস: ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত ইমাম দাহ্হাক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়াতে সুন্নাতের উদাহরণ এমন, যেমন আখিরাতে জান্নাতের উদাহরণ, সুতরাং যেভাবে

www.dawateislami.net

জান্নাতে প্রবেশকারী নিরাপদ থাকবে অনুরূপ দুনিয়াতে সুন্নাতের প্রতি যত্নশীল ব্যক্তিও নিরাপদ থাকবে। **(তাফসিরে কুরতুবী ১৩/২৮৪)**

বিভিন্ন পরিচ্ছেদ "৫৫০টি সুন্নাত ও আদব" কবুল করুন উপস্থাপনকৃত প্রত্যেক জিনিসকে সুন্নাত বলা যাবে না, হতে পারে তার মধ্যে সুন্নাত ব্যতিত বুযুর্গণ رَحِمَهُمُ الله হতে বর্ণিত কথাও থাকবে। এই মাসআলা স্বরণ রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না কোন আমলকে "সুন্নাতে রাসূল" বলা যাবে না।

মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগার খিদমতে অবেদন হলো: আপনাদের সুন্নাতে ভরা বয়ানের শেষে অবস্থা অনুযায়ী এই পুস্তিকায় পদত্ত বিষয় থেকে সুন্নাত ও আদব বয়ান করতে থাকুন। প্রত্যেক বিষয়বস্তুর পূর্বে ও পরে প্রদত্ত ইবারতও পড়ে শুনিয়ে দিন।

হে আশিকানে রাসূল! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত, কতিপয় সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। **(ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)**

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বানে আক্বা
জান্নাত মে পড়োসী মুজে তুম আপনা বানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

চলাফেরা সম্পর্কিত ১৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৭-এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে বিচরণ করো না! নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ন করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।

(২) "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৪৩৫ পৃষ্ঠায় প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি দুইটি চাদর জড়িয়ে অহংকার করে চলছিলো আর অহংকার সূলভ আচরণ করছিলো, সে জমিনে ধ্বসে গেলো, সেই কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বসতেই থাকবে (মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৮৮) (৩) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক সময় চলতে চলতে নিজের কোন সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাত নিজের হাত মোবারক দ্বারা ধরে নিতেন। (মুজামুল কবীর, ৮/২৮৮, হাদীস: ৮১৩২) (৪) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাটার সময় এ পরিমাণ সামনে ঝুকে চলতেন যেমনকি তিনি উপর থেকে নিচে নামছেন। (শামায়িলুল মুহাম্মদিয়া লিত তিরমীযি, ৮৭ পৃষ্ঠা, ১১৮ নম্বর) (৫) গলাতে স্বর্ণ বা অন্য কিছুও ধাতুর চেইন (Chain) পরিধান করে, লোকদেরকে দেখানোর জন্য জামার কলার উম্মুক্ত করে অহংকার সূলভ চলাফেরা করো না কেননা এটা মুর্খ, অহংকারী ও ফাসিকদের অভ্যাস। গলার স্বর্ণের চেইন বা ব্যচলেট Bracelet) পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম এবং অন্যান্য ধাতুও

www.dawateislami.net

নাজায়েয। (৬) যদি কোন সমস্যা না থাকে তবে রাস্তার এক পার্শ্বে মধ্য গতিতে চলুন, না এতটুকু দ্রুত গতিতে চলবে লোকেরা আপনার দিকে তাকিয়ে বলে: যে দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এতটুকু ধীরে যে আপনাকে দেখে রোগী মনে হয়। আমরদ (অর্থাৎ ঐ যুবক ছেলে যার দাঁড়ি গোঁফ গজায়নি) কিংবা সুদর্শন যুবক ছেলের হাত ধরবেন না, কামভাবের সাথে যে কোন পুরুষের হাত পাকড়াও করা কিংবা মুসাফা করা (অর্থাৎ হাত মিলানো) কিংবা আলিঙ্গন করা, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (৭) রাস্তাতে চলার সময় অনর্থক দৃষ্টি (অর্থাৎ এদিক সেদিক তাকানো) সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নিচের দিকে রাখুন গাম্ভীর্যতা সহকারে চলুন। ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা হাস্‌সান বিন আবু সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঈদের নামাযের জন্য গমন করেন, যখন ফিরে আসলেন তখন স্ত্রী বলতে লাগলো: আজ কতজন মহিলাকে দেখেছেন?" তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিশ্চুপ রইলেন, যখন সে বেশি জোর করলো তখন বললেন: "ঘর থেকে বের হওয়া থেকে নিয়ে, তোমার কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি নিজের পায়ের আঙ্গুলের দিকে দেখতে থাকি।" **(কিতাবুল ওয়ারা' মাউসু ইমাম ইবনে আবিউদ্দীন, ১/২০৫)** سُبْحٰنَ الله! আল্লাহ পাকের অলিগণ রাস্তায় চলার সময় প্রয়োজন ব্যতিত এদিক সেদিক তাকানো থেকে বাঁচতে চেষ্টা করতেন অন্যথায় শরীয়াতের দৃষ্টিতে যার প্রতি তাকানোর অনুমতি নেই তার উপর দৃষ্টি পড়ে যাবে! এটা ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকওয়া ছিলো, মাসআলা হলো: কোন মহিলার উপর অনিচ্ছায় দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া তবে গুনাহগার হবে না। (৮) কারো ব্যালকনি কিংবা জালানার দিকে

www.dawateislami.net

অপ্রয়োজনে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখা উচিত নয়। (৯) চলার সময় কিংবা সিড়িতে উঠা নামার সময় এটা সতর্কতা অবলম্বন করুন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। (১০) চলার পথে দু'জন মহিলা দাঁড়ানো কিংবা চলতে থাকে তবে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না কারণ হাদীসে পাকে এর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। (আবু দাউদ, ৪/৪৮০, হাদীস: ৫২৮৩) (১১) রাস্তায় চলার সময়, দাঁড়ানো কিংবা বসা অবস্থায়ও লোকদের সামনে থুথু ফেলা, নাক ঝাড়া, নাকে আঙ্গুল প্রবেশ করা, কান চুলকাতে থাকা, শরীরের ময়লা আঙ্গুল দিয়ে পরিস্কার করা, লজ্জাস্থানে চুলকানো ইত্যাদি ভদ্রতার পরিপন্থি। (১২) কতিপয় লোকের অভ্যাস হলো; রাস্তায় চলার সময় যে জিনিসও সামনে চলে আসে সেটাকে লাথি মারতে মারতে চলতে থাকে, এটা একেবারে অভদ্র আচরণ, এভাবে পা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, আরো খবরের কাগজ কিংবা লিখাযুক্ত বাক্স, প্যাকেট ও মিনারেল ওয়াটারের লেবেল ওয়ালা খালি বোতল ইত্যাদি লাথি মারা আদবের পরিপন্থী। (১৩) হাটার সময় গাড়ি আসা যাওয়ার কারণে সড়ক পারাপারের জন্য সমস্যা হলে "জেব্রা ক্রসিং" কিংবা "ওভার ব্রীজ" ব্যবহার করুন (১৪) যে দিক থেকে গাড়ি আসছে সে দিকে দেখেই সড়ক পার করুন। যদি আপনি সড়কের মধ্যখানে থাকেন আর ঘাড়ি আসছে তবে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে সুযোগ বুঝে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকুন কারণ তার মধ্যে নিরাপত্তা বেশি আর রেল গাড়ি অতিক্রম করার সময় লাইন পার করা নিজের মৃত্যুর দাওয়াত দেওয়া, রেল গাড়িকে যথেষ্ট দূর মনে করে অতিক্রমকারীকে দ্রুত কিংবা অনিচ্ছায় কোন রকমে পা পড়ে যাওয়ার

www.dawateislami.net

ক্ষেত্রে এবং উপর থেকে রেল গাড়ী অতিক্রম হয়ে যাওয়ার ভয়কে সামনে রাখা উচিত। আর কতিপয় স্থানে এমন হয়ে থাকে যেখানে ট্র্যাক করে রেললাইন অতিক্রম করার আইনত অপরাধ হয়ে থাকে বিশেষ করে স্টেশনে, সে নিয়ম অনুযায়ী আমল করুন। (১৫) ইবাদতের শক্তি অর্জন করার নিয়্যতে যতটুকু সম্ভব প্রতিদিন পৌনে ঘন্টা যিকির ও দরূদ পড়তে পড়তে হাটুন اِنْ شَآءَاللّٰه স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। হাঁটার উত্তম পদ্ধতি হলো; শুরুতে ১৫ মিনিট দ্রত গতিতে, অতঃপর ১৫ মিনিট মধ্যম গতিতে, শেষে ১৫ মিনিট দ্রুত গতিতে, এভাবে চলার দ্বারা সমস্ত শরীরে শক্তি আসবে, হজম শক্তি ঠিক থাকবে, গ্যাস, সমস্যা, মোটা হওয়া, হৃদরোগ এবং অন্যান্য অনেক রোগ থেকেও اِنْ شَآءَاللّٰه নিরাপত্তা থাকবে।

সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা "বাহারে শরীয়াত" ৩য় অধ্যায় ১৬ খন্ড এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্ভলিত কিতাব "সুন্নাত ও আদব" ক্রয় করুন এবং পাঠ করুন। সুন্নাত শিখার একটি উত্তম পদ্ধতি হলো দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো,
শিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো।
হো গি হাল মশকিলে কাফেলে মে চলো,
খতম হো শামতে কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

জুতা পরিধান করার ৭টি আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অধিকহার জুতা পরিধান করো কারণ মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে সে যেন আরোহী থাকে।" (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়) **(মুসলিম, ১১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৯৬)** (২) জুতা পরিধান করার পূর্বে ঝেড়ে নিন যেনো পোকা কিংবা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। **একটি ঘটনা:** বর্ণিত আছে; কোন ব্যক্তি একটি স্থানে দাওয়াত থেকে অবসর হয়ে যখনই জুতা পরিধান করলো তখন চিৎকার করে উঠলো আর পা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো! আসলে কথা হলো; খাবারের সময় কেউ ধারালো হাড় নিক্ষেপ করে সেটা জুতার ভিতরে চলে যায় আর জুতা পরিধানকারী জুতা না ঝেড়ে পরিধান করলো ফলে পা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে গেলো। (৩) সুন্নাত হলো; প্রথমে ডান পায়ের জুতা পরিধান করবে অতঃপর বাম পায়ের আর খোলার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা এরপর ডান পায়ের। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে হতে যখন কেউ জুতা পরিধান করে তখন যেন ডান দিক দিয়ে পরিধান করে আর যখন খোলা হবে তখন বাম পা দিয়ে আরম্ভ করবে তাতে প্রথমে পরিধানের সময় প্রথমে ডান পা আর খোলার সময় শেষে হয়। **(মুসলিম, ১১৬১, হাদীস: ২০৯৬) (১০) বুখারী ৪/৬০, হাদীস: ৫৮০০)** নুযহাতুল ক্বারী কিতাবে বর্ণিত আছে: মসজিদে প্রবেশ হওয়ার সময় হুকুম হলো: প্রথমে ডান পা মসজিদে রাখবে আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে বাম পা বের করবে। মসজিদে উপস্থিতের সময় তার (অর্থাৎ জুতা পরিধানকারী) হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আলা হযরত

www.dawateislami.net

ইমাম আহমত রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে দিয়েছেন: যখন মসজিদে যাবেন তখন প্রথমে বাম পা জুতা থেকে বের করে জুতার উপর রাখবেন, অতঃপর ডান পা থেকে জুতা বের করে মসজিদে প্রবেশ করবেন। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন বাম পা বের করে জুতার উপর রাখবেন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরিধান করে নিবেন অতঃপর বাম পায়ের জুতা পরিধান করবেন। (নুযহাতুল ক্বারী, ৫/৫৩০) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি সর্বদা জুতা পরিধান করার সময় ডান পায়ে আর খোলার সময় বাম পা দিয়ে খোলবে সে প্লীহা রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। (হায়াতুল হাওয়ান ২/২৮৯) (৪) পুরুষ পুরুষালী আর মহিলা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বললেন: একজন মহিলা (পুরুষের মতো) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪০৯৯) অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষালী জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐসমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাদের মধ্যে একে অপরের রীতি অবলম্বন করা থেকে নিষেধ করেছেন, না মহিলা করবে আর না পুরুষ। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) (৬) যখন বসবেন তখন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। (৭) ব্যবহৃত জুতা উল্টো পড়ে থাকলে তা সোজা করে দিন। (দরিদ্রতার একটি কারণ হলো; উল্টো জুতা দেখে সেগুলো ঠিক করে না দেয়া)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বসার ১৮টি সুন্নাত ও আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কেউ অনেক্ষণ ধরে কোন স্থানে বসলো ও আল্লাহ পাকের যিকির ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি দরূদ পড়া ব্যতিত সেখান থেকে পৃথক হয়ে গেলো, তবে তারা ক্ষতি করলো যদি আল্লাহ পাক চাই তাদের ক্ষমা করবেন আর না হয় আযাব দিবেন। (মুসতাদরিক, ২/১৬৮, হাদীস: ১৮৬৯) (২) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কাবা শরীফের আঙ্গিনায় বৃত্ত আকারে বসা অবস্থায় দেখেছি। (বুখারী, ৪/১৮০, হাদীস: ৬২৮২) (৩) বৃত্ত এর অর্থ হলো; মানুষ নিতম্বের উপর ভর করে বসবে এবং গোড়ালীদ্বয়কে উভয় হাতের বৃত্তের মধ্যে নিয়ে নিবে। এ প্রকারের বসাকে বিনয়ী ও নম্রতার মধ্যে গণ্য করা হয়। (বাহরে শরীয়াত, ৩/৮৩৬১) (৪) এমতাবস্থায় বরং যখনই বসবেন লজ্জাস্থানের অবস্থা দৃষ্টিগোচর না হওয়া চাই, অতএব "পর্দার উপর পর্দার" জন্য হাটু থেকে পা পর্যন্ত চাদর ঢেকে নিন যদি সুন্নাত অনুযায়ী গোড়ালীর অর্ধেক পর্যন্ত হয় তো সেটার আচল দিয়েও" পর্দার মধ্যে পর্দা" করা যাবে (৫) হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন ফযরের নামায পড়ে নিতেন চার জানু হয়ে বসতেন, এমনকি সূর্য উদিত হয়ে যেতো। (আবু দাউদ, ৩/৩৪৫, হাদীস: ৪৮০) (৬) জামে কারামাতে আউলিয়া প্রথম খন্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: ইমাম ইউসুফ নাবহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দুই জানু হয়ে (অর্থাৎ যেভাবে নামাযে আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে বসে এভাবে বসার অভ্যাস ছিলো। (৭) নামাযের বাহিরেও দুই জানু হয়ে বসা উত্তম। (মিরআত, ৮/৯০) (৮) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

মজলিস (অর্থাৎ অন্য কেউ বিদ্যমান থাকাবস্থায়) সবচেয়ে সম্মানিত মজলিস হলো সেটাই, যেটা কিবলার দিকে মুখ করে বসা হয়। (মুজামুল আওসাত ৬/১৬১, হাদীস: ৮৩৬১) (৯) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অধিকাংশ সময় কিবলা মুখি হয়ে বসতেন। (আদবুল ফেরদৈস ২৯১, হাদীস: ১১৩৮) (১০) মুবাল্লিগ ও শিক্ষকের জন্য বয়ান ও শিক্ষকতার সুন্নাত হলো; পিঠ কিবলার দিকে রাখবেন যেনো তার কাছ থেকে ইলমের কথা শ্রবণকারী কিবলার দিকে মুখ করতে পারে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা হাফিয সাখাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিবলাকে এই জন্য পিঠ দিয়ে বসতেন, যেন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে ইলম শিক্ষা দিচ্ছেন কিংবা ওয়াজ করছেন তাদের মুখ যেনো কিবলার দিকে থাকে। (মাকাসিদুল হাসানা, ৮৮ পৃষ্ঠা) (১১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কোন মজলিশে (অর্থাৎ বৈঠকে) কারো দিকে পা প্রসারিত করে বসতেন না, না সন্তানদের দিকে, না স্ত্রীগণের দিকে আর গোলামদের দিকে। (মিরআত, ৮/৮০) (১২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি কখনো আমার সম্মনিত উস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা হাম্মাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত ঘরের দিকে সম্মানের কারণে পা প্রসারিত করিনি, (অথচ ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঘর মোবারক ও ওস্তাদের বসবাসের স্থানে কয়েকটি গলির দূরত্ব ছিলো) (মনাকিবুল ইমামে আযম আবু হানিফা লিল মাওফিক ২ খন্ড ৮ পৃষ্ঠা) (১৩) আগত ব্যক্তির জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া হাদীসে পাক থেকে প্রমাণীত, "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ড ৪৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত হাদীস নং ৬: এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন আর

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদে বসা ছিলেন, তার জন্য প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজ স্থান থেকে সরে গেলেন, সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! জায়গাতো প্রশস্ত রয়েছে, (অর্থাৎ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আপনার সরার ও কষ্ট করার প্রয়োজন নেই) ইরশাদ করলেন: মুসলমানের হক হলো; যখন তার ভাই তাকে দেখবে, তার জন্য জায়গা প্রসারিত করে দিবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৬৮, হাদীস: ৮৯৩৩)** (১৪) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে হতে কেউ ছায়াতে থাকে আর তার উপর থেকে ছায়া চলে যায় আর সেই কিছু রৌদ কিছু ছায়ার মধ্যে থেকে যায় তবে তার উচিত, সেখান থেকে উঠে যাওয়া" **(আবু দাউদ, ৪/৩৩৮, হাদীস: ৪৮২১)** (১৫) আমাদের প্রিয় আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: "পীর ও উস্তাদের বসার স্থানে তাদের অনুপস্থিতেও বসবেন না" **(মুলাখস আয বাহারে শরীয়াত ৩/৪৩২)** (১৬) যখন কখনো ইজতিমা কিংবা মজলিসে আসে তখন লোকদেরকে সরিয়ে অগ্রসর হবেন না, যেখানে জায়গা পাবেন, সেখানে বসে যান। (১৭) যখন বসবেন তখন জুতা খুলে নিন, আপনার পা আরাম পাবে। **(জামিউস ছগীর, ৪০, হাদীস: ৫৫৪)** (১৮) মসজিদ (অর্থাৎ বৈঠক) থেকে অবসর হয়ে এই দোয়া তিনবার পাঠ করে নিন গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং মজলিসে যা ভালো দিক আলোচনা হলো তার জন্য মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে। সেই দোয়া এই যে: سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَآاِلٰهَ اِلَّآاَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৩৬৯, ৪২৪)** **অনুবাদ:** তোমার সত্তা পবিত্র আর হে আল্লাহ পাক! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমি ব্যতিত

www.dawateislami.net

কোন মাবুদ নেই, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে আসা যাওয়ার ১২টি সুন্নাত ও আদব

(১) যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পাঠ করুন: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ **অনুবাদঃ** আল্লাহ পাকের নামে, আমি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করলাম, আল্লাহ পাক ব্যতিত না ক্ষমাতা আছে, না কোন শক্তি রয়েছে। **(আবু দাউদ, ৪/৪২০, হাদীস: ৫০৯৫, ৫০৯৬)** اِنْ شَآءَاللهُ এই দোয়ার বরকতে সোজা পথে থাকবেন, বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং আল্লাহ পাকের সাহায্য সাথে থাকবে (২) ঘরে প্রবেশের দোয়া: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا **(আবু দাউদ, ৪/৩৪৮, হাদীস: ৪৮০৭)** **(অনুবাদঃ হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার কাছ থেকে প্রবেশ হওয়া ও বের হওয়ার কল্যাণ চাই, আল্লাহ পাকের নামে আমরা ঘরে প্রবেশ করছি আর তারই নামে বাহিরে গমন করি তো আমার প্রতিপালক আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করলাম।)** দোয়া পড়ে ঘরের অধিবাসিদেরকে সালাম করুন অতঃপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরজ করবেন এরপর সূরা ইখলাস পাঠ করুন। اِنْ شَآءَاللهُ আল্লাহ পাক রুজির মধ্যে বরকত এবং ঘর পারিবারিক অশান্তি থেকে মুক্ত থাকবে। (৩) নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে, (যেমন- মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদিরকে) সালাম করুন। (৪) আল্লাহ পাকের নাম

www.dawateislami.net

(যেমন بِسْمِ اللهِ) বলা ব্যতিত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তান তার সাথে প্রবেশ করে। (৫) যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘর হোক যেতে হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيْن (আমাদের ও আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৮২) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে নবী! আপনার প্রতি সালাম) কেননা, হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রুহ মুবারক প্রতিটি ঘরে উপস্থিত থাকেন। (বাহারে শরীয়াত, ১৬ তম, খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা। শরহুল শিফা লিল কারী, ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা) (৬) যখন কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (৭) যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান হতে পারে কোন অপারগতার কারণে ঘরের অধিবাসিরা অনুমতি দেননি। (৮) যদি আপনার ঘরে কেই করাঘাত করে তবে সুন্নাত এভাবে জিজ্ঞাসা করা কে? করাঘাতকারীর উচিত যে, নিজের নাম বলা, যেমন বলুন: মুহাম্মদ ইলইয়াস নাম বলার পরিবর্তে মদীনা, আমি, দরজা খুলুন ইত্যাদি বলা সুন্নাত নয়। (৯) উত্তরে নাম বলার পর দরজা থেকে সরে দাঁড়ান যাতে দরজা খুলতেই ঘরের ভিতরে দৃষ্টি না পড়ে, (১০) কারো ঘরে উঁকি মারা নিষেধ। কতিপয় লোকের ঘরের সামনে নিচে অন্যান্য ঘর থাকে সুতরাং ব্যালকুনি ইত্যাদি থেকে দেখায় সময় এদিকে খেয়াল করা উচিত যেন তাদের ঘরে দৃষ্টি না পড়ে। (১১) কারো ঘরে গেলে সেখানের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে অহেতুক মন্তব্য

www.dawateislami.net

করবেন না, এতে তার মনে কষ্ট আসতে পারে, (১২) বিদায়ের সময় মালিকের জন্য দোয়া ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং সালাম করে সম্ভব হলে কোন সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা ইত্যাদি উপহার দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিবেশী সম্পর্কিত ১৫টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী: (১) আল্লাহ পাক নেককার মুসলমানের কারণে তার আশেপাশের ১০০টি ঘর থেকে বিপদ-আপদ দূরীভূত করে দেন। অতঃপর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াতে মোবারকা তিলাওয়াত করলেন: وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ (পারা ২, বাকারা: ২৫১) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর যদি আল্লাহ মানুষের মধ্যে থেকে এককে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করেন, তবে অবশ্যই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে" (২) আল্লাহ পাকের নিকট উত্তম প্রতিবেশী সেই, যে নিজের প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/২৯৯, হাদীস: ১৩৫৩৩) (৩) সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ঠতা থেকে নিরাপদ থাকবে না। (৪) সেই ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট ভরে আহার করলো আর তার প্রতিবেশী তার পাশে ক্ষুধার্ত রইলো। (শুয়াবুল ঈমান, ৩/২২৫, হাদীস: ৩৩৮৯) অর্থাৎ পরিপূর্ণ মুমিন নয়। (৫) যে ব্যক্তি নিজের প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলো সে (যেন) আমাকে কষ্ট দিলো আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে আল্লাহ পাককে কষ্ট দিলো। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ৩/২৪১, হাদীস: ৩১) (৬) জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে এতবেশি অসিয়ত

www.dawateislami.net

করতে থাকেন, এমনকি আমার ধারণা হলো; প্রতিবেশীকে উত্তারাধিকারী বানিয়ে দিবে। (বুখারী, ৪/১০৪, হাদীস: ৬০১৪) (৭) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিত নিজের প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। (মুসলিম, ৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৮) (৮) চল্লিশ ঘর প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। (আবু দাউদ ১৬) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ থেকে চতুর্দিকের চল্লিশ ঘর উদ্দেশ্য। (নুযজাতুল ক্বারী, ৫/৫৬৮) নুযহাতুল ক্বারীর মধ্যে রয়েছে: প্রতিবেশী করো তা নিজের প্রচলিত পরিবেশ ও আচার-আচরণ দ্বারা বুঝতে পারে। (নুযহাতুল ক্বারী, ৫/৫৬৮) (৯) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রতিবেশীর হক সমূহ থেকে এটাও রয়েছে: তাকে প্রথমে সালাম করবে, তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা-বার্তা বলবে না, তার অবস্থা সম্পর্কে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, সেই অসুস্থ হলে তার সেবা করবে, বিপদের সময়তার সহমর্মিতা প্রদর্শন করুন ও তাকে সঙ্গ দিন, খুশির সময় তাকে মোবারকবাদ দিন এবং তার সাথে আনন্দ প্রকাশ করুন, তার ভুলত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখুন, ছাদ থেকে তার ঘরের দিকে উঁকি দিবেন না, তার ঘরের রাস্তা সংকীর্ণ করবে না, সে তার ঘরে যা কিছু নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করবেন না, তার দোষ ত্রুটিতে গোপন রাখুন, যদি সে কোন প্রয়োজন কিংবা বিপদে পড়ে সাথে সাথে তার সাহায্য করুন, যখন সে ঘরে উপস্থিত থাকবে না তখন তার ঘরের হিফাযত করা থেকে উদাসীন হবেন না, তার বিপক্ষে কোন কথা শুনবেন না এবং তার পরিবারের থেকে দৃষ্টিকে অবনত রাখুন, তার যে দ্বীনি ও দুনিয়াবী বিষয়াদীর জ্ঞান না থাকে

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

সে সম্পর্কে তাকে দিকনির্দেশনা দিন। (বুখারী, ৪/১০৪, হাদীস: ৬০১৪) (১০) **ঘটনা:** হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর খিদমতে এক ব্যক্তি আরজ করলো:" আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, আমাকে গালি দিচ্ছে ও আমার উপর কঠোরতা প্রদর্শন করে। বললেন: যদি সে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করে, তবে তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করো। (ইহ্য়াউল উলুম, ৬/২৬৮, ২৬৬, ২৬৮) (১১) **ঘটনা:** এক বুযুর্গের ঘরে অধিক ইদুর ছিলো, কেউ আরজ করলো: হযরত! যদি আপনি বিড়াল রাখেন তবে ভালো হয়। বললেন: আমার ভয় হচ্ছে; ইদুর বিড়ালের আওয়াজ শুনে প্রতিবেশির ঘরে চলে যায় তখন এভাবে আমি তার জন্য সেই জিনিস পছন্দকারী হয়ে যাবো যেটা আমি নিজে পছন্দ করিনা। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ৬/৬৬) (১২) বর্ণিত আছে: দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন সম্পদশালী প্রতিবেশীকে ধরে আমাকে বলবে: "হে আমার প্রতিপালক! তার কাছে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমাকে উত্তম আচরণ করা থেকে কেন বঞ্চিত করলো আর আমার উপর তার দরজা কেন বন্ধ করলো?" (ইহ্ইয়াউল উলুম উদ্দিন, ৬/৬৭) (২৩) এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! অমুক মহিলার ব্যাপারে এই কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে; সে অধিকহারে নামায, রোযা ও সদকা করে থাকে, কিন্তু এটাও রয়েছে সে তার প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দেয়, বললেন: সেই জাহান্নামী। তিনি আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে বেশি আলোচনা করা হয়; সে নফল রোযা, সদকা ও নামায কম করেন, সে পনিরের টুকরা সদকা করে থাকে এবং নিজের মুখ দ্বারা নিজের

www.dawateislami.net

প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না, ইরশাদ করেন: সেই জান্নাতে রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৪৪১, হাদীস: ৯৬৮১) (১৪) ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: প্রতিবেশী তিন প্রকারের: কতিপয়ের তিনটি হক রয়েছে কতিপয়ের দুটি এবং কতিপয়ের একটি হক, যে প্রতিবেশী মুসলমান ও আত্মীয় হয়, তার তিনটি হক রয়েছে: প্রতিবেশীর হক ও ইসলামের হক আর আত্মায়তার হক: প্রতিবেশী মুসলিমের দুটি হক: প্রতিবেশীর হক এবং ইসলামের হক আর প্রতিবেশী কাফের হলে কেবল একটাই হক, সেটা হচ্ছে প্রতিবেশীর হক। (শুয়াবুল ঈমান, ৮/৮৩, হাদীস: ৯৫৬) (১৫) **ঘটনা:** সায়্যিদুনা বায়েজিদ বুস্তামি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক ইহুদী প্রতিবেশী সফরে গেলো, তার বাচ্চাদের ঘরে রেখে গেলো, রাতে ইহুদীর বাচ্চারা কান্না করছিলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলো: বাচ্চা কেন কান্না করছে? ইহুদী বললো: ঘরে প্রদীপ নেই, বাচ্চা অন্ধকারে ভয় পাচ্ছে। সে দিন থেকে প্রতিদিন তিনি প্রদীপ ভালোভাবে তেল ভর্তি করে আলোকিত করে ইহুদীর ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। যখন ইহুদী ফিরে আসলো তখন তার স্ত্রী এই ঘটনা শুনালেন: ইহুদী বললো: যে ঘরে বায়েজিদের প্রদীপ এসে গেছে সেখানে (কুফরের) অন্ধকার কেন থাকবে! তারা সবাই মুসলমান হয়ে গেলো। (মিরআত, ৬/৫৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পানি পান করার ১৩টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী: (১) উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে পান করো না বরং দু'তিন নিঃশ্বাসে পান করুন আর পান করার

www.dawateislami.net

পূর্বে بِسْمِ اللهِ পাঠ করুন এবং পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন। **(তিরমীযি, ৩/৩৫, হাদীস: ১৮৯৬)** (২) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পনি পান করার পাত্রে শ্বাস নেওয়া কিংবা তার মধ্যে ফুঁক দেওয়াতে নিষেধ করেছেন। **(আবু দাউদ, ৯/৪৮৪, হাদীস: ৯০৬)** হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: পানি পান করার পাত্রে নিঃশ্বাস নেওয়া প্রাণীদের কাজ আর নিঃশ্বাস কখনো বিষাক্ত হয়ে থাকে এই জন্য পানি পান করার পাত্র থেকে পৃথক করে শ্বাস নিন, (অর্থাৎ শ্বাস নেওয়ার সময় গ্লাস মুখ থেকে সরিয়ে নিন) গরম দুধ কিংবা চা ফুঁক দিয়ে ঠান্ডা করবেন না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, অতঃপর ঠান্ডা হয়ে গেলে পান কনে নিন। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৪/৫৮৫, ২১/৬৬৯)** আর দরূদে পাক ইত্যাদি পাঠ করে শিফার নিয়্যতে ফুঁক দেয়াতে সমস্যা নেই। (৩) পান করাতে প্রথমে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে নিন। (৪) চুষে ছোট ছোট ঢোকে পান করুন, বড় বড় ঢোকে পান করা দ্বারা লিভার (Liver) এর রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৫) পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করুন। (৬) বসে ডান হাতে পান করুন। (৭) লোটা ইত্যাদি দ্বারা অযু করলো আর অবশিষ্ট পানি পান করা ৭০টি রোগ থেকে শিফা রয়েছে। কেননা এটা আবে যমযম শরীফের সাদৃশ্য রাখে, এ উভয় (অর্থাৎ অযুর অবশিষ্ট পানি ও যমযম শরীফ) ব্যতিত অন্য কোন পানি দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহ। **(ইতহাফুস সাদাত, ৫/৯৪)** এ উভয় পানি দাঁড়িয়ে কিবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করুন। (৪) পান করার পূর্বে দেখে নিন, পানিতে কোন ক্ষতিকর জিনিসতো নেই। **(ইতহাফুস সাদাত, ৫/৯৮)** (৯) পানি পান করার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলুন। (১০) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন

www.dawateislami.net

মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে শুরু করুন প্রথম নিঃশ্বাসে শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বিতীয়বারের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এবং তৃতীয়বার নিঃশ্বাসের পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। **(ইহ্হয়াউল উলুম উদ্দীন, ২/৮)** পাঠ করুন এটা একটি উত্তম কাজ, না করলেও সমস্যা নেই আর শুরুতে بِسْمِ اللهِ এবং শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (১১) গ্লাসে অবশিষ্ট পানি মুসলমানদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন উচ্ছিষ্ট পানি ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়ার সত্ত্বেও অনর্থক ফেলে দেয়া উচিত নয়। (১২) বর্ণিত আছে: سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ۔ অর্থাৎ মুসলমানের উচ্ছিষ্টতে শিফা রয়েছে। **(ফতোওয়া ফকিহতুল কুবরা লিবনে হিজর হায়তামী, ৪/১১৮)** (১৩) পান করার কিছুক্ষণ পর খালি গ্লাস দেখেন তখন তা থেকে প্রবাহিত কয়েক ফোঁটা পানি একত্রিত হয়ে গেলো সেগুলোও পান করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাবার খাওয়ার ৩২টি সুন্নাত ও আদব

(১) খাবার কেবল স্বাদের (TASTE) জন্য খাবেন না বরং খাবার সময় এটা নিয়্যত করে নিন:" আল্লাহ পাকের ইবাদতের শক্তি অর্জন করার জন্য আহার করবো। (২) ক্ষুধা থেকে কম খাওয়া উচিত এবং পূর্ণ ক্ষুধা ভরে (অর্থাৎ ক্ষুধা একেবারে অবশিষ্ট থাকে না এমন করে) আহার করে নেওয়া মুবাহ অর্থাৎ না গুনাহ না সাওয়াব, কেননা সেটার সঠিক উদ্দেশ্যে হতে পারে যে শক্তি বেশি হবে। আর ক্ষুধা থেকে বেশি খেয়ে নেওয়া

www.dawateislami.net

হারাম। বেশি অর্থ এটা: এতটুকু খাওয়া যার ফলে পেট খারাপ হওয়ার অধিক আশংকা থাকে, যেমন ডায়রিয়া চলে আসে আর শরীর খারাপ হয়ে যাবে। **(দররুল মুখতার, ৯/৫৬০)** অনুরূপ সুস্থ ব্যক্তি এমন খাদ্য ব্যবহার করা গুনাহ যার ফলে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার অধিক ধারণা হয় এভাবে রোগীর এমন অসতর্কতা অবলম্বন করা যার ফলে রোগ বৃদ্ধি হওয়ার অধিক ধারণা থাকে, যেমন অভিজ্ঞতার ফলে বুঝা যায়। (৩) ক্ষুধা থেকে কম খাওয়ার অগণিত উপকার রয়েছে, কেননা প্রায় ৮০% রোগ খুব পেট ভরে আহার করার কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং এখনো ক্ষুধা অবশিষ্ট থাকলে হাত গুটিয়ে নিন। (৪) অধিকাংশ দস্তরখানার উপর ইবারত লিখা থাকে (যেমন কবিতা কিংবা কোম্পনি ইত্যাদির নাম) এমন দস্তরখানা ব্যবহার করা, সেটার উপর খাবার না খাওয়া উচিত। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৬০)** (৫) আহার করার পূর্বে এবং পরে উভয় হাত কুনুই পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত। **(আলমগিরী, ৫/৩৩৮)** (৬) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: খাবারের পূর্বে ও পরে অযু করা (অর্থাৎ কুনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা) রিযিকে প্রশস্ততা আনে এবং শয়তানকে দূর করে দেয়। **(ফিরদাউস বাআছুরুল খিতাব ২/৩৩৩, হাদীস: ৩৫০১)** (৭) খাবার খাওয়ার সময় জুতা খুলে নিন এর ফলে পা আরাম পাবে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা খাবার খাবে তখন তোমাদের জুতা খুলে নাও তাতে তোমাদের পা আরাম পাবে। **(মুজামুল আউসাত, ২/২৫৬, হাদীস: ৩২০২)** (৪) খাবারের সময় বাম পা বিচিয়ে দিন এবং ডান হাটু দাঁড় করিয়ে রাখুন কিংবা নিতম্বের উপর ভর দিয়ে বসে যান আর উভয় হাটু দাঁড়িয়ে রাখুন। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৭৮)** অথবা উভয় পা বিচিয়ে দুজানু হয়ে বসে যান। **(ইহ্ইয়া উলুম, ২/৫)**

www.dawateislami.net

(৯) ইসলামী ভাই হোক কিংবা ইসলামী বোন হোক যখন খাবার খাওয়ার জন্য বসবেন তখন চাদর কিংবা জামার আচলের মাধ্যমে পর্দার উপর পর্দা করা জরুরী (১০) তরকারী কিংবা চাটনির পাত্র রুটির উপর রাখবেন না। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৬৬) (১১) খালি মাথায় আহার করা আদবের পরিপন্থী এবং তার কারণে রুজির মধ্যে সংকীর্ণতা হয়ে থাকে। (১২) বাম হাতকে জমিনের উপর ঠেক দিয়ে খাওয়া মাকরুহ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৭৭) (১৩) মাটির পাত্রে আহার করা উত্তম কারণ যে নিজের ঘরে মাটির পাত্র তৈরী করে ফিরিশতা তার ঘর যিয়ারত করতে আসে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৬৬) (১৪) দস্তর খানা সবুজ হলে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২/২২) (১৫) শুরু করার পূর্বে এই দোয়া পড়ে নিন, যদি আহার কিংবা পানে বিষও থাকে তো اِنْ شَآءَ الله প্রভাব ফেলতে পারবে না। দোয়া এই: بِسْمِ اللهِ الَّذِیْ لَایَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْئٌ فِی الْاَرْضِ, وَلَافِی السَّمَآءِ, یَا حَیُّ یَا قَیُّوْم۔ [১] **অনুবাদ:** আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি যার নামের বরকতে জমিন ও আসমানের কোন জিনিস ক্ষতি পৌঁছাতে পারবে না, হে চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী। (ফিরদৌস, ১/২৮২, হাদীস: ১১০৬) (১৬) যদি শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ পড়তে ভুলে যান তবে খাবারের মাঝে স্মরণে আসলে এভাবে বলুন: بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ **অনুবাদ:** আল্লাহ

১. **যে স্থানে** یَا حَیُّ یَا قَیُّوْم **রয়েছে, সেটার ফযীলত" তিরমিযী" এবং" ইবনে মাজাতে" এভাবে রয়েছে, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন: যে বান্দা প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ৩ বার এই বাক্য বলবে:** بِسْمِ اللهِ الَّذِیْ لَایَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَیْئٌ فِی الْاَرْضِ, وَلَافِی السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْم **তো তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পাবে না।**

(তিরমীযি ৫/২৫০, হাদীস: ৩৩৯৯। ইবনে মাজা, ৪/২৮৪, হাদীস: ৩৮৬৯)

www.dawateislami.net

পাকের নামে আরম্ভ ও শেষ করা" (১৭) প্রথমে এবং শেষে লবন খান কেননা এটা সুন্নাত আর এর ফলে ৭০টি রোগ দূর হয়ে যায়। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৬২) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নবলনাক্ত জিনিস খাবারকে লবনের হুকুমে অন্তর্ভক্ত করেছেন। (হায়াতে আলা হযরত, ১/১০৮) (১৮) ডান হাতে আহার করুন, বাম হাতে খাওয়া, পান করা, লেনদেন করা, শয়তানে রীতি। অধিকাংশ ইসলামী ভাই গ্রাস তো ডান হাতেই খায়, কিন্তু যখন মুখের নিচে বাম হাত রাখে তখন অনেক সময় দানা সে হাতে পতিত হয় আর বাম হাতেই খেয়ে নেয়, তাদের সেই বাম হাতের দানা ডান হাতে রেখেই মুখে দেয়া উচিত। (১৯) বাম হাতে রুটি নিয়ে ডান হাত দ্বারা টুকরা ছেঁড়া অহংকার দূর করার জন্য হয়ে থাকে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৬৯) একা খাওয়ার সময় হাত বাড়িয়ে বরতন কিংবা তরকারীর বরতনের মাঝখানে উঁচু করে রুটি ও পাউরুটি ইত্যাদি ছিড়ার অভ্যাস গড়ুন, এভাবে রুটির ক্ষুদ্রাংশ কিংবা রুটিতে তিল থাকলে তা প্লেইটেই পতিত হবে অন্যথায় দস্তারখানে পতিত হয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (২০) তিন আঙ্গুল অর্থাৎ মধ্যমা, শাহাদাত ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা) খাবার খাবেন। কেননা এটা সুন্নাতে আম্বিয়া عَلَيْهِ السَّلَام। যদি ভাতের দানা পৃথক পৃথক হয় এবং তিন আঙ্গুল দিয়ে লোকমা বানানো সম্ভবপর না হয় তবে চার কিংবা পাচঁ আঙ্গুল দিয়ে খেতে পারেন। (২১) লোকমা ছোট করে নিন আর এমন সতর্কতার সাথে নিন যেনো চাপাত চাপাত আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। এভাবে চাবান যেনো মুখের খাদ্য পাতলা হয়ে যায়, এভাবে করার কারণে হজমকৃত লালাও ভালোভাবে শামিল হয়ে যাবে। যদি ভালোভাবে চাবানো ছাড়া গিলে ফেলেন তবে হজম করার জন্য পাকস্থলীকে

www.dawateislami.net

ভীষণ কষ্ট করতে হবে আর এভাবে বিভিন্ন রোগের কারণ হতে পারে সুতরাং দাঁতের কাজ ভূড়ি দ্বারা করাবেন না। (২২) প্রতিটি লোকমায় "يَا وَاجِدُ" পাঠ করার দ্বারা নূর সৃষ্টি হয় আর রোগ দূর হয়। (২৩) অবসরের পর প্রথমে মধ্যমা অতঃপর শাহাদাতের আঙ্গুল এবং শেষের আঙ্গুল তিনবার করে চাটুন। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাবারের পর আঙ্গুল মোবারক তিনবার চাটতেন। **(শামায়িইলুল মাহমাদিয়া লিত তিরমীযি, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৩৩)** (যদি তিনবার চেটে নেওয়ার পরও আঙ্গুলে খাদ্যের প্রভাব অবশিষ্ট থাকে তবে আরো এতটুকু চাটেন যেনো খাদ্যের প্রভাব চলে যায়।) (২৪) বরতনও চেটে নিন। হাদীসে পাকে রয়েছে: খাবারের পর যে ব্যক্তি বরতন চাটে তবে সেই বরতন (প্লেট) তার জন্য দোয়া করে বলে: আল্লাহ পাক তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দান করুক যেভাবে তুমি আমাকে শয়তান থেকে মুক্ত করেছো। **(কানযুল উম্মাল, ৯/১০৮, হাদীস: ২৫৮৩১)** অন্য এক বর্ণনাতে রয়েছে: যে বরতন (প্লেট) তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। **(ইবনে মাজাহ, ৪/১৪, হাদীস: ৩২৮১)** (২৫) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে খাওয়ার পর পাত্র বা বরকতনকে চেটে নিবে এবং ধৌত করে পান করে নিবে তার জন্য গোলাম আযাদ করার সাওয়াব রয়েছে। আর পতিত টুকরো উঠিয়ে খাওয়া জান্নাতী হুরের মোহরানা স্বরূপ। (২৬) হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি পতিত খাবার উঠিয়ে খেয়ে নিবে সেই প্রাচুর্যের জীবিন কাটায় এবং তার সন্তান-সন্ততিতের মধ্যে কল্যাণ থাকবে। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ২/৮)** আহারের পর দাত খিলাল করুন। (২৮) আহারের পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফের সাথে এই দোয়া পাঠ করুন:

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا, وَجَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ۔ **অনুবাদ:** আল্লাহ পাকের শুকরিয়া, যিনি আমাদেরকে পানাহার করিয়েছেন ও আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।" (২৯) যদি কেউ আহার করালো তবে এই দোয়া পাঠ করুন: اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِیْ, وَ اسْقِ مَنْ سَقَانِیْ۔ **অনুবাদ:** হে আল্লাহ পাক! তাকে আহার করান, যিনি আমাকে আহার করিয়েছেন এবং তাকে পান করান, যিনি আমাকে পান করিয়েছেন। **(হাসনুল হাসনাইন ৭১পৃ)** (৩০) আহারের পর সূরা ইখলাস ও সূরা কুরাইশ পাঠ করে নিন। **(ফিরদৌস ১/২৮২, হাদীস: ১১০৬)** (৩১) খাবার খাওয়ার পর সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে মুছে নিন। (৩২) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: খাবারের পর অযু (অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা) উন্মাদনার রোগ দূরীভূত করে। **(ইহ্য়াউল উলুম ২/৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মেহমানদারীর ৩০টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী: (১) যে আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের উপর ঈমান রাখে তার উচিত মেহমানের সম্মান করা। **(বুখারী, ৪/১০৫, হাদীস: ৬০১৮)** মুফাসিসরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: মেহমানের সম্মান হলো, তার সাথে উৎফুল্লতার সাথে (অর্থাৎ মুসকি হেসে ভালোভাবে) সাক্ষাৎ করা, তার জন্য খাবার ও অন্যান্য জিনিসের ব্যবস্থা করা যতটুকু সম্ভব নিজের হাতে তার খিদমত করা। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬৬৯)** (২) যে আল্লাহ

www.dawateislami.net

পাক ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তার উচিত, মেহমানকে কষ্ট না দেয়া। (ইকরামুয যায়ফ, ২৫, হাদীস: ৩১) (৩) যখন কোন মেহমান কারো কাছে আসে তখন সে তার রিযিক সাথে নিয়ে আসে আর যখন সে বিদায় নিয়ে যায় তখন ঘরের মালিকের গুনাহ ক্ষমা করার মাধ্যম হয়ে যায়। (কানযুল উম্মাল, ৯/১০৮, হাদীস: ২৫৮৩১) (৪) যে ব্যক্তি নামায কায়েম করলো, যাকাত আদায় করলো, হজ্ব আদায় করলো, রমযানের রোযা রাখে এবং মেহমানদারী করলো, সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুজামুল কবীর, ১২/১০৬, হাদীস: ১২৬৯২) (৫) যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মেহমানদারী করে না তার মাঝে কল্যাণ নেই। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬/১৪৬, হাদীস: ১৮৪২৪) (৬) মানুষের জন্য এটা বড় মূর্খতা যে, সে মেহমান থেকে খিদমত নিবে। (জামিউস সগীর, ২৮৮, হাদীস: ৪৬৮৬) (৭) মেহমান কে দরজা পর্যন্ত বিদায় দিতে যাওয়া সুন্নাত। (ইবনে মাজাহ, ৪/৫২, হাদীস: ৩৩৫) (৮) যে ঘরে খাবার দাবারের আয়োজন হয় তার মাঝে কল্যাণ ও বরকত বেশি দ্রুত আসে, ছুরির উটের কুজের দিকে যাওয়ার চেয়ে দ্রুত । (ইবনে মাজাহ, ৪/৫১, হাদীস: ৩৩৫৭) হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ যে ঘরে মেহমান, দর্শক, সাক্ষাৎকারী লোক খাবার খেতে থাকে সেখানে বরকত থাকে, অন্যথায় নিজেদের ঘর-বাড়িতে তো প্রত্যেকেই খেয়ে থাকে। উটের কুজের মধ্যে হাড্ডি থাকে না চর্বি হয়ে থাকে সেটাকে চুরি অনেক দ্রুত কেটে দেয় এবং তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায় তার জন্য এটা দিয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এমন ঘরে বরকত দ্রুত পৌঁছে। (মিরআত ৬/৬৭) (৯) হযরত বিবি খদিজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ করতেন,

www.dawateislami.net

মুসাফিরদের আপ্যায়ন করতেন এবং হক ও ইনসাফের উদ্দেশ্যে সবার মুসিবত ও বিপদের সময় কাজে আসতেন। (সিরাতে মুস্তফা, ১০৯ পৃষ্ঠা) (১০) এক ব্যক্তি আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি একজন ব্যক্তির কাছে গেলাম সে আমাকে মেহমানদারী করেনি, এখন সে আমার নিকট আসলে আমি কি তার বদলা নিবো? ইরশাদ করলেন: না বরং তাকে আপ্যায়ন করো। (তিরমিযী, ৩/৪০৫, হাদীস: ২০১৩) (১১) হযরত সায়্যিদুনা আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন খাবার খাওয়ার সময় আসতো আর কেউ না থাকলে তখন এক বা দু' মাইল পর্যন্ত তার (মেহমানের) তালাশে বের হয়ে যেতেন যেনো কোন আহারকারী মিলে যায়। (তানবিহুল গাফিলীন, ২৪৯) (১২) হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর উপাদী "আবুদ দায়ফান" (অর্থাৎ বড় মেহমানদারীতা সম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে) প্রসিদ্ধ ছিলো, তার ঘরের চারটি দরজা ছিলো এবং তিনি দেখতেন যে, কোন দরজা দিয়ে কেউ আসছে কিনা। (তানবিহুল গাফিলীন, ২৩৯) (১৩) হাদিমুন নবী সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে ঘরে মেহমান আসে না, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা আসে না। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ২/৪৩। ইহ্য়াউল উলুম ২/১৬) (১৪) মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের মেহমান সেই, যিনি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বাহির (অর্থাৎ অন্য শহর থেকে বা দেশ) থেকে আসে চাই তার সাথে যোগাযোগ পূর্বে থাকুন কিংবা না থাকুক, যে আমাদের জন্য নিজের মহল্লা কিংবা নিজের শহর থেকে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে দু'চার মিনিটের

www.dawateislami.net

জন্য সেটা সাক্ষাৎকারী মেহমান নয়। তার খাতিরে (অর্থাৎ ভালোভাবে সাক্ষাৎ করতে চান তবে সাক্ষাৎ) করুন তবে তার দাওয়াত নেই আর যে অপরিচিত ব্যক্তি নিজের কাজের জন্য আমাদের নিকট আসলো সেই মেহমান নয় যেমন বিচারক কিংবা মুফতির নিকট মামলা কিংবা ফতোওয়ার জন্য আসে, সে বিচারক কিংবা মুফতির মেহমান নয়। **(বুখারী, ৪/১৩৬, হাদীস: ৬১৩৫)** (১৫) মেহমানের উচিত নিজের মেজবানের ব্যস্ততা ও যিম্মাদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা। (১৬) বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৩৯১ পৃষ্ঠা হাদীস নং ১৪: যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সেই যেনো মেহমানদের সম্মান করে, একদিন এক রাত তার অনুমতি রয়েছে (অর্থা একদিন তার সম্পূর্ণ সহনশীলতা বজায় রাখবে, নিজের সমর্থ্য অনুযায়ী (অর্থাৎ যতটুকু সম্ভব) তার জন্য কষ্টকর (অর্থাৎ সতর্কতার সাথে) খাবার প্রস্তুত করাবেন আর তিন দিনে যিয়াফত (অর্থাৎ একদিন পর কষ্ট করবেন না বরং যা মওজুদ থাকে তা পেশ করুন।) আর এক দিন পর হলে সেটা সদকা, মেহমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, সেখানে অবস্থান করবে যে তাকে সমস্যাতে ফেলে দিবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৯৪। আলমগীরী, ৫/৩৪৪)** (১৭) যখন আপনি কারো কাছে মেহমান হিসাবে যান উত্তম হলো; ভালো ভালো নিয়্যতের সাথে সামর্থ্য অনুযায়ী মেজবান কিংবা তার বাচ্চাদের জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া। (১৮) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেহমানের চারটি বিষয় খেয়াল রাখা জরুরী:(১) যেখানে বসানো হবে সেখানেই বসে যাবে। (২) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করা হবে, তার

www.dawateislami.net

উপর সন্তুষ্ট থাকবে, এটা যেনো না বলে: এর চেয়ে ভালো হতো যদি আমি আমার ঘরেই খেয়ে নিতাম কিংবা এধরণের অন্যান্য বাক্য। (৩) ঘরের মালিকের অনুমতি ব্যতিত সেখান থেকে উঠে যাবে না আর (৪) যখন সেখান থেকে বিদায় নিবে তখন তার জন্য দোয়া করবেন। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৯৪। আলমগিরী ৫/৩৪৪) (১৯) ঘর বা খাবার ইত্যাদি বিষয়াবলীতে মেহমান কোন ধরণের সমালোচনা করবে না, আর মিথ্যা প্রশংসাও করবে না। (২০) আপ্যায়নকারীও মেহমানকে মিথ্যার সম্মুখীন করে এমন কোন প্রশ্ন করবে না যেমন: বলা আমাদের ঘর কেমন লাগলো?" কিংবা বলা: আমাদের খাবার আপনার পছন্দ হয়েছে, না হয়নি? এমন সময় যদি পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও মেহমান ভদ্রতার কারণে পরিবার সম্পর্কে মিথ্যা প্রশংসা করবে তো গুনাহগার হবে (২১) আপ্যায়নকারী এভাবে প্রশ্নও করবে না যে, "আপনি পেট ভরে খেয়েছেন নাকি খাননি?" কারণ এখানেও উত্তর স্বরূপ মিথ্যার আশংকা রয়েছে: কম খাওয়ার অভ্যাসও সতর্কতা অবলম্বনকারী বা কোন কারণে কম খাওয়া সত্ত্বেও বারবার জোর ও বাড়াবাড়ি করা থেকে বাঁচার জন্য মেহমানকে মিথ্যা কথা বলতে হয় যে, আমি পেট ভর্তি করে খেয়েছি। (২২) অনেক ক্ষেত্রে খাবারের সময় মেহমানের জন্য একজন ব্যক্তি নিযুক্ত করে দেওয়া হয় যিনি নিজ হাতে মেহমানদেরকে খাবার বা তরকারী, মাংস ইত্যাদি দিতে থাকে, মেহমানের এর কারণে অসুবিধা হতে পারে। (২৩) আপ্যায়নকারীর উচিত কিছুক্ষণ পরপর বলা যে" আরো খাও" কিন্তু এর জন্য জোর করবেন না, কারণ কখনো আবার জোর করার কারণে বেশি হয়ে না যায় আর এটা তার জন্য

www.dawateislami.net

ক্ষতিকর হতে পারে। (আলমগিরী, ৫/৩৪৪) (২৪) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বন্ধু কম খেলে তাকে উৎসাহ দিতে গিয়ে তাকে বলুন: খান! কিন্তু তিনবার থেকে বেশি বলবেন না কারণে, এটা জোর করা আর সীমা অতিক্রম করার নামান্তর। (আলমগিরী, ৫/৩৪৫) (২৫) আপ্যায়নকারী একদম নিশ্চুপ থাকা অনুচিত আর এটাও না করা উচিত যে খাবার রেখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বরং সেখানে উপস্থিত থাকবেন। (আলমগিরী, ৫/৩৪৫) (২৬) মেহমানের সামনে খাদিমের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। (আলমগিরী, ৫/৩৪৫) (২৭) আপ্যায়নকারীর উচিত, মেহমানের মেহমানদারীর উদ্দেশ্যে নিজেই মশগুল থাকা, খাদিমের দায়িত্বে তাকে ছেড়ে দিবেন না কারণে এটা (অর্থাৎ মেহমানদের অভ্যার্থনা)। হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত, (আলমগিরী, ৫/৩৪৫। বাহরে শরীয়াত, ৩/৩৯৪) যে ব্যক্তি নিজ মুসলমান ভাইয়ের সাথে আহার করে তার কাছ থেকে (কিয়ামতের দিন সেই খাবারের) হিসাব নেওয়া হবে না। (কুউতুল কুলুব, ২/৩০৬) (২৮) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি কম আহার করে যখন সেই লোকদের সাথে আহার করবে তখন কিছুক্ষণ পর খাওয়া আরম্ভ করবে আর ছোট লোকমা উঠাবে এবং ধীরে ধীরে খাবে যেনো শেষ পর্যন্ত অন্য লোকদের সঙ্গ দিতে পারে। (মিরকাতুল মাফাতি ৮/৮৪। তাহতাল হাদীস, ৪৬৫৪) (২৯) যদি কেউ এই জন্য দ্রুত হাত গুটিয়ে নিলো যেনো লোকদের অন্তরে আকর্ষন সৃষ্টি হয় আর তাকে ক্ষুধা থেকে কম আহারকারী হিসেবে ধারণা করবে তবে রিয়াকারী ও জাহান্নামের

www.dawateislami.net

আগুনের হকদার। (৩০) যদি ক্ষুধা থেকে কিছু বেশি এই জন্য খেয়ে নিলো যে, মেহমানের সাথে খাবার খাচ্ছে আর জানা আছে, তিনি হাত গুটিয়ে নিলে তবে মেহমানরা লজ্জা পাবে এবং পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে না এমতাবস্থায়ও বেশি খেয়ে নেওয়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এতটুকুই বেশি যেনো না হয় যার ফলে পেট খারাপ হয়ে হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়।

(দুররে মুহতার, ৬/৫৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের ১৩টি সুন্নাত ও আদব

(১) আল্লাহর বাণী: وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ আর আল্লাহ পাককে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে প্রার্থনা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। এই আয়াতে মোবারাকার পাদটিকায় "তাফসিরে মাযহারী" মধ্যে রয়েছে: অর্থাৎ তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বেঁচে থাকো। **(তাফসিরে মযহারী, ২/২১২)** প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৭টি বাণী: (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে তার উচিত আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা। **(বুখারী, ৪/১৩৬, হাদীস: ৬১৩৭)** (৩) কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের আরশের ছায়াতে তিন প্রকারের লোক থাকবে, (তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে) আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী। **(ফিরদৌস, ২/৯৯, হাদীস: ২৫২৬)** (৪) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **(বুখারী, ৪/৯৭, হাদীস: ৫৯৮৪)** (৫) লোকদের মধ্যে সব চেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে অধিকহারে কুরআনে করীম তিলাওয়াত

www.dawateislami.net

করবে, অধিক খোদাভীরু, সবচেয়ে বেশি সৎকাজের আদেশ দাতা এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধকারী ব্যক্তি করা আর সবচেয়ে বেশি আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৪০৬, হাদীস: ২৮৫) (৬) নিঃসন্দেহে উত্তম সদকা হলো সেইটাই, যা যে শত্রুতা গোপনকারী আত্মীয়দের উপর করা হয়। (প্রাগুক্ত, ১৩৮৭, হাদীস: ২৩৫৭৯) (৭) যে সম্প্রদায়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকবে, সেই গোত্রের উপর আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয় না। (আয যাওয়াজির, ২/১৫৩) (৮) যার এটা পছন্দ হয় যে, তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরী করা হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক, তার উচিত, যে তার উপর যুলুম করে তাকে ক্ষামা করে দিবে আর যে বঞ্চিত করে, সে তাকে দান করবে আর যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে সে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। (মুসদাতরিক, ৩/১২, হাদীস: ৩২১) (৯) হযরত সায়্যিদুনা ফকিহ আবুল লাইস সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ) করার ১০টি উপকার রয়েছে: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন হয়, লোকদের খুশির কারণ হয়, ফেরেশতা আনন্দিত হয়, মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার প্রশংসা করা হয়, শয়তান কষ্ট পায়, হায়াত বৃদ্ধি পায়, রিযিকের মধ্যে বরকত হয়ে থাকে, মৃত বাবা-মা, দাদা-দাদি, (অর্থাৎ মুসলমানের বাব-দাদা) খুশি হয়ে থাকে, পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, ওফাতের পর সাওয়ার বৃদ্ধি পায়, কেননা লোকেরা তার হকে কল্যাণের জন্য দোয়া করে থাকে। (তানবিহুল গাফিলীন, ৭৩) (১০) "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ড ৫৫৮-৫৬০ পৃষ্ঠাতে রয়েছে: সিলায়ে রেহমের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক

www.dawateislami.net

বজায় রাখা অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে কল্যাণ ও উত্তম আচরণ করা। সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, "আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা" ওয়াজিব, আর কতয়ী রেহমী (অথাৎ আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্ন করা) "হারাম।" যে আত্মীয়দের সাথে সিলা রেহমী ওয়াজিব সেটা কোনটা? কতিপয় উলামাগণ বলেন: তারা যো রেহম মাহরেম আর কতিপয় লোক বললেন: তা দ্বারা উদ্দেশ্য যো রেহমী, মাহরিম হোক বা না মাহরিম হোক। আর স্পষ্ট উক্তি সেটাই দ্বিতীয় উক্তি, হাদীসে পাকে ব্যাপকভাবে বলেছেন। (অর্থাৎ শর্তবিহীন) যাবিল কুরবা (অর্থাৎ আত্মীয়দের) বলা হয়েছে কিন্তু এটা কথা জরুরী নয় যে আত্মীয়তার মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন স্তর রয়েছে (অনুরুপভাবে) সিলা রেহমী (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ) স্তরের মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। মাতা-পিতার মর্যাদা সবচেয়ে বেশি, এরপর যো রেহম মাহরিমের, (অর্থাৎ সেই আত্মীয়, যাদের সাথে বিবাহ সর্বদার জন্য হারাম) এরপর অবশিষ্ট আত্মীয় স্তর অনুযায়ী। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮) (১১) সিলা রেহমী (অর্থাৎ আত্মীয়দের সাথে সদ্ধ্যবহার করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, তাদেরকে হাদিয়া দেওয়া (অর্থাৎ উপহার) দেয়া এবং যদি তাদেরকে কোন বিষয়ে তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে সে কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম করা, তাদের সাক্ষাতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠা বসা, তাদের সাথে কথা-বার্তা বলা, তাদের সাথে উৎফুল্ল ও ভালোবাসার সাথে আচরণ করা। (দুরর, ১/৩২৩) (১২) যদি সে প্রবাসী হয়, তবে আত্মীয়দের নিকট চিঠি পেরণ করবে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখবে যেনো বিচ্ছেদ সৃষ্টি না হয় এবং হতে পারে সে যখন

www.dawateislami.net

নিজ দেশে আসবে আর আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক সতেজ করে নিবে, এভাবে করার কারণে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। **(রদ্দুল মুহতার, ৯৬৭৮)** (ফোন কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমেও যোগাযোগের ব্যবস্থা ফলদায়ক) (১৩) সিলা রেহমী (আত্মীয়তার সাথে উত্তম আচরণ) এটা নয় যে, সে সদ্ধ্যবহার করলে আমিও সদ্ধ্যবহার করবো, এই জিনিস তো মূলতো অদল-বদল হয়ে যাচ্ছে যে সে তোমার নিকট কোন জিনিস প্রেরণ করলো তবে তুমিও তার নিকট প্রেরণ করলে, সে তোমার নিকট আসলে তবে তুমি তার নিকট যাবে। প্রকৃত পক্ষে সিলা রেহমী (অর্থাৎ উচ্চ স্তরের সিলা রেহমী) সে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আর তুমি রক্ষা করবে, সে তোমার কাছ থেকে পৃথক হতে চায়, অবজ্ঞা করে, কিন্তু তুমি তার সাথে আত্মীয়তার হকের খেয়াল রাখবে। **(রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৭৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালাম করার ১১টি সুন্নাত ও আদব

(১) কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। (ইসলামী বোনেরাও ইসলামী বোনদেরকে এমনকি মাহরিমকে সালাম করবে) (২) সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৪০৯)** (৩) দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বার বার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম

www.dawateislami.net

করা সাওয়াবের কাজ, (৪) প্রথমে সালাম করা সুন্নাত, (৫) প্রথমে সালামকারী আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী (অর্থাৎ নৈকটতম বান্দা) (৬) প্রথমে সালাম দানকারী অহংকার থেকেও মুক্ত। যেমনিভাবে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার মুক্ত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩, হাদীস: ৭৮৮৬) (৭) প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত ও উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদত, ১/৩৯৪) (৮) اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বললে ১০টি রহমত অর্জিত হয়, সাথে وَ رَحْمَةُ اللهِ (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক) বললে ২০টি নেকী অর্জিত হয়। আর وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জিত হয়। অনেকে সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম ও দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভূল পদ্ধতি বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে (আল্লাহর পানাহ! এটা পর্যন্ত বলে আপনার সন্তান আমার গোলাম) ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠায় লিখেন: কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আর এর চাইতে উত্তম وَرَحْمَةُ اللهِ মিলানো, সর্বোত্তম হচ্ছে وَبَرَكَاتُهٗ শামিল করা এর অতিরিক্ত করা উচিত নয়। সালামকারী যত শব্দ বলেছে উত্তরে ততটুকু অবশ্যই বলুন উত্তম হচ্ছে কিছুটা বৃদ্ধি করা। সালাম প্রদান কারী اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে উত্তরে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ বলবে। আর যদি সে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে তবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ বলবে। আর যদি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে

www.dawateislami.net

তবে উত্তরে প্রদানকারী ততটুকুই বলবে এর অতিরিক্ত বলবে না। আল্লাহ পাক অধিক জানেন। (৯) এভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করতে পারবেন। (১০) সালামের উত্তর সাথে সাথে ও এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালামকারী শুনতে পায়। (১১) সালাম ও সালামের উত্তর বিশুদ্ধ উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। প্রথমে আমি বলবো যে আপনি শুনে পূনরাবৃত্তি করুন। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবার উত্তর পূনরাবৃত্তি করবেন وَعَلَيْكُمُ السَّلَام (وَ-عَ-لَيْكُ-مُسْ-سَلَام)।

রেজা হক কে লিয়ে তুম সালাম আম করো
সালামতী কে তলব গার হো সালাম করো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুসাফাহার ১৪টি মাদনী ফুল

(১) দুজন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় সালামের পর উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় মিলানো সুন্নাত। (২) মুসাফাহার করার পূর্বে সালাম করুন। (৩) বিদায়ের সময় সালাম করুন আর হাতও মিলাতে পারেন। (৪) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন দুইজন মুসলমান সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে এবং একে আপরের কুশল বিনিময় করে তবে আল্লাহ পাক তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন তার মধ্যে ৯০টি রহমত একটু বেশি উৎফুল্লভাবে কুশল বিনিময়কারী ও ভালোভাবে নিজ ভাইয়ের কুশল জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়।"

www.dawateislami.net

(মুজামুল আউসাত, ৫/৩৮০, হাদীস: ৮৬৮৬) (৫) মুসাফাহের সময় দরূদ পাক পাঠ করুন হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে اِنْ شَآءَ الله পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (৬) হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এ দোয়াটিও পাঠ করুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন) (৭) দুইজন মুসলমান মুসাফাহার সময় যে দোয়া করে اِنْ شَآءَ الله তা কবুল হবে। আর হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের ক্ষমা হয়ে যাবে اِنْ شَآءَ الله। (৮) পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়। (৯) মুসলমানকে সালাম করা, হাত মিলানো বরং মুহাব্বতে তার সাথে সাক্ষাত করার সাওয়াব অর্জিত হয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: যে কেউ নিজ মুসলমান ভাইয়ের প্রতি মুহাব্বতের সৃষ্টিতে দেখে আর তার অন্তরে শত্রুতা না থাকে দৃষ্টি ফিরানোর পূর্বে উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। **(মুজামুল আউসাত, ৬/১৩১, হাদীস: ৮২৫১)** (১০) যতবার সাক্ষাত হয় প্রতিবার হাত মিলাতে পারবে। (১১) আজ কাল অনেক লোক উভয়ের পক্ষ থেকে এক হাতে মুসাফাহা করে বরং কেবল আঙ্গুল সমূহ পরস্পরের মধ্যে স্পর্শ করায় এসব কিছু সুন্নাতের পরিপন্থী। (১২) হাত মিলানোর পর নিজের হাত চুমু খাওয়া মাকরুহ। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৭২)** হ্যাঁ! যদি কোন বুযুর্গের সাথে হাত মিলানোর পর বরকতের জন্য নিজের হাত চুম্বন করে নিলো তবে সমস্যা নেই। যেমনকি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কেউ মুসাফাহা করলো অতঃপর বরকতের জন্য নিজের হাত চুম্বন করলো তাহলে নিষেধাজ্ঞার কোন কারণ নেই কিন্তু যার সাথে মুসাফাহা করলো সেই ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হয় যাদের কাছ থেকে

www.dawateislami.net

বরকত অর্জন করা হয়। (জাদ্দুল মুমতার ৮/৬৫) (১৩) যদি আরমদ তথা সুদর্শন বালকের সাথে হাত মিলাতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো বৈধ নয় বরং যদি দেখার ক্ষেত্রে কামভাব আসলে এখন দেখাও গুনাহ। (রদ্দে মুখতার, ২/৯৮) (১৪) মুসাফাহা করার সুন্নাত এটা যে, হাতে রুমাল ইত্যাদি যেন আড়াল না হয়, উভয়ের হাতের তালু খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু স্পর্শ করা চাই। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৭১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার ১২টি সুন্নাত ও আদব

(১) মুসকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন, (২) মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহ ভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব বজায় রাখুন, اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবও অর্জন হবে ও ছোট বড় সকলে আপনাকে সম্মান করবে (৩) চিৎকার করে কথাবার্তা বলা সুন্নাত নয়। (৪) ভালো ভালো নিয়্যতে ছোট বড় উভয়ের সাথে আপনি জনাব বলে কথাবার্তা বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন, আপনার চরিত্রও اِنْ شَآءَ الله উত্তম হবে আর বাচ্চারাও ভদ্রতা শিখবে। (৫) কথাবার্তা বলার সময় পর্দার স্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, অন্যদের সামনে বার বার নাক কিংবা কানে হাত দেওয়া, থুথু ফেলতে থাকা ভালো অভ্যাস নয়, এর দ্বারা অন্যদের ঘৃণা সৃষ্টি হয়, (৬) যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যজন কথাবার্তা বলবে মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তার কথা কেটে নিজের কথা শুরু করা সুন্নাত নয়। (৭) কথাবার্তা বলা অবস্থায়

www.dawateislami.net

বরং সর্বাবস্থায় অট্টহাসি দিবেন না কারণ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো অট্টহাসি দেননি। (৮) বেশি কথা ও বারবার অট্টহাসি দিলে ভক্তি প্রযুক্ত ভয় চলে যায়। (৯) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন বান্দাকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়াবী বিষয় অনাসক্তি ও স্বল্পভাষী হওয়ার নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়েছে তবে তুমি তার নৈকট্য ও সঙ্গ অবলম্বন করো কেননা এসব লোকদের হিকমত দান করা হয়। **(ইবনে মাজাহ, ৪/৩২২, হাদীস: ৪১০১)** (১০) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি চুপ রইলো সে মুক্তি পেলো। **(তিরমীযি, ৪/২২৫, হাদীস: ২৫০৯)** মিরআতুল মানাজিহ এর মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কথাবার্তা চার ধরণের: (১) একান্ত ক্ষতিকর বরং পুরো কথাটাই ক্ষতিকর, (২) একান্ত উপকারী। (২) কিছু ক্ষতিকর কিছু উপকারী। (৪) না ক্ষতিকর, না উপকারী। একান্ত ক্ষতিকর থেকে সর্বদা বিরত থাকা জরুরী। একান্ত উপকারীতা কথাবার্তা অবশ্যই বলুন। যে কথাবার্তা ক্ষতি ও উপকার রয়েছে সেটা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করুন উত্তম হচ্ছে না বলা। চতুর্থ প্রকারের কথাবার্তা (অর্থাৎ না উপকারী, না ক্ষতিকর) দ্বারা সময় নষ্ট হয়। এসব কথায় ভারসাম্য রক্ষা (উপকারী কিংবা অপকারী কথার পার্থক্য) করা কঠিন হয়ে পড়ে, তবে চুপ থাকাই উত্তম। **(মিরআতুল মানাজি, ৬/৪৬৪)** (১১) কারো সাথে কোন কথাবার্তা বলতে কোন সঠিক উদ্দেশ্য থাকা চাই। সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মনমানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। (১২) মন্দ আলাপ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন গালি গালাজ থেকে বিরত

www.dawateislami.net

থাকুন। মনে রাখবেন, কোন মুসলামানকে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৮) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে ব্যক্তি অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করে। (কিতাবুসমত মাওসুওয়াতু ইমাম ইবনে আবিউদ্দীন, ৬/২০৪) অশ্লীল কথার অর্থ হলো: লজ্জাজনক বিষয় (যেমন অশ্লীল ও খারাপ বিষয়াবলী) স্পষ্ট শব্দ দ্বারা আলোচনা করা। (ইহ্য়াউল উলুম, ৩/১৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাঁচির ১৭টি সুন্নাত ও আদব

দুটি হাদীস শরীফ: (১) আল্লাহ পাক হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। (বুখারী, ৪//১৬৩, হাদীস: ৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে সে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। যদি সে رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন আল্লাহ পাক তোমার উপর দয়া করুন। (মুজামুল কবীর, ১১/৩৫৮, হাদীস: ১২২৮৪) (৩) হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে আওয়াজ বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪) (৪) হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলা চাই। খাযায়িনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করা সুন্নাত মুআক্কাদা। (হাসীয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকি, ৮) উত্তম হচ্ছে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ عَلٰى كُلِّ حَال বলা।

www.dawateislami.net

(৫) শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমার উপর দয়া করুন) বলা ওয়াজিব্ এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা নিজে শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৮৬, ৪৭৭) (৬) উত্তর শুনে হাঁচি দাতা এভাবে বলুন يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ۔ (অর্থাৎ আল্লাহ পাক আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন) অথবা এটা বলবে: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (আল্লাহ পাক তোমাদের হিদায়াত দিন ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুন)। (আলমগিরী, ৫/৩২৬) (৭) কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে আর নিজের জিহ্বাকে সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, اِنْ شَآءَ الله দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজি, ৬/৩৯৬) (৮) হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে তবে কখনো সে মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। (মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮/৪৯৯, হাদীসের ব্যাখ্যা, ৪৮৩৯) (৯) হাঁচি দাতার উচিত উচ্চ স্বরে حمد বলা যাতে অন্যরা শুনে এর উত্তর দেয়। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪) (১০) হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজিব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫/৩২৬ বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৭৬) (১১) উত্তর প্রদান তখন ওয়াজিব হবে যখন হাঁচিদাতা اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে। আর حمد না বললে উত্তর প্রদান ওয়াজিব হবে না। (ফতোওয়ায়ে কাজীখান, ২/৩৭৭) (১২) খুতবার সময় কারো হাঁচি আসলে শ্রবণকারী উত্তর দিবেন না। (ফতোওয়ায়ে কাজীখান, ২/৩৭৭) (১৩) কয়েকজন ইসলামী ভাই উপস্থিত থাকলে তন্মধ্যে কিছু ইসলামী ভাই উত্তর দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে

www.dawateislami.net

যাবে। তবে উত্তম হলো; সবাই উত্তর দেয়া। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৮৪) (১৪) দেওয়ালের পিছনে কারো হাঁচি আসলে আর সে যদি اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তবে শ্রবণকারী এর উত্তর প্রদান করবে। (আলমগিরী, ১/৯৭) (১৫) নামাযে হাঁচি আসলে চুপ থাকবে আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেও নামাযে অসুবিধা হবে না আর যদি ঐ সময় حمد না বলে তবে নামায সমাপ্ত করে বলবে। (আলমগিরী, ১/৯৮) (১৬) আপনি নামায পড়ছেন এমতাবস্থায় কারো হাঁচি আসলো, আর আপনি উত্তরের নিয়্যতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে ফেললেন তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১/৯৮) (১৭) কোন কাফিরের হাঁচি আসলো, আর এর উত্তরে يَهْدِيْكُمُ الله (অর্থাৎ আল্লাহ পাক তোমাকে হিদায়াত দান করুন) বলা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরমা লাগানোর ৪টি সুন্নাত ও আদব

(১) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সকল সূরমার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে "ইসমদ"। কারণ এটা দৃষ্টিকে প্রখর করে পালক গজায়। (ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস: ৩৪৯৭) (২) পাথরের সূরমা ব্যবহার করাতে কোন সমস্যা নেই এবং কালো সূরমা কিংবা সাজ সজ্জা (অর্থাৎ সুন্দরের নিয়্যতে) পুরুষদেরকে লাগানো মাকরুহ এবং সাজসজ্জার উদ্দেশ্যে না হলে তবে সমস্যা নেই। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৪/১৯৬) (৩) রাতে শয়ন করার সময় ব্যবহার করা সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০) (৪) সূরমা ব্যবহার করার

www.dawateislami.net

তিনটি বর্ণনার সারাংশ পেশ করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাকা (২) কখনো ডান চোখে তিন আর বাম চোখে দু'বার। (৩) সুতরাং কখনো উভয় চোখে দুই দুইবার অতঃপর শেষে এক শলাকা সূরমা নিয়ে সেটাকে উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) এভাবে করার কারণে اِنْ شَآءَ الله তিনটার উপর আমল হয়ে যাবে। হে আশিকানে রাসূল! সম্মানিত ব্যক্তিগন যাই কাজ করে সব আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে আরম্ভ করতেন, সুতরাং প্রথমে ডান চোখে সূরমা লাগান অতঃপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার ১৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) ঘুমানোর পূর্বে বিছানাকে ভালোভাবে ঝেড়ে নিন যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, (২) ঘুমানোর পূর্বে এই দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا۔ **অনুবাদ:** হে আল্লাহ পাক! আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি ও জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। (বুখারী, শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীস: ৬৩২৫) (৩) আসরের পর ঘুমালে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, তবে সে যেনো নিজেকে নিজে তিরষ্কার করে। (মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠ, হাদীস: ৪৮৯৭) (৪) দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) সদরুস শরীয়া, হযরত আল্লামা মাওলানা

www.dawateislami.net

মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যথাসম্ভব এটা ঐ সব লোকদের জন্য হবে, যারা রাত জেগে ইবাদত করে, নামায আদায় করে, আল্লাহ পাকের যিকির করে কিংবা কিতাব অধ্যয়ন করে অথবা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকে। কেননা, রাত জাগার কারণে যে ক্লান্তি আসে তা দূরীভূত হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৭৯ পৃষ্ঠা) (৫) দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরুহ। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) (৬) পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব ও (৭) কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন। (প্রাগুক্ত) (৮) শয়ন কারার সময় কবরে শয়ন করার কথা স্বরণ করুন। কেননা সেখানে এক শয়ন করতে হবে নিজের আমল ব্যতিত কেউ সঙ্গি হবে না। (৯) শয়ন করার সময় আল্লাহ পাকের স্মরণ ও তাসবীহ তাহলীল পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ, سُبْحَانَ الله ও اَلْحَمْدُ لِلّٰه পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্য বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) (১০) জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْٓ اَحْیَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ۔ (বুখারী, শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৩২৫) **অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১১) ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহেযগারীতা ও তাকওয়া অবলম্বন করব, কারো উপর জুলুম করব না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১২) যেসব বালক বা বালিকার বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা চাই বরং এ বিষয়ের বালককে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) (১৩) স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একটি খাটে শয়ন করবে ততক্ষণ দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না, সন্তানের যখন যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তবে সে বালকের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) (১৪) ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন। (১৫) রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।

(সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাবরী চুল রাখা ও মাথার চুলের ২২টি সুন্নাত ও আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক বাবরী চুল কখনো অর্ধকান পর্যন্ত। (২) কখনো কান মোবারকের লতি পর্যন্ত আর (৩) অনেক সময় বেড়ে যেতো সেগুলো কাধ মোবারক দু'টিকে স্পর্শ করতো। (আশশামায়িলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ১৮, ৩৫, ৩৪ পৃষ্ঠা) (৪) আমাদের উচিত সময়ে সময়ে তিনটি সুন্নাত আদায় করা, অর্থাৎ কখনো অর্ধ কান পর্যন্ত, আর কখনো সম্পূর্ণ কান পর্যন্ত, কোন সময় কাধ বরাবর চুল রাখা। (৫) কাধকে স্পর্শ করা পর্যন্ত বাবরী চুল বাড়ানো সুন্নাতের আদায়

www.dawateislami.net

অনুমানিক সকলের উপর বেশি কষ্টকর হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও এ সুন্নাত আদায় করা উচিত। অবশ্য এটা খেয়াল রাখা উচিত, চুল যেন কাধের নিচে না আসে, পানিতে ভালো ভাবে ভিজার পর বাবরী চুলের লম্বার পরিমাণ লক্ষ্য করা যায়। তাই যে দিনগুলোতে চুল বাড়াবেন ঐ দিনগুলোতে গোসলের পর আচঁড়ানোর সময় ভালো ভাবে লক্ষ্য করবে চুল কাধ অতিক্রম করেছে কিনা। (৬) আমার প্রিয় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মহিলাদের মতো কাধের নিচে চুল রাখা পুরুষের জন্য হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১তম খন্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা) (৮) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পুরুষের জন্য মহিলাদের মতো চুল লম্বা রাখা জায়েয নেই। কিছু মানুষ সুফী সাজার জন্য লম্বা চুল রাখে, যা তাদের বুকে সাপের মতো ঝুলে থাকে, আর কিছু (মহিলাদের মত) খোপা করা হয়, আর কিছু জট বাঁধা হয় এগুলো নাজায়েয ও শরীয়াতের পরিপন্থি। (৭) চুল লম্বা করা ও রং-বেরঙ্গেন কাপড় পরিধানের নাম (সূফীবাদ) নয়, বরং নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং কুপ্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করার নাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৭ পৃষ্ঠা) (৮) মহিলাদের মাথা মুন্ডানো হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা) (৯) মহিলাদের মাথার চুল কাটা (যা বর্তমানের ফ্যাশন হিসেবে চলমান) যেমন বর্তমানে এ কাজ খ্রীষ্টান মহিলারা শুরু করেছে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও গুনাহ এবং এর উপর (আল্লাহর) অভিশাপ এসেছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে এ কাজ করার জন্য নির্দেশও দেয় তবুও এভাবে করার কারণে স্ত্রী গুনাহগার হবে। শরীয়াতের বিধি-বিধানের বিপরীত কাজে

www.dawateislami.net

কারো (অর্থাৎ মাতা, পিতা, স্বামী অন্য কারো আদেশ) পালন করা যাবে না। **(বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)** ছোট মেয়েদের চুলও পুরুষের মতো করে কাটাবেন না, ছোটবেলা থেকে তাকে মহিলা সূলভ লম্বা চুল রাখার মনমাসিকাতা তৈরী করাবেন। (১০) কিছু লোক ডান অথবা বাম দিকে সিঁতী কাটে, এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। **(প্রাগুক্ত)** (১১) সুন্নাত হলো; মাথায় চুল থাকলে মধ্যখানে সিঁথী কাটবে। (১২) পুরুষের জন্য মাথা মুন্ডানো, চুল লম্বা করা, সিঁথী কাটার ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে। **(রুদ্দুল মুখতার, ৯ম, ৬৮২ পৃষ্ঠা)** (১৩) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে উভয় আমল সাব্যস্ত আছে: যদিওবা মাথা মুন্ডানোর) ব্যাপারে কোন প্রমাণ দেখা যায় না। **(বাহারে শরীয়াত, বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)** (১৪) আজ কাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে মানুষ কোথাও বড় কোথাও ছোট করে কিছু (বিধর্মীদের) কাটিং করতে দেখা যায়, এমন চুল রাখা সুন্নাত নয়। (১৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার চুল আছে সে যেন সেগুলোর যত্ন নেয়।" **(আবু দাউদ, শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস-৪১৬৩)** অর্থাৎ তা ধৌত করো, তেল লাগাও আর আচঁড়াও। (১৬) হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام সর্বপ্রথম গোঁফ ছোট করেন আর সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখলেন। আরজ করলেন: হে আমার প্রতিপালক! এটা কি? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "হে ইব্রাহিম! এটা পদমর্যাদা।" আরজ করলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দাও। **(মুওয়াত্তা ৬/৪১৫, হাদীস: ১৮৫৬)** (১৭) হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: তার (হযরত ইব্রাহিম) عَلَيْهِ السَّلَام এর আগে কোন নবীর গোঁফ বাড়েনি এবং

www.dawateislami.net

কেউ গোঁফও ছাটেনি আর তাঁদের ধর্মে গোঁফ চাটার কোন বিধানও ছিলো না। তাই এ আমলটি সুন্নাতে ইব্রাহিমী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। (মিরাত, ৬/১৯৩) (১৮) নিচের ঠোঁট ও এর মধ্যবর্তী স্থানের পশমের আশে-পাশের পশম মুন্ডানো মাকরুহ। (প্রাগুক্ত, ৩৫৭) অর্থাৎ-মাথার চুল মুন্ডানো ব্যতিত শুধুমাত্র ঘাড়ের পশম মুন্ডিয়ে ফেলে যদি সম্পূর্ণ মাথার চুল মুন্ডিয়ে ফেলে যখন তার সাথে ঘাড়ের পশমও মুন্ডানো যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৫৮৭) (১৯) চারটি বস্তু সম্পর্কে শরীয়াতের ফায়সালা হলো, মাটিতে পূতে ফেলা, (১) চুল, (২) নখ, (৩) যে কাপড় দিয়ে ঋতুস্রাব এর রক্ত পরিস্কার করা হয়, (৪) রক্ত। (প্রাগুক্ত, ৫৮৮, আলমগিরী, ৫/৩৫৮) (১৯) পুরুষের জন্য দাঁড়ি অথবা মাথার সাদা চুলকে লাল অথবা সবুজ করা মুস্তাহাব, এ জন্য মেহেদী ব্যবহার করা যেতে পারে। (২১) দাঁড়ি অথবা মাথায় মেহেদী লাগিয়ে ঘুমানো উচিত নয়, এক হাকীমের বর্ণনায় এসেছে: এভাবে মেহেদী লাগিয়ে ঘুমানোর ফলে মাথা ও অন্য বস্তুর উত্তাপ চোখে নেমে আসে, যা দৃষ্টি শক্তির জন্য অত্যান্ত ক্ষতিকর। ঐ বিজ্ঞ লোকের বর্ণনা আমার কাছে প্রকাশ পেল এভাবে: একবার সগে মদীনার عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি আসলো এবং সে বর্ণনা দিল: আমি জন্মগত অন্ধ ছিলাম না। আফসোস একদা মাথায় কালো মেহেদী লাগিয়ে আমি শয়ন করেছিলাম, জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলাম আমার চোখের জ্যোতি চলে গেছে! (২২) মেহেদী ব্যবহারকারীর গোঁফ এবং দাঁড়িতে খতের কিনারায় দাঁড়িগুলোর অল্প সময় সাদা ভাব প্রকাশ পায়, যা দেখতে সুন্দর দেখায় না তাই যদিও বার বার সম্পূর্ণ দাঁড়িতে মেহেদী লাগানো সম্ভব না হয়,

www.dawateislami.net

শুধুমাত্র যেখানে সাদা চুলের প্রকাশ পায় যেখানে প্রতি চার দিন পর পর ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে সাদা চুল দৃষ্টিগোচর হয়, সেখানে সামান্য সামান্য মেহেদী লাগিয়ে দেয়া উচিত। "শরহুস সুদুর" কিতাবে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি দাঁড়িতে কালো হিজাব ব্যতিত লাল অথবা সবুজ রং ধারণ করে এমন মেহেদী লাগায়, মৃত্যুর পর মুনকার নকীর তার কাছ থেকে কোন প্রশ্ন করবে না। মুনকার (ফেরেশতা) বলবে: হে নকীর (ফেরেশতা)! আমি তার কাছ থেকে কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি! যার চেহারাতে ইসলামের নূর চমকাচ্ছে।

(শরহুস সুদুর, ১৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তেল ও চিরুনী ব্যবহারের ১৯টি সুন্নাত ও আদব

(১) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র মাথাতে অধিক তেল ব্যবহার করতেন এবং দাঁড়ি মোবারকে চিরুনী করতেন আর অধিকাংশ মাথা মোবারকের উপর কাপড় (অর্থাৎ সরবন্দ শরীফ) থাকতো যে সেই কাপড় তৈলে ভিজে যেতো। (শামায়িলুল মাহাম্মাদিয়া লিত তিরমিযী, ৪০, হাদীস: ৩২) বুঝা গেলো, "সরবন্দ" এর ব্যবহার সুন্নাত, ইসলামী ভাইদের উচিত যখনই মাথায় তেল দিবে, একটি ছোট কাপড় মাথায় বেধেঁ নেওয়া, এভাবে اِنْ شَآءَ الله টুপি ও পাগড়ী শরীফে তেলাক্ত হওয়া থেকে যথেষ্ট পরিমাণ নিরাপদ থাকবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ বছর ধরে এ সুন্নাতের নিয়্যতে "সরবন্দ"

www.dawateislami.net

ব্যবহার করার অভ্যাস রয়েছে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

তেল কি বুন্দে টপকাতে নেহি বালো ছে রযা
সবুহে আরিয পেহ লুটাতে হে সিতারে গেসু

(২) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার চুল থাকে সে যেনো সেগুলোর যত্ন নেয়।" (আবু দাউদ, ৪/১০৩, হাদীস: ৪১৬৩) অর্থাৎ সেগুলো ধৌত করে, তেল লাগায় এবং আচঁড়াবে। (আশিআতুল লুমআত, ৩/৬১৮) মাথা ও দাঁড়িতে সাবান ইত্যাদি দ্বারা ধৌত করার অভ্যাস থাকে না তাদের চুলে অধিকাংশ গন্ধ হয়ে যায় নিজের নিকট যদিও গন্ধ না আসে কিন্তু অন্যের নিকট লাগে। মুখ, চুল, শরীর ও পোশাক ইত্যাদি থেকে গন্ধ আসে এমতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কারণ তা থেকে লোক ও ফেরেশতাদের কষ্ট হয়। হ্যাঁ, গন্ধ আছে তবে গোপনে হয়ে থাকে যেমন বগলের গন্ধ তবে সমস্যা নেই। (৩) হযরত সায়্যিদুনা নাফে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত, হযরত সায়্যিদুনা ইবনে উমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا দিনে দু'বার তেল লাগাতেন (মুসান্নিফ ইবনে আবি শুইব, ৫/৩৬৬) চুলে বেশি তেল ব্যবহারে বিশেষ করে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য উপকারী কেননা এর দ্বারা মাথা শুষ্ক হয় না, মস্তিস্ক সতেজ ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। (৪) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে হতে কেউ তেল ব্যবহার করে তখন ভ্রু থেকে আরম্ভ করবে, এর দ্বারা মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়।" (আল জামেউস সগির, ২৮/৩৬৯) (৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তেল ব্যবহার করতেন তখন প্রথমে বাম হাতে তেল নিতেন, অতঃপর উভয় ভ্রুতে অতঃপর উভয় চোখে এবং মাথা মোবারকে লাগাতেন। (কানযুল উম্মাল, ৮/৪৬) (৬) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

দাঁড়ি মোবারকের তেল ব্যবহারের সময় নিচের ঠোঁট ও থুতনির মধ্যবর্তী দাঁড়ি থেকে তেল লাগানো শুরু করতেন। **(আল মুজাবুল আওসাত, ৫/৩৬৬)** (৭) দাঁড়ি আঁচড়ানো সুন্নাত। **(আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৬২৬)** (৮) بِسْمِ الله পাঠ করা ব্যতিত তেল ব্যবহার করা, চুল শুষ্ক এবং বিক্ষিপ্ত রাখা সুন্নাত পরিপন্থী। (৯) হাদীসে পাকে রয়েছে: যে بِسْمِ اللهِ পাঠ করা ব্যতিত তেল লাগায়, তবে ৭০ জন শয়তান তার সাথে শরীক হয়ে যায়। **(আমলুল ইয়াওমে ওয়াল লাইল লি ইবনে সানি, ৩২৭/১৭৩)** (১০) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: একদা মুমিনের সাথে নিযুক্ত শয়তান এবং কাফেরের সাথে নিযুক্ত শয়তানের সাক্ষাত হলো, কাফেরের শয়তান খুব মোটা-তাজা এবং ভালো পোশাক পরিহিত ছিলো, আর মুমিনের শয়তান হালকা পাতলা, বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট এবং উলঙ্গ অবস্থায় দেখে কাফেরের শয়তান মুমিনের শয়তানের কাছে জিজ্ঞাসা করল: তুমি এতো দূর্বল কেন? সে উত্তরে বললো: আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে আছি, যে পানাহারের সময় بِسْمِ الله পাঠ করে নেয়, তখন আমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থেকে যায়। আর তেল লাগানোর সময় بِسْمِ الله শরীফ পাঠ করে নেয়, তখন আমার চুল বিক্ষিপ্ত থেকে যায়। কাফেরের শয়তান তাকে বলল: আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে আছি, যে এ ধরণের কোন আমল করে না, তাই আমি তার খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং তেল ব্যবহারের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/৪৫)** (১১) তেল ঢালার পূর্বে بِسْمِ الله পাঠ করে বাম

www.dawateislami.net

হাতের তালুতে সামান্য তেল নিয়ে প্রথমে ডান চোখের ভ্রুতে তারপর বাম চোখের ভ্রুতে লাগাবেন, পরিশেষে মাথায় ঢালবেন এবং দাঁড়িতে লাগানোর সময় নিচের ঠোঁট ও থুতনির মধ্যবর্তী স্থানের দাঁড়ি থেকে আরম্ভ করবেন। (১২) তেল ঢালার সময় টুপি অথবা পাগড়ী খোলার সময় মাঝে মধ্যে দূর্গন্ধ বের হয়, সরিষার তেল ব্যবহার কারী তাই সম্ভব হলে উন্নতমানের সুগন্ধময় তেল ব্যবহার করুন। সুগন্ধময় তেল তৈরীর সহজ পন্থা হচ্ছে: নারিকেল তৈলের শিশিতে নিজের পছন্দনীয় আতরের কয়েট ফোঁটা মিশ্রিত করে ঝাকিয়ে নিন। মাথা ও দাঁড়ি সময়ে সময়ে সাবান দ্বারা ধৌত করতে থাকুন। (১৩) মহিলাদের জন্য আব্যশক হলো; আঁচড়ানোর সময় কিংবা মাথা ধৌত করার সময় যে চুলগুলো ঝড়ে পড়ে, তা কোন একটি গোপন জায়গায় সংরক্ষণ করা। যেন বেগানা পুরুষের (এমন ব্যক্তি যার সাথে সব সময়ের জন্য বিবাহ নিষিদ্ধ নয়) দৃষ্টি না পড়ে। (বাহরে শরীয়াত, ৩/৪৪৯) (১৪) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতিদিন চুল আঁড়াতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, ৩/২৯৩) এ নিষেধাজ্ঞা মাকরুহে তানযিহি হিসেবে বিবেচিত হবে, আর উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষ যেন সাজ-সজ্জাতে ব্যস্ত না থাকে। (বাহরে শরীয়াত, ৩/৫৯২) (১৫) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে আগত প্রশ্ন এর উত্তর বিস্তারিত লক্ষ্য করুন, **প্রশ্ন:** কোন কোন সময় দাঁড়ি আঁচড়ানো যেতে পারে?" **উত্তর:** দাঁড়ি আঁচড়ানোর জন্য শরীয়াতে কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, মধ্যম পন্থায় করার হুকুম রয়েছে। এটা যেনো না হয় যে, মানুষ জ্বীনের আকৃতি ধারণ করবে, আর এটাও যেনো না হয় যে, সর্বদা সাজসজ্জার মধ্যে লেগে থাকবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৯২-৯৪)

www.dawateislami.net

(১৬) চুল আঁচড়ানোর সময় ডান দিক থেকে শুরু করবেন, যেমনিভাবে উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন, এমনকি জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো এবং পবিত্র অর্জনের ক্ষেত্রেও। **(বুখারী, ১/৮১, হাদীস: ১৬৮)** (২০১) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এ তিনটি বিষয় উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, নতুবা প্রত্যেক সম্মানিত ও বরকতমন্ডিত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। যেমন: মসজিদে প্রবেশ করা, পোশাক পরিধান করা, মিসওয়াক করা, সূরমা লাগানো, নখ কাটা, গোঁফ ছাটা, বগলের পশম পরিস্কার করা, অযু-গোসল করা, ইস্তিনজাখানা থেকে বাহির হওয়া ইত্যাদি। আর যে সকল কাজে কোন ফযীলত নেই যেমন: মসজিদ থেকে বের হওয়া, ইস্তিনজাখানায় প্রবেশ করা, নাক পরিস্কার করা, পায়জামা এবং অন্যান্য কাপড় খোলার সময় বাম দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব। **(উমদাতুল ক্বারী, ২/৪৭৬)** (১৭) জুমার নামাযের জন্য তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৪)** (১৮) রোযা অবস্থায় দাঁড়ি, গোঁফে তেল লাগানো মাকরুহ নয়, কিন্তু তেল এ জন্য লাগানো হলো যেনো দাঁড়ি বৃদ্ধি পায় অথচ তার এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি আছে, আর এ উদ্দেশ্যে তেল ব্যবহার করা রোযা ব্যতিতও মাকরুহ। আর রোযার ক্ষেত্রে তা আরো বেশি মাকরুহ। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৯৯৭)** (১৯) মৃত ব্যক্তির দাঁড়ি, মাথার চুল আচঁড়ানো নাজায়েয ও গুনাহ। **(দুররে মুখতার, ৩/১০৪)** লোকেরা মৃত ব্যক্তির

www.dawateislami.net

দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলে, এটাও নাজাযেয ও গুনাহ। গুনাহ মৃত ব্যক্তির হবে না বরং যে এ কাজ করে এবং যে এ কাজের নির্দেশ দেয় তাদের হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিসওয়াকের ২২টি সুন্নাত ও আদব

প্রথমে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন:

(১) মিসওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিসওয়াক ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম। **(আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস: ১৮)** (২) মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা, তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা ও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৩৮, হাদীস: ৫৮৬৯)** (৩) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক রাতে মিসওয়াক করতেন, প্রতিবার শয়ন করার সময়ও এবং জাগ্রত হওয়ার সময়ও (২০৮) (৪) ভালো নিয়্যত ব্যতিত মিসওয়াক করার দ্বারা স্বাস্থ্যের জন্য উপকার অর্জন হয় কিন্তু আল্লাহ পাক চাইলে সাওয়াবও পাবে। উদাহরণ স্বরূপ অযুর জন্য মিসওয়াক করতে হলে তিনটি নিয়্যত করে নিন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, সুন্নাত আদায়ের এবং যিকির ও দরুদের জন্য মুখতে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে মিসওয়াক করবো। (৫) মাশায়িখগণ বলেন: যে ব্যক্তি মিসওয়াকের অভ্যস্থ হয়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা পাঠ করা নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকারে নেশা বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নবীব হবে না।" **(বাহারে শরীয়াত, ১/২৮৮)** (৬) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মিসওয়াকের দশটি

www.dawateislami.net

গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। **(জামিউল জাওয়ায়িম লিস সুয়ুতী, ৫/২৪৯)** (৭) ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অযুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হলো কিন্তু পাওয়া গেলো না। এর জন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মুদ্রা) বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এতো বেশি দাম দিয়ে কি মিসওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর মধ্যে সকল বস্তু আল্লাহ পাকের নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি কি জবাব দেব, "তুমি আমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপমিাণও ছিলো না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতকে (মিসওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? **(লাওলাকিহুল আনওয়ার থেকে সংকলিত, ৩৮)** (৮) সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিসওয়াকের ব্যবহার, নেককার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৩/১৬৬)** (৯) মিসওয়াক পিলু. যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই। (১০) মিসওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা

www.dawateislami.net

হয়। (১১) (মিসওয়াক এক বিঘত থেকে যেনো বেশি না হয় অন্যথায় সেটার উপর শয়তান বসবে। (১২) মিসওয়াকের আঁশ যেনো নরম হয় কারণ শক্ত আঁশ দাঁতের ও মাড়ির মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। (১৩) মিসওয়াক তাজা হলে ভালো নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে বিজিয়ে রেখে নরম করে নিন। (১৪) উত্তম হলো; মিসওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটতে থাকা। (১৫) দাঁতের প্রস্থে মিসওয়াক করুন। (১৬) যখনই মিসওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন। (১৭) প্রতিবার ধৌত করে নিন। (১৮) মিসওয়াক ডান হাতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠ আঙ্গুল মিসওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে। (১৯) প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করবেন, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিসওয়াক করবেন। (২০) মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (২১) মিসওয়াক অযুর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় এটা অযুর সুন্নাতে কবলিয়া (অর্থাৎ অযুর পূর্বের সুন্নাত) অবশ্যই সুন্নাতে মুআক্কাদা ঐ সময় হবে যখন মুখে দুর্গন্ধ হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, থেকে সংকলিত, ১/৬২৩) (২২) মিসওয়াক যখন ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না: কেননা, এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর কিংবা ভারী জিনিস দিয়ে বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নখ কাটার ১০টি সুন্নাত ও আদব

(১) জুমার দিন নখ কাটা মুস্তাহাব। অবশ্যই যদি বড় হয়ে যায় তবে জুমার দিনের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (দুররে মুখতার, ৯/৬৬৮) সদরুশ শরীয়া মাওলানা আমজাদ আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণিত আছে: যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, আল্লাহ পাক তাকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তিন দিন অতিরিক্ত অর্থাৎ দশদিন পর্যন্ত। অন্য বর্ণনায় এটা রয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিন নখ কাটবে, তবে রহমতের আগমন হবে ও গুনাহ দূরীভূত হবে। (দুররে মুখতার রদ্দুল মুহতার, ৯/১৯৩) (২) হাতের নখ কাটার পদ্ধতি পেশ করা হচ্ছে: সর্বপ্রথম ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের নখ কাটবেন তবে বৃদ্ধাঙ্গুল ছেড়ে দিবেন। এবার বাম হাতের কনিষ্টা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। এখন সবশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবেন। (দুররে মুখতার, ৯/৬৮০ ইহইয়াউল উলুম, ১/১৯৩) (৩) পায়ের নখ কাটার কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই তবে উত্তম হচ্ছে: ডান পায়ের কনিষ্টা আঙ্গুল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ পর্যন্ত কেটে নিন অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে শুরু করে কনিষ্টা আঙ্গুলের নখ কাটুন। (প্রাগুক্ত) (৪) অপবিত্রাবস্থায় (অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায়) নখ কাটা মাকরুহ। (আলমগিরী, ৫/৩৮৫) (৫) দাঁত দ্বারা নখ কাটা মাকরুহ আর এর দ্বারা শ্বেত রোগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। (প্রাগুক্ত) (৬) কর্তিত নখ মাটিতে পূতে দিন আর যদি যেগুলো বাইরে ফেলেও দেন তবে কোন অসুবিধা নেই। (প্রাগুক্ত) (৭) কর্তিত নখ পায়খানা কিংবা

www.dawateislami.net

গোসলখানাতে ফেলা মাকরুহ কেননা একে রোগ সৃষ্টি হয়। **(প্রাগুক্ত)** (৮) বুধবার নখ কাটা উচিত নয় এতে শ্বেতরোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্যই যদি ৩৯ দিন পর্যন্ত নখ কাটেনি, আজ বুধবার ৪০তম দিন হয়ে গেলো যদি আজ কাটা না হয় তবে তার জন্য ওয়াজিব হচ্ছে: যেনো আজই কেটে নেয় কারণ চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত নখ রাখা না জায়েজ ও মাকরুহে তাহরিমী। **(বিস্তারিত জানতে ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ২২/৫৭৮-৬৮৫ পর্যন্ত দেখুন।)** (৯) লম্বা নখ শয়তানে বৈঠকখানা অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে। **(ইত্তিহাফুস সাদাহ লিয যায়দী, ২/৬৫৩)** (১০) রাতে নখ কাটাতে কোন সমস্যা নেই: ঘটনা: ইমাম আবু উসূফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে হারুনুর রশীদ রাতে নখ কাটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো: বললেন: জায়েয। তার উপর কি দলিল রয়েছে?" বললেন: হাদীসে পাকে রয়েছে: اَلْخَيْرُ لَا يُؤَخَّرُ অর্থাৎ কল্যাণের কাজে দেরী করো না। **(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী ৫/৩৫৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাক পরিধানের ১৭টি সুন্নাত ও আদব

তিনটি হাদীসে পাক: (১) জ্বীনদের চোখ ও লোকদের সতরের মাঝে পর্দা হলো; যখন কেউ কাপড় খুলবে তখন بِسْمِ الله পড়ে নিবে। **(মুজামুল আউসাত ২/৫৯, হাদীস: ২৫০৪)** হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যেমন দেওয়ালের পেছনে লোকদের দৃষ্টির জন্য আড়াল হয়ে থাকে এমনই এটা, আল্লাহ পাকের যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে যায়, কেননা জ্বীনরা তার লজ্জাস্থানকে দেখতে পায়না। **(মিরআত ১/২৬৭)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

(২) যে ব্যক্তি কাপড় পরিধান করে এটা পাঠ করে নিবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَا نِیْ هٰذَا وَ رَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَ لَاقُوَّةٍ۔ (**অনুবাদ:** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করালেন আমার সামর্থ্য ও শক্তি ছাড়া আমাকে দান করেছেন।) তার আগে পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। **(শুয়াবুল ঈমান ৫/১৮১, হাদীস: ৬২৮৫)** (৩) যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকার সত্ত্বেও সাজ-সজ্জার অর্থাৎ সুন্দর পোশাক পরিধান করা বিনীয় ছেড়ে দিলো, আল্লাহ পাক তাকে কেরামতের পোশাক পরিধান করাবেন। **(আবু দাউদ, ৪/৩২৬, হাদীস: ৪৭৭৮)** (৪) সম্পদশালী যদি আল্লাহ পাকের নেয়ামত প্রকাশের নিয়্যতে শরয়ী সম্মত পবিত্র ও উন্নত পোশাক পরিধান করে এটা সাওয়াবের কাজ। (৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পোশাক অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাদা হতো। **(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তিজাবুল লিবাস ৩৬)** (৬) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সবচেয়ে উত্তম সেই কাপড় যেটাকে পরিধান করে তোমরা আল্লাহ পাকের যিয়ারত, কবর ও মসজিদে করো, সেটা হলো সাদা। অর্থাৎ সাদা কাপড় পরিধান করে নামায পড়া ও মৃতকে কাফন পরিধান করানো উত্তম। **(ইবনে মাজাহ, ৪/১৪৬, হাদীস: ৩৫৬৮)** (৭) ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে নিজের পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে তার দুশ্চিন্তা কম হবে এবং তার জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, উর্দূ ১/৫৬১)** (৮) পোশাক হালাল উপার্জন দ্বারা হওয়া চাই আর যদি হারাম উপার্জন দ্বারা অর্জন হয় তবে তার ফরয নফল কোন কিছু কবুল হবে না। **(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তিজাবুল লিবাস ৪১, ৩৯))** (৯) বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি বসে ইমামা বাঁধবে, কিংবা দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে তবে আল্লাহ পাক তাকে এমন রোগে আক্রান্ত করবেন যার কোন ঔষুধও নেই।

www.dawateislami.net

(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তিজাবুল লিবাস, ৪১, ৩৯) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুরহাউদ্দীন যারনুযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: পাগড়ী বসে পরিধান করা, কিংবা পায়জামা দাঁড়িয়ে পরিধান করা দারিদ্রতার কারণ। (তা'লিমুল মুতাল্লিম ১২৬, ৪৩) (১০) পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করুন কারণ এটা সুন্নাত উদাহরণ স্বরূপ যখন পরিধান করবেন তখন প্রথমে ডান আস্তিনের প্রবেশ করাবেন অতঃপর বাম হাত বাম হাতের আস্তিনে। (তা'লিমুল মুতাল্লিম, ১২৬, ৪৩) (১১) অনুরূপভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পা প্রবেশ করাবেন আর যখন খুলবেন তখন এর বিপরিত অর্থাৎ বাম দিক থেকে খুলতে আরম্ভ করবেন। (১২) বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৪০৯ এর মধ্যে: সুন্নাত হলো; আচলের দৈর্ঘ্য অর্ধ গোছা পর্যন্ত হওয়া আর আস্তিনের দৈর্ঘ্য বেশি থেকে বেশি আঙ্গুলের পূর্ণ পর্যন্ত আর প্রস্থ এক হওয়া। (রদ্দুল মুহতার ৯/৫৮৯) (১৩) সুন্নাত হলো; পুরুষের তেহবন্দ কিংবা পায়জামা টাখনুর উপর থাকবে। (মিরআত ৬/৯৪) (১৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলা মেয়েলী পোশাক পরিধান করবে। ছোট বাচ্চাদেরও এই বিষয়ের খেয়াল রাখবেন (অন্যথায় পরিধান করানো ব্যক্তি গুনাহগার হবে) হ্যাঁ! যে পোশাক নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়ে উভয় পরিধান করে আর তার মধ্যে কোন শরীয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই তবে উভয়ে পরিধান করতে পারবে। (১৫) বাহারে শরীয়াত" প্রথম খন্ডের ৪৮ পৃষ্ঠাতে রয়েছে: পুরুষের জন্য নাভির নিচ থেকে হাটু পর্যন্ত "চতর" অর্থাৎ সেটা গোপন করা ফরয। নাভি তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় আর হাটু অন্তর্ভূক্ত। (দুররে মুহতার, রদ্দুল মুহতার, ২/৯৩) এ যুগে অনেক লোক এমন আছে, যারা লুঙ্গি কিংবা পায়জামা এভাবে পরিধান করে

www.dawateislami.net

নাভির নিচে কিছু অংশ খোলা থাকে, যদি জামা ইত্যাদি এভাবে ঢাকা থাকে যেনো চামড়ার রং প্রকাশ না পায় তবে ভালো অন্যথায় হারাম আর নামাযে চতুর্থাংশ খোলা থাকে তবে নামায হবে না। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৪৮১)** ইহরাম পরিধানকৃত লোকদের তার মধ্যে কঠোর সতর্কতা প্রয়োজন। (১৬) আজ কাল অনেক লোক ব্যাপকভাবে মানুষের সামনে হাফ পেন্ট পরে ঘুরে বেড়ায় যার ফলে তাদের হাটু ও নাভি দৃষ্টিগোছর হয় এটা হারাম, এমন খোলা হাটু ও রানের দিকে দৃষ্টি করাও হারাম। বিশেষ করে খেলার মাঠে, ব্যায়াম করার সময় আর সমুদ্র সৈকতে এরূপ দৃশ্য বেশি দেখা যায়। অতএব এমন স্থানে যাওয়াতে দৃষ্টি হেফাযত অনেক জরুরী। (১৭) অহংকার স্বরূপ যে পোশাক পরিধান করা হয় সেটা মাকরুহ।

(বাহারে শরীয়াত ৩/৪০৯, রদ্দুল মুহতার ৯/৫৭৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ীর ২৫টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাতটি বাণী: (১) পাগড়ীর সাথে দু'রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন ৭০টি রাকাতের চেয়ে উত্তম। **(ফিরদৌস ২/২৬৫)** (২) আমাদের ও মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রতিটি প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য একটি করে নূর দান করা হবে।" **(আল জামেউস সগীর লিস সূয়ূতী, ৩৫৩/৫৭২৫)** (৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরণ করেন।" **(আল ফিরদৌস**

www.dawateislami.net

বিমাসুরিল খাত্তাব, ১/৫২৯) (৪) পাগড়ী সহকারে নামায আদায় করা দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ।" (প্রাগুক্ত, ২/৪০৬, হাদীস: ৩৮০৫ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২২০) (৫) পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমার সামান।" (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৩৭/৩৫৫) (৬) পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।" (কানযুল উম্মাল, ১/১৩৩, হাদীস: ৪১১৩৮) (৭) পাগড়ী পরিধান করো তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। (মুসতাদরিক, ৫/২৭২) হাদীসের ব্যাখ্যা: পাগড়ী পরিধান করার কারনে তোমাদের সম্মান (অর্থাৎ সহনশীলতা) বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের বক্ষ প্রশস্ত হবে কেননা প্রকাশ্য পোশাক উত্তম হওয়া ভদ্রতা ও পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেয় এবং আবেগ প্রবণ হওয়া নোংরা আচরণ থেকে বাঁচায়। (ফয়যুল কদির ১/৮০৯ হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৭০৫) (৮) বাহারে শরীয়াত" কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন। যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে আর বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন চিকিৎসা নেই। (৯) পাগড়ী বাঁধার পূর্বে থামুন আর ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন, যদি একটি ভালো নিয়্যত না থাকে, তাতে সাওয়াব অর্জিত হবে না। এ জন্য অন্তত এই নিয়্যত করে নিন: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য সুন্নাত পালনার্থে ইমামা (পাগড়ী) বাঁধছি। (১০) যথারীতি নিয়ম হলো: পাগড়ী প্রথম প্যাঁচটি মাথার ডান দিকে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৯৯) (১১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ীর শিম্‌লা প্রায়

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

পেছনের দিকেই (অর্থাৎ পিঠ মোবারকে) থাকতো। আবার কখনো কখনো ডান দিকে। কখনো দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি শিমলা থাকতো। শিমলাকে বাম দিকে রাখা সুন্নাতের পরিপন্থি। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩/৮২) (১২) পাগড়ীর শিমলার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙ্গুল ও (১৩) বেশি থেকে বেশি (অর্ধেক পিঠ পর্যন্ত প্রায়) এক হাত, মাঝখানের আঙ্গুলের আগা থেকে কুনুই পর্যন্ত পরিমাপকে এক হাত বলা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/ ১৮২) (১৪) পাগড়ী কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বাধুন। মিরাআত শরীফে বর্ণিত আচে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে বাধা সুন্নাত। মজিদে হোক বাইরে। (১৫) পাগড়ী যেনো আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাধাঁ যেনো গম্বুজের মতো হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৮৬) (১৬) রুমাল যদি বড় হয়, আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তা হলে সেটি পাগড়ী হয়ে গেলো। (১৭) পক্ষান্তরে ছোট রুমাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায়, সেটা বাধাঁ মাকরুহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/২৯৯) (১৮) পাগড়ী যখন নতুন বাঁধতে হয় তখন যেভাবে বেঁধেছেন ঐভাবে খুলবেন এক পার্শ্ব মাটিতে ফেলবেন না। (আলমগিরী, ৫/৩০০) (১৯) যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) ফেলে। পুনরায় বাঁধার নিয়্যত করলো। তা হলে একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২১৪) পাগড়ীর ৬টি ডাক্তারী উপকার রয়েছে: (১৮) যারা মাথা খোলা রাখে, তাদের চুলে গরম, ঠান্ডা, রোদ অন্যান্যা ক্ষতিকর বস্তু সরাসরি প্রভাবিত করে যার ফলে শুধু চুল নয় বরং মস্তিস্ক এবং চেহারায়

www.dawateislami.net

তার প্রভাব পড়ে এবং শরীরে ক্ষতি হয়, তাই সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে পাগড়ী বাধাঁর মধ্যে উভয় জগতের কল্যাণ রয়েছে। (১৯) ডাক্তারী গবেষণা অনুযায়ী মাথা ব্যথার জন্য ইমামা (পাগড়ী) শরীফ পরিধান করার অনেক উপকারীতা রয়েছে। (২০) পাগড়ী শরীফের মাধ্যমে মস্তিস্কে শক্তি যোগায় এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। (২১) পাগড়ী শরীফ বাঁধার ফলে দীর্ঘস্থায়ী সর্দি হয় না, হলেও তার প্রভাবে কম হয়। (২২) পাগড়ীর শিমলা দেহের নিম্নভাগের অর্ধাঙ্গ রোগ থেকে রক্ষা করে। কেননা, পাগড়ীর শিমলা হারাম মজ্জাকে মৌসূমী প্রভাব যেমন-ঠান্ডা, গরম ইত্যাদি হতে রক্ষা করে। (২৩) ডাক্তারী গবেষনা অনুযায়ী মাথা ব্যথার জন্য পাগড়ী অনেক উপকারী (২৪) পাগড়ীর কারণে মস্তিস্কে শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্মরণশক্তি মজবুত হয়। (২৫) শিমলা উন্মত্ততার আশংকা কমিয়ে দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আংটি সম্পর্কিত ১৯টি সুন্নাত ও আদব

(১) পুরুষের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা হারাম। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বর্ণের আংটি পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। **(বুখারী, ৪/৬৭, হাদীস: ৫৮৬৩)** (২) অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার পারানো হারাম। যে ব্যক্তি পরাবে, সে গুনাহগার হবে। অনুরূপ ছেলের হাতে পায়ে মেহেদী লাগাতে পারবে। কিন্তু ছেলেকে লাগালে গুনাহগার হবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৪২৮ দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৮)** (৩) লোহার অংটি জাহান্নামীদেরই

www.dawateislami.net

অলংকার। (তিরমিযী, ৩/৩০৫, হাদীস: ১৭৯২) (৪) পুরুষের জন্য সেরূপ আংটিই জায়েয যেগুলো (লেডিস ষ্টাইলের নয়) জেন্টস ষ্টাইলের। অর্থাৎ তা হবে কেবল এক পাথর বিশিষ্ট। আর যদি তাতে একের অধিক (কয়েকটি) পাথর থাকে, তাহলে তা রুপার হয়ে থাকলেও পুরুষদের জন্য নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৭) (৫) পাথর বিহীন আংটি পরিধান করা নাজায়েয, কেননা এটি কোন আংটি নয়, বরং রিংই। (৬) হুরুফে মুকাত্তাআত-খুদিত (পবিত্র কুরআন শরীফের বিভিন্ন সূরায় প্রারম্ভে বিভিন্ন বর্ণ খুদিত) আংটি ব্যবহার করা জায়েয। কিন্তু হুরুফে মাকাত্তাআত খুদিত আংটি অযুবিহীন অবস্থায় পরিধান করা, স্পর্শ করা অথবা মুসাফাহাকালে হাত মিলানো ব্যক্তিটির এই আংটিখানা অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ হয়ে যাওয়া জায়েয নেই। (৭) অনুরূপ পুরুষদের জন্য একাধিক (জায়েয) আংটি পরিধান করা কিংবা (একাধিক) রিং পরিধান করা নাজায়েয। কেননা রিংটি আংটি নয়। মহিলারা রিং পরতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত ৩/৪৬৮) (৮) এক পাথর বিশিষ্ট রুপার একটি আংটি যদি সাড়ে চার মাশা বা ৪ গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম হতে কম ওজনের হয়ে থাকে তাহলে সেটি পরিধান করা জায়েয। যদিও তা মোহরের প্রয়োজনে না হয়ে থাকে। কিন্তু তা পরিহার করা (অর্থাৎ যার ষ্টাম্পের প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে জায়েয আংটিও পরিধান না করাই) উত্তম। আর (যাকে আংটি দিয়ে ছাপ দিতে হয় অর্থাৎ আংটিকে মোহর হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, তার পক্ষে) মোহরের প্রয়োজনে কেবল জায়েযই নয় বরং সুন্নাত। অবশ্যই অহংকার প্রদর্শনের জন্য কিংবা মেয়েদের মতো টিপটাপ ষ্টাইলের অথবা অন্য কোন ঘৃনিত উদ্দেশ্য একটি

www.dawateislami.net

আংটিই বা কেন, এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে তো স্বাভাবিক কাপড়-চোপড় পরিধান করাও নাজায়েয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/ ১৪১) (৯) দুই ঈদে আংটি পরিধান করা মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭, ৭৮০) (১০) আংটি পরিধান করা কেবল তাদের জন্যই সুন্নাত, যাদের মোহর করার প্রয়োজন রয়েছে (অর্থাৎ ষ্টাম্প হিসাবে ব্যবহার করার)। যেমন, সুলতান, কাজী, আলিম-ওলামা যাঁরা ফতোওয়ার মোহর ব্যবহার করেন। এরা ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য যাদের মোহরের প্রয়োজন নেই, তাদের জন্য সুন্নাত নয়। অবশ্য পরিধান করা জায়েয। (আলমগিরী, ৫/৩৩৫) বর্তমানে অবশ্য আংটির মাধ্যমে মোহর করার প্রচলন আর নেই। বরং এ কাজের জন্য ষ্টাম্পই তৈরি করা হয়ে থাকে। সুতরাং আংটির মাধ্যমে যাদের মোহর করার প্রয়োজন আর নেই, সেসব কাজী ইত্যাদির জন্যও আংটি পরিধান করা আর সুন্নাত রইল না। (১১) পুরুষেরা আংটির পাথর হাতের তালুর দিকে করে রাখবে আর মহিলারা রাখবে হাতের পিঠের দিকে করে। (আল হিদায়া, ৪/৩৬৭) (১২) রুপার রিং বিশেষ করে মহিলাদেরই অলংকার। পুরুষদের পক্ষে মাকরুহ (তাহরীমি, নাজায়েয ও গুনাহ)। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৩০) (১৩) মহিলারা স্বর্ণের বা রুপার যত খুশি আংটি এবং রিং ব্যবহার করতে পারবে। এতে ওজন বা পাথরের সংখ্যার কোন নির্দিষ্টতা নেই। (১৪) লোহার আংটির উপর রুপার খোল চড়িয়ে দেওয়াতে লোহা মোটেই দেখা যাচ্ছে না, এমন আংটি পরিধান করা পুরুষ বা নারী কারো জন্য নিষেধ নয়। (আলমগিরী, ৫/৩৩৫) (১৫) উভয় হাতের যে কোন হাতেই আংটি পরিধান করতে পারবে তবে কনিষ্ঠা আঙ্গুলে পরবে। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৯৬) (১৬) মান্নতের কিংবা ফুঁক দেওয়া

www.dawateislami.net

ধাতুর (METAL) তৈরি চেইন পুরুষের জন্য পরিধান করা নাজায়েয ও গুনাহ। অনুরূপ ভাবে। (১৭) মদীনা মুনাওয়ারা কিংবা আজমীর শরীফের রুপার অথবা অন্য যেকোন ধাতুর রিং এবং ষ্টাইল করে তৈরি করা আংটি পরাও জায়েয নেই। (১৮) জ্বীন ধরা, ভূতে ধরা কিংবা অন্য যেকোন রোগের জন্য রুপাও জায়েয নেই। (১৯) যদি কোন ইসলামী ভাই ধাতুর তৈরি চেইন, রিং, নাজায়েয আংটি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে তা এক্ষুনি ফেলে দিয়ে তাওবা করে নিন। আর আগামীতে না পরার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন। তাছাড়া অন্যান্য ইসলামী ভাইকেও তা পরতে নিষেধ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আকীকার ২৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ছেলে নিজের আকীকার মধ্যে বন্ধক, সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে প্রাণী যবেহ করা হয় এবং তার নাম রাখা হয় ও তার মাথা মুন্ডানো হয়। (তিরমিযী, ৩/১৭৭, হাদীস: ১৫২৮) বন্ধক হওয়ার অর্থ হলো; তার থেকে পরিপূর্ণ উপকার অর্জন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আকীকা করা না হয় এবং কতিপয় মুহাদ্দীসগণ বলেন: বাচ্চার নিরাপত্তা ও তাকে লালন-পালন এবং তার মধ্যে উত্তম গুণাবলী হওয়া আকীকার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৪) (২) বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়াতে যে প্রাণী যবেহ করা হয় সেটাকে আকীকা বলে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (৩) যখন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় তখন মুস্তাহাব হলো;

www.dawateislami.net

তার কানে আযান ও ইকামত বলবে। আযান দেওয়ার কারণে اِنْ شَآءَ الله বিপদ-আপদ দূর হয়ে যাবে। (৪) উত্তম হলো; ডান কানে চারবার আযান ও বাম কানে তিনবার ইকামত বলা। (৫) অনেক এলাকাতে এটা প্রচলন আছে, ছেলে ভূমিষ্ট হলে আযান দেয় আর মেয়ে ভূমিষ্ট হলে আযান দেয়না। এটা উচিত নয় বরং মেয়ে ভূমিষ্ট হলে তখনও আযান ও ইকামত বলবেন। (৬) সপ্তম দিনে তার নাম রাখা হবে আর তার মাথা মুন্ডানো হবে আর মাথা মুন্ডানোর সময় আকীকা করা হবে। আর চুলের ওজন করে ততটুকু রূপা কিংবা স্বর্ণ সদকা করা হবে। **(বাহরে শরীয়াত, ৩/৫৭)** (৭) ছেলের আকীকাতে দুইটি ছাগল আর মেয়ের আকীকাতে একটি ছাগী যবেহ করা হবে অর্থাৎ ছেলের সময় নর প্রাণী আর মেয়ের সময় মাদী উত্তম। আর ছেলের আকীকাতে মাদী ছাগল আর মেয়ের আকীকার সময় নর হয় তখনও সমস্যা নেই। **(বাহরে শরীয়াত, হাদীসঃ ৩/৫৮)** (৮) (ছেলের জন্য দুইটি) সামর্থ্য না থাকলে তবে একটাই যথেষ্ট। **(বাহরে শরীত, হাদীসঃ ৩/৩৫৮)** (৯) কুরবানীর উট ইত্যাদিতেও আকীকার অংশ হতে পারবে। (১০) আকিকা ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র পছন্দনীয় সুন্নাত। ছেড়ে দেওয়া গুনাহ নয়, (কেউ যদি সামর্থ্য রাখে তার অবশ্যই করা উচিত, না করলে গুনাহগার হবে না। অবশ্যই সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে) গরীব লোকদের জন্য সুদের উপর ঋণ নিয়ে আকীকা করা কখনো জায়েয নেই। **(ইসলামী জিন্দেগী থেকে সংগৃহিত, ২৭)** (১১) বাচ্চা যদি সপ্তম দিনের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করলো তবে তার আকীকা না করার কারণে কোন প্রভাব তার শাফাআত ইত্যাদির উপর পড়বে না, কারণ সে আকীকার সময় আসার

www.dawateislami.net

পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেলো। হ্যাঁ! তবে যে বাচ্চার আকীকার সময় পেলো অর্থাৎ সাতদিন হয়ে গলো এবং অপারগ ব্যতিত সামর্থ্য থাকার সত্ত্বেও তার আকীকা করলো না তার জন্য এটা আসলো যে, সে নিজের মাতা-পিতার জন্য শাফাআত করবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৬) (১২) আকীকা জন্মের সপ্তম দিনে সুন্নাত আর এটাই উত্তম, অন্যথায় চতুর্দশ, না হয় একুশতম দিন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৬) আর যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে যখন চায় করতে পারবে, আর সুন্নাতও আদায় হয়ে যাবে। (বাহরে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (১৩) যার আকীকা করা না হয় সে যৌবনে, এবং বৃদ্ধাকালেও নিজের আকীকা করতে পারবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৮৮) যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নবুয়ত ঘোষণার পর নিজেই নিজের আকীকা করলেন। (মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, ৪/২৫৪, হাদীস: ২১৭৪) (১৪) কতিপয় উলামগণ এটা বললো: সপ্তম দিন কিংবা চতুর্দশ দিন বা একুশতম দিন অর্থাৎ সাতদিনের দিকে লক্ষ্য রাখা এটা উত্তম। সেটা স্মরণ না থাকলে যে দিন বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় সে দিনটি স্বরণ রাখবে তার একদিন পূর্বের দিনটি যখন আসবে, তখন তা সপ্তম দিন হবে, উদাহরণ স্বরূপ যদি জুমার দিন (শুক্রবার) ভূমিষ্ট হয় তাহলে পরের বৃহস্পতিবার এবং যদি শনিবার জন্ম হয়, তবে পরের জুমার দিন (শুক্রবার) হবে সপ্তম দিন। প্রথম পদ্ধতিতে বৃহস্পতিবার এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যেই জুমার দিন (শুক্রবার) আকীকা করবে, এতে এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে তাতে অবশ্যই সপ্তম দিনের সংখ্যা আসবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৬৫) (১৫) বাচ্চার মাথা মুন্ডার পর মাথাতে জাফরন লাগিয়ে দেওয়া উত্তম। (বাহরে শরীয়াত, ৩/৫৬)

www.dawateislami.net

(১৬) উত্তম হলো; আকীকার প্রাণীর হাঁড় ভাঙ্গবেন না বরং হাড় থেকে মাংস নামিয়ে নিবে এটা বাচ্চার নিরাপত্তার ভালো লক্ষণ আর হাড় ভেঙ্গে ফেলে তারপরও কোন সমস্যা নেই। মাংস যেভাবে চাই রান্না করতে পারবে তবে মিষ্টি মাংস রান্না করা হয় তবে বাচ্চার চরিত্র উত্তম হওয়ার লক্ষণ। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭)** (১৭) মিষ্টি মাংস রান্না করার দুটি পদ্ধতি: (১) এককেজি মাংস, আধা কেজি মিষ্টি, সাতটি ছোট এলাচি, ৫০ গ্রাম বাদাম, প্রয়োজন মত ঘি কিংবা তেল সব মিশিয়ে রান্না করে নিন, রান্না করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী চিনি দিবে। সৌন্দর্যের জন্য গাজর চিকন চিকন করে কিসমিস ইত্যাদিও দিতে পারবেন। (২) এককেজি মাংসতে আধা কেজি চিনি দিয়ে প্রয়োজন মত রান্না করে নিন। (১৮) জনসাধারণের মধ্যে এটা প্রসিদ্ধ আছে: আকীকার মাংস বাচ্চার মা বাবা ও দাদা দাদী, নানা নানী খাবেনা এটা কেবল ভূল তার কোন ভিত্তি নেই। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭)** (১৯) সেই চামড়ার ঐ হুকুম যার কুরবানীর চামড়ার হুকুমে রয়েছে যে, নিজের ব্যবহারের জন্য নিবে কিংবা মিসকিনকে দিয়ে দিবে অথবা অন্য কোন নেকীর কাজে মসজিদ কিংবা মাদরাসাতে ব্যয় করবে। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬)** (২০) আকীকার প্রাণী সেই শর্তসমূহের সাথে হওয়া উচিত যেমনি কুরবানীর জন্য হয়ে থাকে। সেটার মাংস ফকির মিসকিনদের এবং নিকটতম বন্ধু ও প্রিয় জনকে বন্টন করে দেওয়া অথবা রান্না করে দিয়ে দেওয়া অথবা তাদের যিয়াফত কিংবা দাওয়াত খাওয়ায়ে দেওয়া এসব অবস্থা জায়েয। **(বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭)** (২১) (আকীকার মাংস) চিল, কাককে খাওয়ানো কোন ভিত্তি রাখে না,

www.dawateislami.net

এগুলো (অর্থাৎ চিল, কাক) ফাসেক। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯০)** (২২) আকীকা জন্মের শুকরিয়ার উদ্দেশ্যে অতএব মৃত্যুর পর আকীকা হতে পারে না। (২৩) ছেলের আকীকাতে যদি বাবা যবেহ করে তবে দোয়া এভাবে পড়বে:

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ, اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَاءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

فُلَانٍ অমুকের স্থানে এ সন্তানের যে নাম হয় তা হবে, আর মেয়ে সন্তান হলে উভয় স্থানে اِبْنِىْ এর জায়গায় بِنْتِىْ এবং ہٖ আছে সেখানে هَا হবে। যদি (পিতা ছাড়া) অন্য ব্যক্তি জবাই করে তখন উভয় স্থানে اِبْنِىْ فُلَان অথবা بِنْتِىْ فُلَان এর স্থানে فُلَان اِبْنِ فُلَان অথবা فُلَانَه بِنْتِ فُلَانَه বলবে। সন্তানকে তার পিতার দিকে সম্পর্কিত করবে। **(মুলাহিয আয ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৮৫)** (২৪) যদি দোয়া মুখস্থ না থাকে তবে দোয়া পড়া ব্যতিত অন্তরে এই ধারণা রাখবে যে, এটা অমুকের ছেলে কিংবা অমুকের মেয়ে, بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়ে যবেহ করবে আকীকা হয়ে যাবে, আকীকার জন্য দোয়া পড়া জরুরী নয়। **(জান্নাতী যিওয়ার, ৩২৩)** (২৫) আজ কাল অধিকাংশ আকীকার জন্য দাওয়াতের ব্যবস্থা করে গরীব ও আত্মীয়স্বজনকে আমন্ত্রণ করা হয় সেটা উত্তম কাজ এবং অংশগ্রহণকারীগণ বাচ্চাদের জন্য তোহফা উপহার ইত্যাদি নিয়ে আসেন এটাও ভালো কাজ। তবে এখানে কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে: যদি মেহমান উপহার না আনে তবে অনেক সময় অতিথি-সেবক কিংবা তার

www.dawateislami.net

পরিবারগণ মেহমানের সমলোচনাতে পড়ে যায়, সুতরাং যেখানে নিশ্চিতভাবে অথবা অধিকাংশ এমন পরিস্থিতি বিরাজ করে, সেখানে মেহমানের উচিত যে অপারগতা ব্যতিত যেনো না যায়, প্রয়োজনে যাবে আর উপহার নিয়ে গেলে কোন সমস্যা নেই। আর অতিথি-সেবক এ নিয়্যতে গ্রহণ করলো; যদি মেহমান উপহার না নিতো তবে তিনি সে মেহমানকে মন্দ বলবে কিংবা বিশেষ কোন নিয়্যত নেই কিন্তু সে মেহমান-সেবকের এমন অভ্যাস তো যেখানে তার (অর্থাৎ মেহমান-সেবকের) নিশ্চিত ধারণা হয় যে গ্রহণকারী এভাবে অর্থাৎ (মেহমান-সেবক) অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য গ্রহণ করলো এখন গ্রহণ কারী গুনাহগার হবে আর জাহান্নামের আযাবের উপযোগী এবং এই উপহার তার জন্য ঘুষ। হ্যাঁ, যদি মন্দ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য না থাকে আর তার এমনিতে মন্দ অভ্যাস থাকে তো উপহার গ্রহণ করাতে কোন সমস্যা নেই।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাম রাখার ১৮টি সুন্নাত ও আদব

(১) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: {১} ভালো নামে নাম রাখুন। (ফিরদৌস, ২/৫৮, হাদীস: ২৩২৯) {২} কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের মাতা-পিতার নাম ধরে আহবান করবে অতএব নিজের উত্তম নাম রাখো। (আবু দাউদ, ৪/৩৮৪, হাদীস: ৪৯৪৮) (২) হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বাচ্চার উত্তম নাম রাখবেন, হিন্দুস্থানে অনেক লোকের এমন নাম রয়েছে যেগুলোর কোন

www.dawateislami.net

অর্থই নেই অথবা তাদের মন্দ অর্থ রয়েছে এমন নাম থেকে বিরত থাকুন। আম্বিয়া عَلَيْهِ السَّلَام পবিত্র নাম এবং সাহাবা ও তাবেয়ীন ও বুযুর্গদের নামে নাম রাখা উত্তম, আশা করা যায় যে, সে নামের বরকতে বাচ্চার মঙ্গল হবে। (রদ্দুল মুখতার, ৩/১৫৪, বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪১) (৩) বাচ্চা জীবিত ভূমিষ্ট হলো কিংবা মৃত তার সম্পূর্ণ শরীর অথবা অসম্পূর্ণ শরীরে হলো অতএব তার নাম রাখা হবে এবং কিয়ামতের দিন তার হাশর হবে (অর্থাৎ তাকে উঠানো হবে) বুঝা গেলো, যে ছোট বাচ্চা ওফাত হয়ে যায় তার নামও রাখা হবে। যেমনকি দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা "সন্তানের হক" ১২ পৃষ্ঠাতে রয়েছে: নাম রাখা হবে এমনকি যে ছোট বাচ্চাও যে স্বল্প দিনে গর্ভপাত হয় অন্যতায় সে আল্লাহ পাকের নিকট অভিযোগ করবে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: গর্ভপাত হওয়া বাচ্চাদের নাম রাখো, কেননা আল্লাহ পাক তাদের মাধ্যমে আমলের পাল্লা ভারী করবেন। (ফিরদৌস, ২/৩০৮, হাদীস: ৩৩৯২) মুহাম্মদ নাম রাখা সম্পর্কে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: {১} যার ছেলে ভূমিষ্ট হবে আর সেই আমার মুহাব্বতে ও আমার নামের বরকত অর্জন করার জন্য তার নাম মুহাম্মদ রাখবে সেই ব্যক্তি ও তার ছেলে উভয় জান্নাতে যাবে। (জামিউল জাওয়ামি, ৭/২৯৫, হাদীস: ২৩২৫৫) {২} কিয়ামতের দিন দুই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সামনে দন্ডায়মান হবে, নির্দেশ হবে: তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাও। আরজ করা হবে: হে আল্লাহ পাক! আমরা কোন আমলের কারণে জান্নাতের হকদার হলাম? আমরা তো জান্নাতের কোন কাজ করেনি! ইরশাদ করবেন: জান্নাতে যাও: আমি

www.dawateislami.net

অঙ্গীকার করেছি যে, যার নাম আহমদ কিংবা মুহাম্মদ হবে সেই দোযখে যাবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৬৭৮, ফেরদৌস, ২/৩০৫, হাদীস: ৯০০৬) {৩} তোমাদের মধ্যে কার কি ক্ষতি? যদি তার ঘরে একজন মুহাম্মদ কিংবা দু'জন মুহাম্মদ বা তিনজন মুহাম্মদ থাকে। (তবকাতুল কুবরা লিবনে সাদ, ৫/৪০) এই হাদীসে পাক বর্ণনা করার পর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যা লিখেছেন তার সারাংশ: এই জন্য আমি আমার সব ছেলে, ভাতিজাদের আকীকাতে কেবল মুহাম্মদ নাম রাখলাম অতঃপর নামের আদব রক্ষার্থে এবং বাচ্চাদের যেনো চিনা যায় সে জন্য প্রচলন স্বরূপ (অর্থাৎ আহবান করার জন্য) পৃথক করলাম। بِحَمْدِ اللهِ পাচঁ মুহাম্মদ এখনো পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু পাচেঁর অধিক ওফাত হয়ে গেছে। (ফতোওয়া রযবিয়া, ২৪/৬৮৯) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্ম বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের, পিতার ও দাদাজানের নাম মুহাম্মদ ছিলো অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ। হযরত আয়মান আবুল বারকাত বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সে মহান ব্যক্তি যার বংশের ধারাতে টানা ১৪ প্রজন্মের পূর্বপুরুষের নাম মুহাম্মদ ছিলো। (দররুল কমানাত, ১/৪৩১ রকমুল তারজুমা, ১১৩৪) (৫) মুহাম্মদের নামের বরকত: বর্ণিত আছে: কিছু লোক কোন বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হয়, আর তার মধ্যে মুহাম্মদ নামের কোন ব্যক্তিও থাকে আর তারা তার কাছ থেকে পরামর্শ চায় না, তবে তাদের সে কাজে পরিপূর্ণ সফলতা হতে পারবে না। (হাশিয়াতুল হাফনা আলা জামিউস সগীর, ১/১৪৯) (৬) ছেলে সন্তানের জন্য আমল: তাবেয়ী বুযুর্গ ইমাম আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে চাই যে তার স্ত্রীর গর্ভে ছেলে সন্তান হোক, তার উচিত নিজের হাত গর্ভবর্তী

www.dawateislami.net

স্ত্রীর পেঠের উপর রেখে বলবে: যদি ছেলে হয়ে তার নাম মুহাম্মদ রাখলাম, اِنْ شَآءَ الله ছেলেই হবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৬৯০)** (৭) আজ কাল مَعَاذَ الله নাম বিকৃত করার মন্দ প্রচলন রয়েছে আর মুহাম্মদের নামতো বিকৃত করা তো এটা খুব বেদনাদায়ক। সুতরাং প্রত্যেক পুরুষের নাম মুহাম্মদ কিংবা আহমদ রেখে নিন আর আহবান করার জন্য বুযুর্গদের নামের মধ্যে হতে কোন সহজ শব্দ বিশিষ্ট নাম রাখুন। (৮) জিব্রাঈল ও মিকাইল ইত্যাদি নাম রাখবেন না। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ফেরেশতাদের নামে নাম রেখো না। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৩৯৪, হাদীস: ৮৬৩৬)** (৯) মুহাম্মদ নবী, আহমদ নবী, নবী মুহাম্মদ নাম রাখা হারাম। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৬৭৭)** (১০) যখনই নাম রাখবেন সুন্নী আলেম থেকে তার অর্থ জিজ্ঞাসা করে নিন, যে নামের অর্থ মন্দ সে নামগুলো রাখবেন না। উদাহরণ স্বরূপ গফুরউদ্দীন অর্থ: দ্বীনকে বিলুপ্ত কারী, এমন রাখা খুবই মন্দ। মন্দ নামের মন্দ প্রভাব ফেলে যেমন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মন্দ নামের মারাত্মক প্রভাব আমার চোখে দেখেছি, শেষ বয়সে ভলো সুন্নি চেহারা বিশিষ্ট "দ্বীন গোপন ও অন্যয় প্রচেষ্টা" (অর্থাৎ দ্বীন গোপনকারী ও বাতিলের জন্য চেষ্টাকারী) হতে দেখেছি। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৩/৩০৬)** (১১) নামের প্রভাব ভবিষ্যত প্রজন্মেরও আসতে পারে, "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৬০১ পৃষ্ঠার মধ্যে হাদীস নম্বর ২১" সহীহ বুখারীতে" সাইদ বিন মুসাইব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: আমার দাদা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার নাম কি?" তিনি বললেন: হুযন। ইরশাদ

www.dawateislami.net

করলেন: তুমি সাহল। অর্থাৎ তোমার নাম "সাহল" রাখো কারণ এর অর্থ সহজতা আর "হুযন" কঠোরতাকে বলে। তিনি বললেন: যে নাম আমার বাবা রেখেছে সেটা পরিবর্তন করবো না। সাইদ বিন মুসায়ব বলেন: এর ফলাফল হলো: আমরা মধ্যে এখনো পর্যন্ত সে কঠোরতা পাওয়া যায়। (বুখারী, ৪/১৫৩, হাদীস: ৬১৯৩) (১২) ইয়াসিন বা তাহা নাম রাখা নিষেধ। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৬৮০) মুহাম্মদ ইয়াসিনও রেখো না, তবে চাইলে গোলাম ইয়াসিন ও গোলাম তাহা নাম রেখে নিন। (১৩) বাহারে শরীয়াত ১৫তম খন্ডের বর্ণিত রয়েছে: আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান অনেক উত্তম নাম কিন্তু এ যুগে এটা অনেক দেখা যায়, কেননা আব্দুর রহমানের পরিবর্তে ঐ ব্যক্তিকে অনেক লোক রহমান বলে আহবান করে। আর আল্লাহ ব্যতিত কেউকে রহমান বলা হারাম। এভাবে আব্দুল খালিককে খালিক ও আব্দুল মাবুদকে মাবুদ বলা এ প্রকারের নামে এমন নাজায়েয সম্পাদন কখনো করো না। অনুরূপ এধরণের অনেক নামে তাসগীর (অর্থাৎ ছোট করার) প্রচলন রয়েছে অর্থাৎ নাম এভাবে বিগড়ে দেয় যার ফলে অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় আর এমন নামকে কখনো ছোট করবেন না সুতরাং যেখানে এটা ধারণা হয় যে এই নাম রাখা হলে ছোট করা হবে তবে অন্য নাম রাখবেন। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬) (১৪) যে সমস্ত নাম মন্দ সেগুলো পরিবর্তন করে উত্তম নাম রাখা উচিত কারণ নিজ উম্মতের দরদী, প্রিয় নবী, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মন্দ নামকে পরিবর্তন করে দিতো। (তিরমিযী, ৪/৩৮৬, হাদীস: ২৮৪৮) এক মহিলার নাম "আসিয়াহ" (অর্থাৎ গুনাহগার) ছিলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নামকে পরিবর্তন করে জামিলা রাখলেন। (মুসলিম, ১১৮১, হাদীস: ২১৩৯)

www.dawateislami.net

(১৫) এমন নাম নিষেধ যার মধ্যে নিজের মুখে নিজেকে উত্তম বলা অর্থাৎ "নিজের মুখে উত্তম" বলা পাওয়া যায়। ২৭ পারা সূরা নাজাম আয়াত ৩২ ইরশাদ করেন: فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র পরিচ্ছন বলো না: তিনি ভালোভাবে জানেন যারা খোদভীরু। (পারা ২৭ সূরা নাজম, ৩২) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফুসূলে ইমাদীর সনদে লিখেছেন: কেউ এ নামে নাম রাখিয়েন না যার মধ্যে প্রশংসা হয় অর্থাৎ নিজের বড়ায় ও প্রশংসার প্রতীক হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২৪/৬৮৪) মুসলিম শরীফে রয়েছে: নবী করীম "বাররা" অর্থাৎ নেকবর্তী মহিলার নাম পরিবর্তন করে" যয়নব রাখলেন" আর ইরশাদ করলেন: "নিজেকে উত্তম মনে করো না। আল্লাহ পাক ভালো জানেন যে তোমাদের মধ্যে হতে কে সৎ।" (মুসলিম, ১১৮৬, হাদীস: ২১৪২) (১৬) এমন নাম রাখা জায়েয নয় যা অমুসলিমের জন্য নির্দিষ্ট। ফতোওয়ায়ে রযবিয়া ১৪তম খন্ডের ৬৬৩-৬৬৪তে রয়েছে: নামের একটি প্রকার কাফেরদের নির্দিষ্ট রয়েছে। জিরজিস, পতরুস, ইউহান্না সুতরাং এ প্রকারের নাম মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই। কেননা তার মধ্যে কাফেরের সাথে সাদৃশ্য পাওয়া যায়। واللہ تعالیٰ اعلم۔ (১৭) গোলাম মুহাম্মদ ও আহমদ জান নাম রাখা জায়েয কিন্তু উত্তম হলো; গোলাম কিংবা জান ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করবেন না। যেনো মুহাম্মদ ও আহমদের নামের ফযীলত হাদীসে মোবারকাতে বর্ণিত রয়েছে: সেটা অর্জন হয়। (১৮) গোলাম রাসূল, গোলাম সিদ্দিক, গোলাম আলী, গোলাম হুসাইন, গোলাম গাউস, গোলাম রেযা রাখা জায়েয।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সফরের ৩৫টি সুন্নাত ও আদব

(১) শরয়ী মুসাফির ঐ ব্যক্তি, যে নিজ বাসস্থান থেকে তিন দিনের দূরত্ব পর্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা পোষন করে যেমন শহর কিংবা গ্রাম থেকে বাহির হয়ে গেলো। স্থলপথে তিন দিনের দূরত্ব দ্বারা উদ্দেশ্য সাড়ে সাতান্ন মাইল (অর্থাৎ প্রায় ৯২ কিলোমিটার) এর দূরত্ব। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০০)** (২) শরয়ী সফরকারীর জন্য জরুরী হলো সেই সফরের মাসআলা শিখে নেয়া। (মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা মুসাফিরের নাম" অধ্যয়ন উপকার হবে।) (৩) বুখারী শরীফ রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাবুক যুদ্ধের জন্য জুমার দিনে যাত্রা করেন আর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জুমার দিনে যাত্রা পছন্দ করতেন। **(বুখারী, ২/২৯৬, হাদীস: ২৯৫)** (৪) যখন সফর করতে হয় তখন উত্তম হলো; সোমবার, শুক্রবার কিংবা শনিবারে যাত্রা করা। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০০)** (৫) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা জুবাইর বিন মুতয়ীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সফরের মধ্যে নিজের সঙ্গিদের সাথে বেশি খুশিমনে থাকার জন্য এই ওযীফা পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন: (১) সূরা কাফিরুন। (২) সূরা নসর (৩) সূরা ইখলাস (৪) সূরা ফালাক (৫) সূরা নাস। প্রত্যেক সূরা একবার করে প্রতিবারে শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং সর্বশেষেও একবার بِسْمِ اللهِ সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। (এভাবে পাচঁটি সূরা হবে আর بِسْمِ اللهِ শরীফ ছয়বার হবে) সায়্যিদুনা জুবাইর বিন মুতায়ীম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি এমনিতে সম্পদ শালী ছিলাম কিন্তু যখন সফর করতাম তখন সঙ্গিদের সম্পদে ঘাটতি হয়ে যেতো, বর্ণনাকৃত সূরা

www.dawateislami.net

সর্বদা পড়া আরম্ভ করলাম সেগুলোর বরকতে পূনরাই আসা পর্যন্ত সুখময় এবং সম্পদ শালী থাকতাম। (আবু ইয়ালা, ৬/২৬৫) (৬) সফর শুরু করার সময় সকল আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করুন এবং নিজের ভূলের ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং এখন তাদের উপর আবশ্যক যে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেয়া। (বাহারে শরীয়াত, ১/১০৫১) (৭) সফরের পোশাক পরিধান করে চার রাকাত নফল اَلْحَمْدُ ও قُلْ هُوَاللهُ দিয়ে পড়ে বাহিরে বের হবে। সেই পূনরাই আসা পর্যন্ত সেই রাকাত তার পরিবারের ও ধনসম্পদের দেখাশোনা করবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/১০৫২) (৮) দুই রাকাতও পড়তে পারবেন, হাদীসে পাকে রয়েছে: কেউ নিজের পরিবারের নিকট সেই উভয় রাকাত থেকে উত্তম কিছু রেখে যায়নি, যে সফরের উদ্দেশ্য তাদের নিকট পড়বে। (মুসান্নিফ ইবনে আবি শুয়াইবা, ১/৫২৯) (৯) সফরে তিনজন কিংবা তার চেয়ে বেশি হয় তবে ইসলামী ভাইদের মধ্যে হতে একজনকে "আমীর" বানিয়ে নিন কারণ এটা সুন্নাত। যেমনকি হাদীসে পাকে রয়েছে: যখন তিন ব্যক্তি সফর করবে তখন একজনকে আমীর বানিয়ে নিন। (আবু দাউদ, ৩/৫১, হাদীস: ২৬০৯) (১০) তার মধ্যে (আমীর বানানোর ফলে কাজের ব্যবস্থা থাকে, সরদার (অর্থাৎ আমীর) তাকে বানাবেন যার চরিত্র উত্তম (অর্থাৎ সৎচরিত্রবান) জ্ঞানী, সরদার অর্থাৎ আমীরের উচিত আরাম আয়েশকে প্রাধান্য দিবে (অর্থাৎ নিজের আরামের পরিবর্তে সঙ্গিদের আরামকে বেশি গুরুত্ব দিবে) (বাহারে শরীয়াত, ১/১০৫২) (১১) আয়না, সূরমা, চিরুনী, মিসওয়াক সাথে রাখবেন এটা সুন্নাত। (বাহারে শরীয়াত, ১/১০৫২) (১২) আলা হযরতের পিতা, মাওলানা মুফতী নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তিনি অর্থাৎ নবী করীম, রউফুর

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সফরে: {১} মিসওয়াক এবং {২} সূরমাদানী এবং {৩} আয়না ও {৪} চিরুনী {৫} কাঁচি এবং {৬} সূই {৭} সূতা নিজের সাথে রাখতেন। **(আনওয়ারু জামালে মুস্তফা, ১৬০)** একটি অন্য রেওয়াতে রয়েছে {৮} "তেলের" শব্দও নকল করেছেন। **(সুবলুল হুদা, ৮/৩৪৮)** (১৩) অন্তরে আল্লাহ পাকের যিকির অব্যাহত রাখুন কারণ ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবেন, অন্যথায় অনর্থক কথাবার্তার ফলে শয়তানের সঙ্গি হবেন। **(ফতোওয়ায়ে রযবিয়া মুখরজা, ১/৭৬৯)** (১৪) যদি শত্রু বা ডাকাতের ভয় হয় তবে সূরা "لِاِیْلٰف" (সম্পূর্ণ সূরা) পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله প্রত্যেক প্রকারের বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবেন। এই আমল পরিক্ষিত। **(হুসনুল হুসাইন, ৮০, ৮৯)** (১৫) সফর হোক বা অবস্থানরত হোক যখনই কোন দুঃখ কিংবা বিপদের সম্মুখিন হতে হয় حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل۔ এবং لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ অধিক হারে পাঠ করুন। **(অনুবাদ: গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি এবং নেকী করার সামর্থ্য আল্লাহ পাকেরই পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।)** اِنْ شَآءَ الله মুশকিল আসান হবে। (১৬) সফরের সময় আরোহীগণ আরোহণ করতে গিয়ে "اَللهُ اَكْبَر" এবং উপর থেকে নিচে নামার সময় سُبْحَانَ الله পড়তে থাকুন। (১৭) যদি কোন ব্যক্তি সফরে যাচ্ছে তবে তার সাথে মুসাফাহা করুন অর্থাৎ হাত মিলান এবং তার জন্য এই দোয়া করুন: اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ, وَ اَمَانَتَكَ, وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ **অনুবাদ: আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমলের শেষ মূহুর্তকে আল্লাহ পাকের নিকট সৌপর্দ করছি।)** **(ইবনে মাজাহ, ৩/৩৭২, হাদীস: ২৭২৫)** (১৮) মুকিমের জন্য (যে ব্যক্তি মুসাফির নয় তার জন্য) মুসাফির এই দোয়া পাঠ করবেন। اَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الَّذِیْ لَا يُضِيْعُ وَدَائِعَهٗ۔

www.dawateislami.net

(অনুবাদ: আমি তোমাকে আল্লাহ পাকের নিকট সৌপর্দ করছি যিনি সৌপর্দকৃত আমানত নষ্ট করেন না।) (১৯) গন্তব্যে (তথা রাস্তায় যেখানে থামতে হয়) অবতরণ করা সময় এই দোয়া পাঠ করুন: اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ۔ **অনুবাদ: আমি আল্লাহ পাকের নিকট পরিপূর্ণ বাক্যের উসিলায় সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চায়। প্রত্যেক ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারবেন।** (তাইসির, ১/২২৮) (২০) মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, অতএব নিজের জন্য ও নিজের মা-বার, সন্তান-সন্ততির জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন। (২১) সফরে কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে গেলো কিংবা বেহুশ হয়ে গেলো তবে তার সঙ্গি প্রয়োজন তার কাছ থেকে সম্পদ অনুমতি ব্যতিত খরচ করতে পারবে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১/৫৬১) (২২) মুসাফিরের জন্য ওয়াজিব হলো; নামাজ কসর করবে। অর্থাৎ চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকাত পড়বে তার জন্য দুই রাকাতেই সম্পূর্ণ নামায। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তেহবাবুল লিবাস, ৪১) (২৩) মাগরিব ও বিতরে কসর নেই। (২৪) সুন্নাতের মধ্যে কসর নেই বরং সম্পূর্ণ পড়তে হবে, ভয়ভীতি ও আতঙ্ক অবস্থাতে সুন্নাত ক্ষমা রয়েছে আর নিরাপত্তাবস্থায় পড়া হবে। (কাশফুল ইলতিবাস, ফি ইসতিহবাবুল লিবাস, ৩৯) (২৫) চেষ্টা করবেন উড়োজাহাজ কিংবা রেল বা বাস ইত্যাদিতে এমন সময় সফর করবেন যেনো মাঝে কোন নামাযের সময় না আসে। (২৬) সফরের সময়ও ঘুমানোর সময় কখনো এমন উদাসিনতা যেনো না হয় যে, مَعَاذَ الله নামায কাযা হয়ে যায়। (২৭) সফরের সময়ও নামাযে কখনো অলসতা করবেন না, বিশেষ করে উড়োজাহাজ, রেল গাড়ী এবং দীর্ঘ রাস্তার বাসে নামাযের জন্য আগে থেকে অযু করে প্রস্তুত

www.dawateislami.net

রাখবেন। (২৮) রাস্তাতে বাস নষ্ট হয়ে গেলে ড্রাইবার কিংবা মালিক ইত্যাদিকে ধমক দেয়া এবং বক বক করে নিজের আখিরাতের ঝুঁকির পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে কাজ করুন এবং জান্নাতের উদ্দেশ্য যিকির ও দরুদে মশগুল হয়ে যান। এটা ট্রেন কিংবা প্লাইট দেরী হওয়া অবস্থায় করুন। (২৯) রেল, বাস, ইত্যাদি অন্যান্য মুসাফিরের হক প্রতিবেশীর খেয়াল রাখতে গিয়ে তাদের সাথে খুব উত্তম আচরণ করুন, নিজে কষ্ট করুন কিন্তু তাদের নিরাপত্তা দিন। (৩০) বাস ইত্যাদিতে চিৎকার করে কথা-বার্তা বলে এবং জোরে অট্টহাসি দিয়ে অন্য মুসাফিরকে কষ্ট দিবেন না। (৩১) ভীড়ের সময় কোন বৃদ্ধা ও রোগী মুসলমানকে দেখলে সাওয়াবের নিয়্যতে তাকে বাস ইত্যাদিতে নিজের সিট দিয়ে দিন। (৩২) যতটুকু সম্ভব সিনামা গান-বাজনা মুক্ত বাস ও বগী ইত্যাদিতে সফর করুন। (৩৩) সফর থেকে ফিরার সময় কোন উপহার ইত্যাদি নিয়ে আসুন, কেননা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন সফর থেকে কেউ ফিরে আসে তখন পরিবারের জন্য কিছু না কিছু হাদীয়া তথা উপহার নিয়ে আসবেন, যদিও নিজের থলেতে পাথরই নিয়ে আসো।" (তা'লিমুল মুতাআল্লিম, ১২৬) (৩৪) শরয়ী সফর থেকে ফিরতে মাকরুহ সময় না হলে সর্বপ্রথম নিজের মসজিদে আর যখন ঘরে পৌছবেন তখন ঘরেও দুই রাকাত নফল পড়ুন। (৩৫) মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (তা'লিমুল মুতাআল্লিম, ৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রোগীকে দেখতে যাওয়ার ৩৩টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৮টি বাণী: (১) عُوْدُوا الْمَرِيْضَ অর্থাৎ রোগীর সেবা শুশ্রূষা করো। (রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৮৯) (২) যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় আল্লাহ পাক তার উপর পঁচাত্তর হাজার (৭৫, ০০০) ফেরেশতা ছায়া প্রদান করে এবং তার প্রতিটি কদম উঠার কারণে একটি নেকী লিখেন এবং প্রতিটি কদম রাখাতে তার একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এমনকি সে নিজের স্থানে বসে যায়, যখন সে বসে যায় রহমত তাকে ঢেকে নেয় এবং নিজের ঘরে আসা পর্যন্ত রহমত তাকে ঘিরে রাখে। (মিরআত, ৬/৯৪) (৩) যে ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে যায় তখন আসমান থেকে একজন আহবানকারী আহবান করেন: তোমার জন্য সুসংবাদ তোমার যাত্রাটি উত্তম এবং তুমি জান্নাতের একটি স্থানকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। (দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ২/৯৩) (৪) যে মুসলমান কোন মুসলমান রোগীকে সকালে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার (৭০০০০) ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর যদি সন্ধ্যার সময় যায় তবে তার জন্য সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার (৭০০০০) ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৮১) (৫) যে ব্যক্তি উত্তমভাবে অযু করলো অতঃপর সাওয়াবের নিয়্যতে নিজের কোন অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে গেলো তবে তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্বে করে দিবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪০৯ রদ্দুল মুহতার, ৯/৫৭৯) (৬) যখন তুমি রোগীর নিকট যাবে তখন তাকে বলো; যেনো তোমার জন্য দোয়া করে কারণ তার দোয়া

www.dawateislami.net

ফেরেশতার দোয়ার মতো। (ফেরদৌস, ২/২৬৫, , হাদীস: ৩২৩৩) (৭) রোগী যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ না হয় তার দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (জামিউস সগীর, ৩৫৩, হাদীস: ৫৭২৫) (৮) যখন কোন মুসলমান কোন অসুস্থ মুসলমানকে দেখতে যায় তো ৭বার এই দোয়া পাঠ করুন: اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ, رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيْكَ۔ **অনুবাদ:** আমি মর্যাদাবান মহান আরশের মালিক আল্লাহর কাছে তোমার জন্য সুস্থতা কামনা করছি) যদি মৃত্যু না আসে তবে তার শিফা হয়ে যাবে। (ফেরদৌস, ১/১৪৮, হাদীস: ৫৬৯) (৯) সেবা শুশ্রূষার সংজ্ঞা: শাব্দিক অর্থ: রোগীর কাছে গিয়ে তার শারীরিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করা। (ফেরদৌস, বিআছুরুল খিতাব, ২/৪০৬, ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬/২১৩, হাদীস: ৩৮০৫) (১০) রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা সুন্নাত। যদি বুঝা যায় যে, সেবা শুশ্রূষার জন্য গেলে সেই রোগী অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, এমতাবস্থায় সমবেদনার জন্য যাবেন না। (ইবনে ঈসাকির, ৩৮/৩৫৫) (১১) যদি রোগীর উপর আপনার হৃদয় অসন্তুষ্ট কিংবা তার সাথে সম্পর্ক ভালো নেই তবুও রোগীকে দেখতে যান। (১২) সুন্নাতের অনুসরণের নিয়্যতে সেবা শুশ্রূষা করুন যদি কেবল তার জন্য সেবা শুশ্রূষা এই জন্য করছেন যখন আমি অসুস্থ হবো তখন সেও আমার সেবা শুশ্রূষার জন্য আসবে তাহলে সাওয়াব পাবেন না। (১৩) কারো সেবা শুশ্রূষার জন্য গেলে আর রোগের তীব্রতা দেখে তাকে ভীতিকর কথা-বার্তা বলবেন না যেমন তোমার অবস্থা খারাপ আর না সে ধরণে কথাতে মাথা নাড়া দিবেন যার ফলে অবস্থা খারাপ হওয়া বুঝায়। (১৪) সেবা শুশ্রূষার সময় রোগী কিংবা দুঃখি মানুষের সামনে অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজের চেহারার উপর শোক-দুঃখের ধরণ প্রকাশ করুন। (১৫) কথা-বার্তার ধরণ

www.dawateislami.net

কখনো এমন যেনো না হয় যে রোগী কিংবা তার বিনয়ী লোকের কুমন্ত্রনা না আসে যে এই ব্যক্তি আমাদের বিপদগ্রস্থ দেখে খুশি হচ্ছে! (১৬) রোগীর পরিবারের কাছেও সমবেদনা প্রকাশ করুন এবং যা খিদমত কিংবা সহযোগীতা করতে পারেন করুন। (১৭) রোগীর কাছে গিয়ে তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং তার জন্য আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করুন। (১৮) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক অভ্যাস এটা ছিলো যে, যখন কোন রোগীর সেবা শুশ্রূষার জন্য তাশরিফ নিয়ে যেতেন তখন বলতেন: لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللهُ **অনুবাদ:** কোন সমস্যা নেই, আল্লাহ পাক চাইলে এই রোগ গুনাহ থেকে পবিত্রকারী।) **(কানযুল উম্মাল, ১৫/১৩৩, ৪১১৩৮)** (১৯) রোগীর মাধ্যমে নিজের জন্য দোয়া করান কারণ অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে। (২০) রোগীর পুরো সেবা শুশ্রূষা এটা যে, তার কপালের উপর হাত রেখে জিজ্ঞাসা করুন: কেমন লাগছে?" **(মুসতাদরিক, ৫/২৭২, হাদীস: ৭৪৮৮)** (২১) হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এ হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি রোগীকে দেখতে করতে যাবে তখন নিজের হাত তার কপালে রাখবে অতঃপর মুখে এটা বলবেন যে, কেমন আছেন?" বলবেন, এর কারণে রোগী শান্তনা পায়, কিন্তু অনেক্ষণ ধরে হাত রাখবেন না, এই হাত রাখা মুহাব্বত প্রকাশের জন্য হয়ে থাকে। **(ফয়যুল কদরিয়া, ১/৮০৯, হাদীস: ১১৪২)** (২২) যদি কপালে হাত রাখার কারণে রোগীর কষ্ট হয় তাহলে হাত রাখবেন না, আর যদি রোগী আমরদ অর্থাৎ সুদর্শন বালক (বরং সুদর্শনও না) হয় আর হাত রাখার" ফলে আল্লাহ না করুক কামভাব আসে তখন হাত রাখা গুনাহ, আর যদি দেখার

www.dawateislami.net

ফলে এমন হয় তবে দেখাও হারাম। (২৩) রোগীর সামনে এমন কথা-বার্তা বলা উচিত যা তার অন্তরে ভালো লাগে। রোগের ফযীলত এবং আল্লাহ পাকের রহমতের বর্ণনা করুন যেনো তার মনমাসিকতা আখিরাতের দিকে ধাবিত হয় এবং অভিযোগ ও অভিমানের শব্দ মুখে না নেয়। (২৪) সেবা শুশ্রূষা করতে গিয়ে রোগীকে সুযোগ বুঝে নেকীর দাওয়াতও দিন, বিশেষ করে নামাযের প্রতি যত্নবান হওয়ার মনমাসিকতা দিন কারণ রোগের কারণে অনেক নামাযীও নামায থেকে উদাসীন হয়ে যায়। (২৫) রোগীকে মাদানী চ্যানেল দেখতে উৎসাহিত করুন এবং তার বরকত সমূহকে অবগত করান। (২৬) রোগীকে মাদানী কাফেলাতে সফরের এবং নিজে সফরের উপযুক্ত না হলে ঘরের কোন সদস্যকে সফর করার উৎসাহ দিন। আর মাদানী কাফেলার বাহার শুনান। যার দোয়ার বরকতে রোগীর শিফা হয়েছে। (২৭) রোগীর পাশে অনেক্ষণ ধরে বসে থাকবেন না, আর না হৈচৈ করবেন। হ্যাঁ! যদি রোগী নিজেই অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে রাখার ইচ্ছা করে তবে সম্ভব হলে আপনি তার আগ্রহের সম্মান করুন। (২৮) অনেক লোকদের অভ্যাস হয়ে থাকে যে, রোগী কিংবা তার প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করে তো কিছু না কিছু চিকিৎসা বলে দেয় এবং কতিপয় রোগীকে জোর করে যে আমি যে চিকিৎসা বলছি সেগুলো করে নিন, অমুক ঔষুধ নিয়ে নিন, ঠিক হয়ে যাবেন! রোগীর উচিৎ যে কেউ বলেছে এমন চিকিৎসা না করা" কারণ অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর" কেউ বলেছে এমন চিকিৎসা করার পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে নিন। সাবধান! যে অভিজ্ঞ না হওয়ার সত্ত্বেও রোগীর চিকিৎসাতে হাত দেয় তবে সে

www.dawateislami.net

গুনাহগার হবে। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আর অনুপযুক্ত ডাক্তার চিকিৎসাতে হাত দেওয়া হারাম এবং তার সেই চিকিৎসাতে হাত গুটিয়ে নেওয়া ফরয। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৯৯)** (২৯) রোগীর সোব শুশ্রূষার সময় তার জন্য ফল বা বিস্কেট ইত্যাদি উপহার স্বরূপ নিয়ে যাওয়া উত্তম কাজ কিন্তু না নেওয়ার ক্ষেত্রে সমবেদনাই করবে না এমন নয় এবং অন্তরে এই ধারণা করবে না যে যদি কিছু না নেওয়া হয় তবে সে কি মনে করবে যে বলবে খালি হাতে সেবা শুশ্রূষার জন্য এসে গেছে, খালি হাতেও রোগীকে দেখাতে যাওয়া উচিত কারণ না করার দ্বারা সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। (৩০) সেবা শুশ্রূষা করার জন্য কতিপয় লোক ফুলের তোড়া নিয়ে যায়, এটাও জায়েয কিন্তু দেখা যায় যে যাকে দিয়েছে সেটা কোন কাজে অধিকাংশ সেটা কাজে আসে না, অতএব ঐ জিনিস উপহার দিবেন যেটা কাজে আসবে। পরামর্শ স্বরূপ বলছি: যে ফুলের তোড়ার স্থানে কিংবা সেটার সাথে যেখানে সুযোগ হয় সেখানে মাকতাবাতুল মদীনার কতিপয় পুস্তিকা নিয়ে রোগীকে পেশ করুন যেনো সে সাক্ষাৎকারী (আর যদি হাসপাতালে হয় তো) এবং তাদের প্রিয়জনকে উপহার স্বরূপ দিতে পারে বরং সৌভাগ্যবান! রোগী নিজেও কিছু পুস্তিকা হাদীয়া স্বরূপ গ্রহণ করে এই উদ্দেশ্য যে নিজের কাছে রেখে সাওয়াব অর্জন করুন কিন্তু পুস্তিকার ব্যবস্থা বুঝে শুনে করবেন। (৩১) ফাসেকের সেবা শুশ্রূষা করা জায়েয, কেননা রোগীকে দেখতে যাওয়া ইসলামের হক সমূহের অন্তর্ভূক্ত আর ফাসেকও মুসলমান। **(আশঅতুল লুমআত, ৩/৫৮৬)** (৩২) মুরতাদ ও কাফের হারবীর সমবেদনা জায়েয নেই। **(এ যুগে দুনিয়াতে সমস্ত কাফের হারবী)**

www.dawateislami.net

(৩৩) বদমাযহাব যার বদমাযহাব কুফরী পর্যন্ত পৌছেছে তার সমবেদনা প্রকাশ করা নিষেধ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফনের ১৬টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (১) যে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দিবে তবে তার জন্য মৃতের প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে একটি নেকী করে রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/১৮২) হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুর রউফ মানাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসে পাকে এ অংশে "যে মৃতকে কাফন দিবে" এর ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যে নিজের সম্পদ থেকে মৃতের কাফনের ব্যবস্থা করলো। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবাবিল লিবাস, ৩৮) (২) যে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দিবে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পাতলা ও মোটা রেশমি কাপড়ের পোশাক পরিধান করাবেন। (আলমগিরী, ৫/৩৩০) (৩) যে কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলো, সুগন্ধি লাগালো, জানাযা উঠালো, নামায পড়লো আর যে ঘৃনিত বিষয়াদী দৃষ্টিগোচর হয় সেগুলো গোপন করলো সে তার গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেমনিভাবে সে যেদিন মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট হয়ে ছিলো। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৬/২১৪) এ হাদীসে পাকের এ অংশে ঘৃনিত বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য যে, যে কথা প্রকাশ করার অনুপযোক্ত যেমন চেহারার রং কালো হয়ে যাওয়া। (৪) নিজের মৃতদেরকে উত্তম কাফন দিন কেননা তারা কবরে পরস্পরের সাথে সাক্ষাৎ করে (উত্তম কাফন দ্বারা) খুশি হয়ে থাকে। (ফেরদৌস, হাদীস: ১/৯৮,

www.dawateislami.net

হাদীস: ৩১৮) (৫) যখন তোমাদের মধ্যে হতে কেউ নিজ ভাইকে কাফন দিবে, তাহলে তাকে যেনো উত্তম কাফন দেয়। (মুসলিম, ৪৮০, হাদীস: ৯৪৩) (৬) তোমাদের পুরুষদেরকে সাদা কাফন দাও। (তিরমিযী, ২/৩০১, হাদীস: ৯৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত

(৭) কাফন পরিধান করানোর নিয়্যত: আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য আর আমার মৃত্যুর পর নিজেকে পরিধানকারী কাফনকে স্বরণ করতে গিয়ে ফরয আদায়ের জন্য মৃতকে সুন্নাত অনুযায়ী কাফন পরাবো। (৮) মৃতকে কাফন দেওয়া "ফরযে কিফায়া" (বাহারে শরীয়াত, ১/৮১৭) অর্থাৎ কোন একজনের পক্ষ থেকে দিয়ে দিলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে গেলো অন্যথায় যাদের নিকট খবর পৌঁছে ছিলো আর কাফন দিলো না তবে সবাই গুনাহগার হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুন্নাতী কাফন

(৯) পুরুষের জন্য কাফন: (১) লিফাফা অর্থাৎ চাদার (২) ইযার অর্থাৎ তেহবন্দ (৩) কামিস অর্থাৎ জামা। মহিলার জন্য এ তিনটির সাথে সাথে আরো দুটি রয়েছে: (৪) উড়না। (৫) সিনা বন্দ। (আলমগিরী, ১/১৬০) (১০) যে নাবালেগ কামভাবের সীমা (কামভাবের সীমা ছেলেদের মধ্যে এটা যে, তার অন্তর মহিলার দিকে ধাবিত হয় আর মেয়েদের মধ্যে এটা

www.dawateislami.net

যে তাকে দেখে পুরুষ তার দিকে ধাবিত হয় অর্থাৎ ইচ্ছা সৃষ্টি হয় আর এর অনুমান ছেলেদের মধ্যে হিজরী সন হিসাবে ১২ বছর আর মেয়ে লোকের নয় বছর) পর্যন্ত পৌঁছে গেলো তার উপর বালিগের হুকুম প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ বালেগের যতটুকু কাফনের কাপড় দেওয়া হয় তাকেও দেওয়া হবে। আর ছোট ছেলেকে একটি কাফন আর ছোট মেয়েকে দু'টি কাপড় দিতে পারবে। ছেলেকেও দু'টি কাপড় দিলে তবে ভালো আর উত্তম হলো; উভয়কে সম্পূর্ণ কাপড় দিন যদিও একদিনের বাচ্চা হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭১৯) (১১) শুধুমাত্র উলামায়ে মাশায়খগণকে পাগড়ী সহকারে দাফন করা যেতে পারে, সাধারণ মৃতকে পাগড়ী সহকারে দাফন করা নিষেধ। (মাদানী অসিয়ত নামা, ৪) (১২) পুরুষের শরীরে এমন সুগন্ধী লাগানো জায়েয নেই, যার মধ্যে যাফরান মিশ্রণ থাকে, মহিলার জন্য যাফরান মিশ্রণ হলে) তবে জায়েয। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৬১) (১৩) যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধলো (আর এমতাবস্থায় ওফাত হলো) তার শরীরেও সুগন্ধি ব্যবহার করুন এবং তার মুখ ও মাথা কাফন দ্বারা ঢেকে দিবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফনের বিস্তারিত বিবরণ

(১) লিফাফা: অর্থাৎ চাদর, এটা মৃত ব্যক্তির দৈর্ঘ্য থেকে এতটুকু পরিমাণ বড় হতে হবে, যাতে উভয় প্রান্তে বাধা যায়। (২) ইযার: অর্থাৎ তেহবন্দ) মাথার উপর থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত অর্থাৎ লিফাফা থেকে এতটুকু পরিমাণ ছোট যা বাধার জন্য অতিরিক্ত রাখা হয়েছিলো।

www.dawateislami.net

(৩) কামিস: (অর্থাৎ জামা) গর্দান থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত এবং সামনে ও পিছনে উভয়দিকে সমান হবে। এতে বুক ফারা ও আস্তিন থাকবেনা। পুরুষদের কামীস কাঁধের দিকে আর মহিলাদের কামীস বুকের দিকে ছিড়বে। (৪) উড়না: তিন হাত হতে হবে অর্থাৎ দেড় গজ। (৫) সীনাবন্দ: স্তন থেকে নাভী পর্যন্ত হবে এবং উভম হচ্ছে; রান পর্যন্ত হওয়া। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮১৮) সাধারণত: তৈরিকৃত কাফন কিনে নেয়া হয়, এতে মৃতের দেহ অনুযায়ী সুন্নাত সম্মত সাইজ নাও হতে পারে, এটাও হতে পারে, এতলম্বা হয়ে গেলো যে, অপচয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তাই সতর্কতা এতেই যে, থান থেকে প্রয়োজনিয় কাপড় কেটে নেয়া। যদি তৈরিকৃত কাফন নেওয়া হয় অতিরিক্ত কাপড়গুলো কেটে রেখে দিন, যদি এই কাফন মৃতের সম্পদ থেকে নেয়া হয় তবে অতিরিক্ত কাপড় ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হবে। (১৫) কাফন ভালো হওয়া চাই অর্থাৎ পুরুষ দুই ঈদে ও জুমার জন্য যেভাবে কাপড় পরিধান করতো এবং মহিলা যেমন কাপড় পরিধান করে পিত্রালয়ে যেতো সেই জামা হওয়া উচিত। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফন পরিধান করানোর পদ্ধতি

(১৬) গোসল দেওয়ার পর ধীরে ধীরে শরীর কোন পবিত্র কাপড় দিয়ে মুছে নিন যেনো কাফন ভিজে না যায়, কাফনকে এক বা তিন বার অথবা পাচঁ কিংবা সাতবার (আগর বাতির) ধোঁয়া দিন, এর চেয়ে বেশি

www.dawateislami.net

না, অতঃপর এভাবে বিছিয়ে দিন যেনো "লিফাফা" অর্থাৎ বড় চাদর এর উপর "তেহবন্দ" এবং এর উপর কামীস রাখুন। এবার মৃত ব্যক্তিকে এর উপর শয়ন করান আর কামীস পড়ান। অতঃপর দাঁড়িতে (না থাকলে চিবুকে) ও সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মালিশ করুন, ঐসকল অঙ্গ যা দ্বারা সিজদা করা হয় অর্থাৎ কপাল, নাক, হাত, হাটু ও পায়ে কাপুর লাগান। অবশেষে লিফাফাও এরূপ প্রথমে বাম দিক থেকে তারপর ডান দিক থেকে জড়িয়ে নিন যেনো ডান অংশ উপরে থাকে। মাথা ও পায়ের দিকে বেঁধে নিন। যেনো উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। মহিলাদেরকে "কামীস" পরিধান করে তার চুলকে দুই ভাগ করে কামীসের উপর বুকের উপর রেখে দিন এবং ওড়নাকে অর্ধেক পিঠের নিচে বিছিয়ে তা মাথার উপর দিয়ে এনে মুখের উপর নিকাবের মতো করে দিন, যেনো বুকের উপর থাকে। এর দৈর্ঘ্য অর্ধ পিঠ এর নিচে পর্যন্ত এবং প্রস্থ এক কানের লতি থেকে অপর কানে লতি পর্যন্ত হবে। অতঃপর ইযার ও লিফার বিছিয়ে দিন অতঃপর সবচেয়ে উপরে সীনাবন্দ স্তনের উপর থেকে রান পর্যন্ত এনে রশি দিয়ে বেঁধে দিন। **(বিস্তারিত জানার জন্য বাহারে শরীয়াত প্রথম খন্ড ৮১৭-৮২২ অধ্যয়ন করুন)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জানাযার ১৫টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী: (১) যে ব্যক্তি মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সে মৃতের পরিবারের কাছে গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করলো, তবে আল্লাহ পাক তার জন্য এক ক্বিরাত সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন, অতঃপর যদি জানাযার সাথে যায় তবে আল্লাহ পাক দুই ক্বিরাত প্রতিদান দিবেন, অতঃপর তার জানাযার নামায পড়ে তাহলে তিন ক্বিরাত, অতঃপর কাফন-দাফনে উপস্থিত হয় তবে চার ক্বিরাত আর প্রতিটি ক্বিরাত উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৯/৪০১, উমদাতুল কারী, ১/৪০০ হাদীসের ব্যখা ৪৭) (২) এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে, (তার মধ্যে একটি হলো) যখন মৃত্যু হবে তখন তার জানাযাতে অংশগ্রহণ করা। (মুসলিম, ১১৯৬, হাদীস: ৫, ২১৬২) (৩) যখন কোন জান্নাতী ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে তখন আল্লাহ পাক ঐ সব লোকদের শাস্তি দিতে লজ্জাবোধ করেন যারা তার জানাযা নিয়ে চলে, যারা এর পেছনে চলে এবং যারা তার জানাযা আদায় করে। (ফেরদৌস, খিতাব ১/২৮২, হাদীস: ১১০৮) (৪) মুমিন বান্দার মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম পুরস্কার হলো: তার জানাযায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (মুসনাদে বাযযার, ১১/৮৬, হাদীস: ৪৭৯৬) (৫) হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করলেন: হে আল্লাহ পাক! যে ব্যক্তি কেবল তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য জানাযার অংশগ্রহণ করলো, তার প্রতিদান কি রয়েছে?" আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: যে দিন সেই মৃত্যু বরণ করবে, ফেরেশতা তার জানাযার সাথে চলবে আর আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। (শরহুস সুদুর, ৯৮) (৬) হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন আনাস

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" **(হাকিম)**

رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ওফাতের পর কেই তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? বললেন: একটি বাক্যের কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যেটা হযরত সায়্যিদুনা উসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দেখে বলতো। সেই বাক্য হলো: سُبْحٰنَ الْحَیِّ الَّذِیْ لَایَمُوْت۔ (অর্থাৎ ঐ সত্তার শপথ! যিনি জীবিত তার কখনো মৃত্যু আসবে না) সুতরাং আমি জানাযা দেখে বলতাম, এই বাক্য বলার কারণে আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। **(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫/২৬৬)**

(৭) জানাযাতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি, জানাযার নামাযের ফরয আদায় করবো, শিক্ষা অর্জন করা, মৃত এবং তার পরিবারের লোকদের অন্তর খুশি করার ইত্যাদি ভালো ভালো নিয়্যতের সাথে অংশগ্রহণ করা উচিত। (৮) জানাযার সাথে যাওয়ার সময় নিজের মৃত্যু এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকুন যে, মৃত্যুর সময় না জানি আমার ঈমান থাকবে কি থাকবে না! হায়! যেভাবে আজ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, একদিন আমাকেও এভাবে নিয়ে যাবে, যেমনিভাবে তাকে কয়েক মণ মাটির নিচে দাফন করা হবে, ঠিক তেমনি আমাকেও দাফন করে দেওয়া হবে। এভাবে চিন্তা ভাবনা করা ইবাদত ও সাওয়াবের কাজ। (৯) জানাযার খাট কাধে নেওয়া সাওয়াবের কাজ, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা সাদ বিন মুআয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জানাযার খাট কাঁধ মোবারকে উঠিয়ে ছিলেন। **(তবকাতুল কুবরা লিবনে সা'দ ৩/৩২৯)** (সুন্নাত হলো; একের পর এক চারদিকের পায়া কাঁধে নেওয়া এবং প্রতিবার দশ কদম করে চলা। পরিপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে: প্রথমে মাথার ডান পাশের পায়া কাঁধে নিবে অতঃপর ডান পায়ের দিকে,

www.dawateislami.net

এরপর বাম পাশে অতঃপর বাম পায়ে এভাবে দশ কদম করে চলবে তবেই চল্লিশ কদম পূর্ণ হবে। (আলমগিরী, কিতাবুস নালাত, ১/১৬২। বাহারে শরীয়াত, ১/৮১১) অনেক লোক জানাযার জুলুশে এভাবে বলতে থাকে: দুই কদম করে চলুন! তাদের উচিৎ যে, এভাবে ঘোষণা করা: দশ কদম করে চলুন! (১২) জানাযার খাট কাঁধে নেওয়ার সময় জেনে শুনে কষ্ট দেয়ার জন্য লোকদের ধাক্কা দেয়া, যেমন অনেকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জানাযাতে কিংবা যেখানে ভিডিও ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয় সেখানে করে থাকেন এগুলো নাজায়েয ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। (১৩) ছোট বাচ্চার জানাযা যদি এক ব্যক্তি হাতে করে নিয়ে যায় তবে সমস্যা নেই এবং একের পর একের হাতে নিতে থাকেন, (আলমগিরী, ১/১৬২) মহিলাদের (বাচ্চা কিংবা বড় কারো) জানাযার সাথে যাওয়া নাজায়েয ও নিষেধ। (বাহারে শরীয়াত, ১/৯৪৬) (১৪) স্বামী নিজের স্ত্রীর জানাযার খাট কাঁধেও নিতে পারবে, কবরেও নামাতে পারবে এবং মুখও দেখতে পারবে। কেবল গোসল দেয়ার সময় আড়াল ব্যতিত (যেমন কাপড় বিহীন) শরীরকে স্পর্শ করা নিষেধ রয়েছে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮১২, ৮১৩) (১৫) জানাযার সাথে উচ্চ আওয়াজে কলেমায়ে তৈয়্যবা কিংবা কলেমায়ে শাহাদাত বা হামদ ও নাত ইত্যাদি পাঠ করা জায়েয। (দেখুন: ফতোওয়ায়ে রযবিয়া ৯/ ১৩৯-১৫৮)

জানাযা আগে আগে কেহ রাহাহে এ্যয় জাঁহা ওয়ালো!
মেরে পিছে চলে আও, তোমহারা রেহনুমা মে হোঁ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কবর ও দাফনের ২২টি সুন্নাত ও আদব

আল্লাহ পাকের বাণী:

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ﴿۲۵﴾
اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا ﴿۲۶﴾

(পারা: ২৯, সূরা: মুরসালাত, আয়াত: ২৫-২৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি কি জমিনকে একত্রকারী করি নি। তোমাদের জীবিত ও মৃতদের?

এই আয়াতে মোবারকার ব্যাখ্যায় "নুরুল ইরফানে" ৯২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এভাবে যে জীবিতরা জমিনের পিঠে আর মৃতরা জমিনের পেঠে একত্রিত রয়েছে।" (২) মৃতকে দাফন করা ফরযে কিফায়া (অর্থাৎ একজনও যদি দাফন করে দেয় সকলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে নতুবা যার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে সকলে গুনাহগার হবে)। এটা জায়িয নেই, মৃত ব্যক্তিকে মাটিতে রেখে চারিদিকে দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দিবে। (আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৫। রদ্দুল মুহতার, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৬৩) (৩) কবরও আল্লাহ পাকের নেয়ামত, কারণ যার মধ্যে মৃত দাফন করে দেওয়া হয় যেনো প্রাণী এবং অন্যান্য জিনিস তাদের মানহানি না করে। (৪) নেককার লোকদের পাশে দাফন করা উচিত কারণ তাদের নৈকট্যের বরকত তাদের শামিল হয়ে থাকে, যদি مَعَاذَ الله আযাবের উপযোক্তও হয়ে যায় তাহলে তিনি শাফাআত করবেন, ঐ রহমত যে তার নেকবান্দার প্রতি অবতীর্ণ করে থাকেন সেগুলো গুনাহগারদেরও আবৃত নিবে। হাদীসে পাকে রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিজের মৃতদেরকে নেককার লোকদের পাশে দাফন করো। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৯০ নং ৯০৪৬) (৫) রাতে দাফন করাতে

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

কোন সমস্যা নেই। **(জাওহরা, ১৪১)** (৬) একটি কবরে অপ্রয়োজনে একটি থেকে বেশি দাফন করা জায়েয নেই। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৬, আলমগিরী, ১/১৬৬)** (৭) লাশ কবরের নিকট কিবলার দিকে রাখুন কেননা এটা মুস্তাহাব যেনো মৃতদেহ কিবলার দিক থেকে কবরে নামাতে পারেন। কবরের এক প্রান্তে (অর্থাৎ পায়ের দিকের স্থানে) রেখে মাথার দিকে নামাবেন না। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৪)** (৮) প্রয়োজনে দুই বা তিনজন এবং উত্তম হলো, আর উত্তম হলো; সবল ও নেককার ব্যক্তি কবরে নামানো। মহিলার লাশ মাহারিম অবতরণ করবে তারা না থাকলে তবে অন্যান্য আত্মীয়গণ, তারাও না থাকলে তবে কোন নেককারকে নামাবেন। **(আলমগিরী, ১/১৬৬)** (৯) মহিলার লাশকে নামানো থেকে নিয়ে তক্তা লাগনো পর্যন্ত কোন কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন। (১০) কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পাঠ করুন: بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ۔ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **অনুবাদঃ (আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূল দ্বীনের উপর (কবরে রাখতেছি)** (১১) মৃত ব্যক্তিকে ডান কাত করে শোয়ান এবং তার মুখ কিবলার দিকে করে দিন আর কাফনের বাঁধন খুলে দিন কারণ এখন প্রয়োজন নেই, না খুললে তারপরও সমস্যা নেই। **(আলমগিরী, ১/১৬৬)** (১২) কাফনের গিঁট যে খুলে সেই এ দোয়া পাঠ করুন: اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ۔ **অনুবাদঃ** হে আল্লাহ পাক! আমাদের তার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করো না আর আমাদের এরপর ফিতনাতে পতিত করো না। (১৩) কবর কাঁচা ইট (কবরের ভেতরের অংশের মধ্যে আগুনের পোড়া ইট লাগানো নিষেধ কিন্তু এখন আধিকাংশ সিমেন্টের

www.dawateislami.net

দেওয়াল এবং স্ল্যাব প্রথাগত রয়েছে সুতরাং সিমেন্টের দেওয়াল এবং স্ল্যাবের তক্তার ঐ অংশ যা ভিতর থেকে রাখে কিছু মাটির দ্বারা লেপন করে দেয়। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে আগুনের প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখুন। আমিন) দ্বারা বন্দ করে দিন যদি মাটি নরম হয় তবে খাটের তক্তা লাগানোও জায়েয। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৭৪৬)** (১৪) এখন মাটি দিয়ে দিন, মুস্তাহাব হলো; মাথার দিক থেকে উভয় হাতে তিনবার মাটি দেয়া। প্রথমবার বলবেন: مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ **অনুবাদ:** অর্থাৎ আমি মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি) দ্বিতীয়বা বলবে وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (আর এতেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে) তৃতীয়বার বলবে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (আর এর থেকে তোমাদেরকে পুনরায় বের করবো) এর অবশিষ্ট মাটি কোদাল দ্বারা ভরাট করে দিন। **(জাওহারাতুন নাইয়ারা, কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা)** (১৫) যতটুকু মাটি কবর থেকে বের করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি দেওয়া মাকরুহ। **(আলমগীরি, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৬)** (১৬) হাতে যে মাটি লেগেছে, সেগুলো ঝেড়ে নেওয়া কিংবা ধুয়ে ফেলতে পারেন। **(বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১/৮৪৫)** (১৭) কবর চার কোণা করে তৈরি করবেন না বরং তার মধ্যে উটের ন্যায় ঢালু করুন। দাফনের পর তার উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া উত্তম, কবর এক বিঘত উঁচু হবে কিংবা এর চাইতে সামান্য উঁচু করবেন। **(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুস সালাত, বাবু সালাতুল জানাযাতি, ৩/১৬৮)** দাফনের পর কবরে আযান দেওয়া সাওয়াবের কাজ এবং মৃতের জন্য অত্যন্ত উপকারী। **(বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৬)** (১৮) মুস্তাহাব হলো; দাফনের পর সূরা বাকারা শুরু ও শেষে আয়াত

www.dawateislami.net

সমূহ পড়বেন, মাথার দিকে الٓمّٓ থেকে مُفْلِحُوْن পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে اٰمَنَ الرَّسُوْلُ থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত পাঠ করবেন। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৪) (১৯) দাফনের পর কবরস্থানের নিকট এতটুকু অপেক্ষা করা মুস্তাহাব যতটুকু সময়ে উট যবেহ করে মাংস বন্টন করে দেওয়া হয়। কারণ সে অপেক্ষা করার ফলে মৃতের সাহস হবে। (অর্থাৎ মুহাব্বত ও শান্তি পাবে) এবং মুনকার নকীরের উত্তর দেওয়াতে ভয় পাবে না এবং এতটুকু সময় পর্যন্ত কুরআনের তিলাওয়াত ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে আর এই দোয়া করুন যেনো মুনকার নকীরের উত্তরে অটলতা দান করুন। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৬) (২০) শাজারা কিংবা আহাদ নামা কবরে রাখা জায়েয আর উত্তম হলো; মৃত ব্যক্তির মুখের সামনে কিবলার দিকে তাক বানিয়ে তার মধ্যে রাখবেন, বরং " দুররে মুখতারে আহাদ নামা লেখা জায়েয বলেছে এবং বললেন: তার কারণে ক্ষমা লাভের আশা রয়েছে এবং মৃত ব্যক্তি বুক এবং কপালের মধ্যে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা জয়েয। এক ব্যক্তি সেটার অসিয়ত করে ছিলো, ইন্তেকালের পর বুক ও কপালে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে দেয়া হয়েছে, অতঃপর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে, অবস্থা জিজ্ঞাসা করলো, বললো: যখন আমাকে কবরে রাখা হয়েছিলো, আযাবের ফেরেশতা আসলো, ফেরেশতা যখন কপালে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা দেখলো, বললো: তুমি আযাব থেকে বেঁচে গেছো। (বাহারে শরীয়াত, ৮৪৮, দুররে মুখতার, ৩/১৮৫) (২১) এভাবে হতে পারে যে কপালে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখে এবং বুকে কলেমায়ে তৈয়্যবা

www.dawateislami.net

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তবে এগুলো গোসলের পর কাফন পরিধান করার পূর্বে (অর্থাৎ ডান হাতের আঙ্গুলের) আঙ্গুল দ্বারা লিখবেন। কালি দ্বারা লিখবেন না। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৮, রদ্দুল মুহতার, ৩/১৮৬) (২২) যদি কবর থেকে মৃত ব্যক্তির হাড় বাহিরে বের হয় তবে সে হাড়কে দাফন করা ওয়াজিব। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৪০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কবরস্থানে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কিত ২১টি সুন্নাত ও আদব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: (১) আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করে ছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির মাধ্যম এবং আখিরাতকে স্বরণ করিয়ে দেয়।" (ইবনে মাজাহ, ২/২৫২, হাদীস: ১৫৮১) (২) যখন কোন ব্যক্তি এমন কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, যাকে সে দুনিয়াতে চিনতো আর তাতে সালাম প্রেরণ করে এবং সেই ব্যক্তি তাকে চিনে ও তার সালামের উত্তর দেয়। (তারিখে বাগদাদ, ৬/১৩৫, হাদীস: ৩১৮৫) (৩) যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতা উভয়ের কিংবা একজনের জুমার দিন কবরের যিয়ারত করবে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে এবং নেককারদের মধ্যে লিখে দেওয়া হবে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/২০১, হাদীস: ৭৯০১) (৪) মুসলমানের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত এবং আউলিয়াগণের মাযার ও শহীদগণের মাযারে উপস্থিত হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় এবং তাদের ইসালে সাওয়াব করা পছন্দনীয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩২) (৫) (অলিদের মাযার) কিংবা যে কেউ মুসলমানের কবর

www.dawateislami.net

যিয়ারত করতে ইচ্ছা করলে তবে মুস্তাহাব হলো; প্রথমে নিজ ঘরে দুই রাকাত নফল পড়ুন, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসি ও তিনবার সূরা ইখলাস পড়ুন। আর নামাযের সাওয়াব কবর বাসিকে পৌছে দিন, আল্লাহ পাক সেই ওফাতকৃত বান্দার কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং সেই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যে ইসালে সাওয়াব করলো) অনেক সাওয়াব দান করা হবে। (আলমগিরী, ৫/৩৫০) (৬) মাযার শরীফ কিংবা কবর যিয়ারতের জন্য যেতে রাস্তাতে অনর্থক কথা-বার্তায় মশগুল হবেন না। (আলমগিরী, ১/৬১২) (৭) কবরকে চুমু দিবেন না, আর না কবরে হাত রাখবেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫৩২) বরং কবর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যান। (৮) কবরকে তাযিমী সিজদা করা হারাম আর ইবাদতের নিয়্যতে হলে কাফির হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ২২/৩২৩) (৯) কবরস্থানে ঐ রাস্তাদিয়ে যাবেন না, যেখানে পূর্ব থেকে কোন মুসলমানের কবর ছিলো না। যে রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হয়েছে তার উপর দিয়ে চলা-ফেরা করো না। "ফতোওয়ায়ে শামীর মধ্যে" রয়েছে: কবরস্থানের দিকে যে নতুন রাস্তা বের করেছে তার উপর দিয়ে হাটা হারাম। (রদ্দুল মুহতার, ১/৬১২) বরং নতুন রাস্তার কেবল ধারণা (অর্থাৎ সন্দেহ) হলে তখনও তার উপর দিয়ে হাঁটা নাজায়েয ও গুনাহ। (দুররে মুহতার, ৩/১৮৩) (১০) কিছু আউলিয়ায়ে কিরামের মাযারে দেখা গিয়েছে যে যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য কিছু মুসলমানের কবর সমান করে (অর্থাৎ ভেঙ্গে) বসার স্থান তৈরি করে দেয়, এমন স্থানে শয়ন করা, বসা, হাঁটা চলা, দাঁড়ানো, তিলাওয়াত, যিকির আযকার করার জন্য বসা হারাম, দূর থেকে ফাতিহা পাঠ করে নিন। (১১) কবর

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

যিয়ারতের সময় মৃতের চেহারা মুখি হয়ে (অর্থাৎ চেহারার সামনে) দাঁড়াবেন এবং তার (অর্থাৎ কবরবাসীর সামনের দিকে করে যাবেন যেনো তার দৃষ্টির সামনে থাকে, মাথার দিক থেকে আসবেন না। কারণ তাকে মাথা উঠিয়ে দেখতে হয়। **(ফদোওয়ায়ে রযবিয়া, ৯/৫৩২)** **(১২)** কবরস্থানে এভাবে দাঁড়ান, যেনো কিবলার দিকে পিঠ এবং কবরবাসীর দিকে চেহারা হয়, এরপর তিরমীযি শরীফের বর্ণিত এই সালামটি বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ, يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ, اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ بِالْاَثَرِ۔ **অনুবাদ:** হে কবরবাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ পাক আমাদের ও তোমাদের ক্ষমা করুন, তোমরা আমাদের পূর্বে চলে এসেছো আর আমরা তোমাদের পরে আসছি। **(জামেউস সগীর সূয়ূতি, হরেফুল কাফ, ৩৯৯ পৃ, হাদীস: নং-৬৪১১)** **(১৩)** যে কবরস্থানে প্রবেশ করে এটা বলবে: اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْاَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ, اَدْخِلْ عَلَيْهَا رَوْحًا مِّنْ عِنْدِكَ, وَسَلَامًا مِّنِّيْ۔ **অনুবাদ:** হে আল্লাহ পাক! হে গলে যাওয়া শরীর এবং পুঁছে যাওয়া হাড়ের মালিক! যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ঈমানের সাথে বিদায় নিলো তবে তাদের উপর তোমার রহমত এবং আমার সালাম পৌঁছে দাও। সুতরাং হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام থেকে নিয়ে ঐ সময় পর্যন্ত যতজন মুমিন ইন্তিকাল হয়েছে সবার জন্য মাগফিরাতের দোয়ে করুন। **(মুসান্নিফ ইবনে আবি শুয়াইবা, ৮/২০৭)** **(১৪)** নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করলো অতঃপর সে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, এবং সূরা তাকাছুর পাঠ করবে অতঃপর এই দোয়া করবে: হে আল্লাহ পাক! আমি যা কিছু কুরআন

www.dawateislami.net

তিলাওয়াত করলাম তার সাওয়াব এ কবরবাসীর মুমিন পুরুষ এবং মুমিন মহিলাকে পৌঁছাও। তবে সেই সকল মুমিন কিয়ামতের দিন (অর্থাৎ ইসালে সাওয়াব কারীর) তার জন্য সূপারিশ করবে। (শরহুস সুদুর, ১১৩) (১৫) হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি ১১বার সূরা ইখলাস অর্থাৎ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَد সম্পূর্ণ সূরা পড়ে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তিদেরকে পৌঁছিয়ে দিবে, সুতরাং মৃতদের সমপরিমাণ সে সাওয়াব পাবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩/১৮৩) (১৬) কবরের উপর আগরবাতি জ্বালাবেন না, এটা আদবের পরিপন্থি, (অর্থাৎ আদবের পরিপন্থি) এবং কুসংস্কার। হ্যাঁ! যদি (উপস্থিত লোকদের) সুগন্ধী পৌছানোর জন্য কবরের পাশে খালি স্থান হলে সেখানে লাগান কারণ তাদের নিকট সুগন্ধ পৌছানো পছন্দনীয় কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া, ৯/৫২৩) (১৭) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক অন্য এক স্থানে বলেন: সহীহ মুসলিম শরীফে: হযরত উমর বিন আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত; তিনি ওফাতের সময় নিজের ছেলেকে বললেন: যখন আমি ওফাত পাবো তখন আমার সাথে না কোন বিলাপকারী যাবে আর না আগুন জ্বালাবে।" (মুসলিম, ৫/৩৫০) (১৮) কবরের উপর চেরাগ কিংবা মোমবাতি ইত্যাদি রাখবে না, হ্যাঁ! রাতে পথচারী কিংবা তিলাওয়াতকারীর জন্য আলোর উদ্দেশ্য হলে তবে কবরের একপার্শ্বে এমন খালি জমিনে মোমবাতি কিংবা চেরাগ রাখুন কিন্তু সেই খালি স্থান এমন যেনো না হয় যেখানে পূর্ব থেকে কবর ছিলো এখন মিটিয়ে গেছে। (১৯) কবর যিয়ারতের জন্য এই চারটি দিন উত্তম: সোমবার, বৃহস্পতিবার, জুমাবার, শনিবার, জুমার দিন ফজরের নামাযের পর কবর যিয়ারত উত্তম।

www.dawateislami.net

(আলমগিরী, ৫/৩৫০) (২০) বরকতময় দিনগুলোতেও কবর যিয়ারত উত্তম যেমন উভয় ঈদে, ১০, মুহাররামুল হারাম এবং যিলহজ্জের দশ তারিখ (অর্থাৎ যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিন) **(ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)** (২১) কবরস্থানের উপস্থিতির সময় আজে বাজে কথা-বার্তা এবং অলসতাপূর্ণ ধ্যানে মগ্ন হওয়ার পরিবর্তে নিজের মৃত্যুর কথা স্বরণ করুন সম্ভব হলে অশ্রু প্রবাহিত করুন এবং গুনাহকে স্বরণ করুন নিজের কবরের আযাব থেকে খুব ভয় করুন, তাওবা করুন এবং এটা অন্তরে ধারণ করুন যে, যেভাবে এই লাশ নিজে নিজে কবরে একা পড়ে থাকবে, অচিরে আমিও এভাবে অন্ধকার কবরে একা পড়ে থাকবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগাদের খিদমতে আরজ

প্রত্যেক সুন্নাতে ভরা বয়ানের শেষে যাথাসম্ভব কিছু না কিছু সুন্নাত ও আদব পাঠ করে শুনান। সুন্নাত ও আদব বলার পূর্বে নোট নম্বর (১) আর বলার পর নোট নম্বর (২) পড়ে শোনান। (মুবাল্লিগারা শেষ পেরা থেকে মাদানী কাফেলার অংশ থেকে বর্ননা করবেন না)।

(১) প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত এবং আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে মূলত আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে যাবে। **(ইবনে আসাকির, ৯/৩৪৩)**

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

সিনা তেরে সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়ুছি মুঝে তুম আপনা বানানা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২) সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার "বাহারে শরীয়ত" ৩য় খন্ড, ১৬তম অংশ এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "সুন্নাত ও আদব" ক্রয় করুন এবং পড়ুন, সুন্নাত শিখার একটি মাধ্যম দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রাহমাতে কাফেলে মে চলো
শিকনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো
হো গি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো
খতম হো সামতে কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই পুস্তিকা পাঠ করে সাওয়াবের নিয়্যতে অন্যকে দিয়ে দিন

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১০ শাবান শরীফ ১৪৪২ হিঃ
15-03-2021

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" **(তাবারানী)**

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনে মজীদ	✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻
তরজুমায়ে কুরআন কানযুল ঈমান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
তাফসীরে কুরতুবী	দারূল ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে মাযহারী	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, লাহোর
বুখারী	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত
তিরমিযী	দারূল ফিকির, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
ইবনে মাজাহ	দারূল মারেফা, বৈরুত
মুয়াত্তা	দারূল মারেফা, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারূল ফিকির, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল মুসতাদরাক	দারূল মারেফ, বৈরুত
মুসনাদে আবু ইয়ালা	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসনাদুল বায্যার	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকম, মদীনাতুল মুনাওয়ারা
আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মু'জামু কাবীর	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
মু'জামু আওসাত	দারূল ফিকির, বৈরুত
মুসান্নিফ আব্দুর রায্যাক	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা	দারূল ফিকির, বৈরুত
আল জামেউস সগীর	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
জমউল জাওয়ামে	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মাজমাউয যাওয়ায়িদ	দারূল ফিকির, বৈরুত

www.dawateislami.net

কানযুল উম্মাল	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইহ্ইয়াউল উলুম	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কিতাবুল ওয়ারা	আল মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
কিতাবুস সম্ত	আল মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
আল আদাবুল মুফরাদ	অফসেট বাহরাইন তাশকিন্দ
মিরাসিল আবি দাউদ	আফগানিস্তান
উমদাতুল ক্বারী	দারুল ফিকির, বৈরুত
নুযহাতুল ক্বারী	ফরীদ বুক স্টল লাহোর
ফয়যুল কদীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তাইসীর	মাকতাবা ইমাম শাফেয়ী, রিয়াদ
হাশিয়াতুল হফি আলা আল জামেউস সগীর	মতবুয়া দারুন নাওয়াদর
মিরকাতুল মাফাতিহ	দারুল ফিকির, বৈরুত
আশিয়াতুল লুময়াত	কোয়েটা
মিরাতুল মানাজিহ	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন, লাহোর
আল হেদায়া	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
জওহারা	করাচী
ফতোওয়ায়ে আলমগিরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
দুররুল মুখতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
রদ্দুল মুহতার	দারুল মারেফা, বৈরুত
তারভীরুল আবছার	দারুল মারেফা, বৈরুত
হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাল মারাকী	করাচী
আল বিনায়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
দুরর	করাচী
ফতোওয়ায়ে কাযীখান	পেশোয়ার পাকিস্তান

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তাতার খানিয়া	করাচী
ফাতাওয়া ফিকহীয়াতুল কবীর	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
জদ্দুল মুমতার	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফতোয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
জান্নাতী যেওর	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
তারীখে বাগদাদ	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইবনে আসাকির	দারূল ফিকির, বৈরুত
আত্ তাবকাতুল কুবরা	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আদ্ দুরর আল কামানাত	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
আশ শামায়িলে মুহাম্মদীয়া	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
শরহুস শিফা	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সুবুলুল হুদা	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সীরাতে মুস্তফা	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আনওয়ারে জামালে মুস্তফা	শাব্বীর ব্রাদার্স, লাহোর
মানাকিবে ইমাম আযম	কোয়েটা
হায়াতে আ'লা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কুতুল কুলুব	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইহ্ইয়াউল উলুম	দারে সাদর, বৈরুত
ইহ্ইয়াউল উলুম (উর্দু)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইন্তিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
ইত্তিহাফুস সাদাত	দারূল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
লুআকিহুল আনওয়ার	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
তাম্বিহুল গাফিলীন	দারুল কিতাবুল আরবী, বৈরুত
আল বদরুস সাফিরাহ	মুয়াস্সাতুল কুতুবুল শাকাফিয়া, বৈরুত
শরহুস সুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারকাত রযা, হিন্দ

www.dawateislami.net

আয যাওয়াজির	দারুল মারিফা, বৈরুত
কাশফুল ইলতিবাস	দারে ইহ্ইয়াউল উলুম, করাচী
আল হুসনুল হাসীন	আল মাকতাবাতুল আসরিয়া, বৈরুত
আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ	দারে ইবনে হিযম
আল মাকাসুদুল হাসানাহ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তালিমুল মুতায়াল্লিম	করাচী
ইকরামুদ্ দ্বীফা	মাকতাবাতুস সাহাবাতুত তানাতা, মিশর
হায়াতুল হাইওয়ান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইসলামী যিন্দেগী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মাদানী ওসীয়ত নামা	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
হাদায়ীকে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
উর্দু লুগাত	উর্দু লুগাত বোর্ড, করাচী

এই পুস্তিকাটি পাঠ করে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন। গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** পুস্তিকা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

জান্নাতের দিকে অগ্রবর্তী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার দুই ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাদের মীমাংসা করার জন্য উৎসাহ প্রদান পূর্বকঃ বলেনঃ আপনারা দুই জনের মধ্য থেকে যে মীমাংসা করার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবে, সে জান্নাতের দিকে অগ্রবর্তী হবে।

(সংক্ষেপিতঃ হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা)

01180506

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জলপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net